ওয়েস্টার্ন

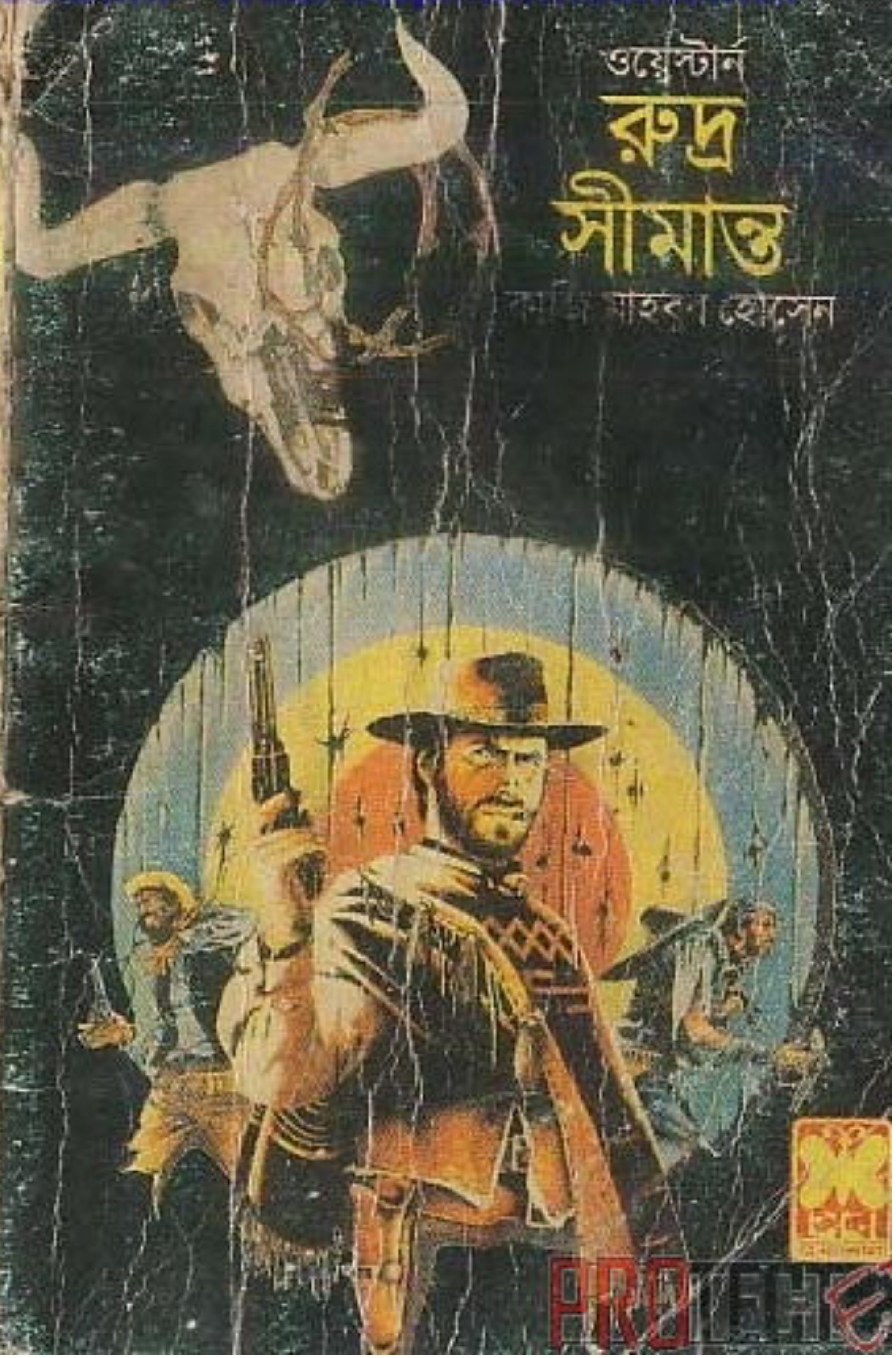
রুদ্র সীমান্ত

কাজি মাহবুব হোসেন

কিন্তু বিগ স্পেন্সার, রাজার মতই চাল-চলন।
তার কথাই আইন।
ছেলের উস্কানিতে পাহাড়ের ছোট র‍্যাঞ্চারদের উৎখাত করার
সিদ্ধান্ত নিল। খুন হলো বিল গ্রেহাম।
আগুন জ্বলল। খাবার কেনা বন্ধ করে দেয়া হলো।
মাইক মরগ্যান নেতৃত্ব দিচ্ছে পাহাড়ীদের।
দুর্ধর্ষ পিস্তলবাজ সে—কিন্তু মাত্র কয়েকজন লোক নিয়ে
কিন্তু সাম্রাজ্যের এত লোকের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে?
শুরু হলো সংগ্রাম।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

রুদ্র সীমান্ত
কাজি মাহবুব হোসেন



সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: [illegible]নোয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত বাথান, জুলুর পাহাড়, মানুষ শিকার, আগন্তুক ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার একজন, অপারেশন, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, শয়তানের ফাঁদ, [illegible], অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে একজন, অ্যারিজোনায় একজন, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, কাঁটুয়া, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, মৃত্যুলিপি, প্রত্যয়, রাখাল ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, জয়, বিধাতা ১, ২, গাড়ি, ছায়াপথ, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বয়ম্ভু, দেনা, প্রতারক, রক্তবর্ষা, সুবিচার, খুনে পাখী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিশোধ, দখল, প্রহরী, বেআইনি, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাভার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ বার।

এক

বাড়িটার পোড়া কালো কাঠ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়া বিল গ্রেহামের গুদাম থেকেও উঠছে। করালের গেট থেকে বারগুলো নামিয়ে ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে গেছে কেউ। আজ সকালেও সবকিছু ঠিক ছিল—কিন্তু এখন খালি। কেবল নির্জনতা, আর মৃত্যু বিরাজ করছে ওখানে।

বিল গ্রেহাম হাত-পা ছড়িয়ে মাটির ওপর পড়ে আছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় খামচে, লোকটা হাতের তলায় ছোট একটা গর্ত তৈরি করে ফেলেছে। লম্বা পা-ওয়ালা বাকস্কিনের পিঠে বসেই মাইক মরগ্যান বুঝতে পারছে লোকটাকে ছয়বার গুলি করা হয়েছে। তিনটে সামনে থেকে, আর বাকি তিনটে গুলি কেউ খুব কাছে দাঁড়িয়ে ওর পিঠে বিঁধিয়েছে। অথচ বিলের কোমরে কোন পিস্তল নেই। নিরস্ত্র অবস্থায় তাকে গুলি করে মারা হয়েছে।

ছোট্ট সবুজ পাহাড়ী উপত্যকায় এখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে। সূর্যের তাপে ওটা এখনও গরম। তাছাড়া পোড়া বাড়িটার কালো কয়লা থেকেও গরমের কিছু আঁচ আসছে।

বাড়ির চারপাশটা ঘুরে এল মাইক। চার-পাঁচজন লোক এখানে এসেছিল। ওদের একটা ঘোড়ার পিছনের খুর ফাটা। লোকগুলো গ্রেহামকে মেরে ওর বাড়ি-ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে।

ওর ছেলেমেয়ের কি হলো? মেয়ে ক্রিস্টিনার বয়স ছিল ষোলো। আর জ্যাক গ্রেহামের বয়স চোদ্দ। যা-ই ঘটে[illegible]

এখানে নেই। ট্রেইলটা দূরে যেখানে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে গেছে, সেদিকে চেয়ে ইতস্তত করছে মরগ্যান। তবে কি খুনীরা ওদের ধরে নিয়ে গেছে? ভাবতে গিয়ে নিজেই মাথা নাড়ল সে। ক্রিস্টিনাকে হয়তো নিতে পারে, কিন্তু জ্যাককে নয়। খুনীরা যদি ওদের দু'জনকে এখানে দেখতে পেত, তবে জ্যাকের লাশও এখানেই পড়ে থাকত।

চিন্তামগ্নভাবে ঘোড়ার মুখ ফেরাল। বাকস্কিনটা জানে, ওটা বাড়ি ফেরার পথ। দ্রুতপায়ে এগোল ঘোড়া। পাঁচ মাইল যেতে হবে। পুরো পাঁচ মাইলই পাহাড় আর জঙ্গল। কোন নির্দিষ্ট ট্রেইল নেই।

হয়তো সেই সময় এখন উপস্থিত। সে নিশ্চিত ছিল, একদিন-না-একদিন এটা আসবেই। এমনকি সে যখন সুখী, নিশ্চিন্ত, তখনও অবচেতন মনে সে জানত একদিন আবার তাকে কোমরে পিস্তল ঝুলাতে হবে। একটা গোলমাল যে পাকিয়ে উঠছে, এটা সে বেশ কিছুদিন আগেই টের পেয়েছিল।

বছরখানেকের কিছু বেশি হলো চূড়ার মাঝখানে একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকায় কেবিন তৈরি করে মাইক এখানে বসবাস করছে। এত উঁচুতে কোন গরু চরতে আসে না। তাই বাইরে থেকে কেউ এলে এমন জায়গাতেই বসতি করবে, এটাই স্বাভাবিক। ঘটেছেও তাই, লীম্যান, ও'নিল, হার্পার, থেহাম—এরা সবাই নিজের পছন্দ মত জায়গা খুঁজে নিয়ে পাহাড়েই বাস করছে।

নিচে, সিডার ব্লাফের কাছে, একটা র‍্যাঞ্চ আছে—একটা, এবং কেবল ওই একটাই। র‍্যাঞ্চ আর শহরে একটা লোকই রাজত্ব করে। ওর ওপর কথা বলার সাহস কারও নেই। রাজকীয় চালে সে ঘোড়া চালায়। হাঁটেও রাজার মতই। একা কখনও চলে না—তার কখন কি দরকার, দেখার জন্যে ওর সাথে সবসময়েই লোক থাকে। সে নিজে কথা না বললে কেউ আগে বেড়ে তার সাথে কথা বলতে পারে না—অনুমতি

নেই। পুবের ক্ষমতাশালী লোকের মতই তার চালচলন। কোন আদেশ দেয়া বা কাউকে দয়া দেখানো—সবই তার ইচ্ছে। কেউ যদি তার বিরোধিতা করে, তাকে সে তলায় ফেলে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলে।

কিন্তু বিগ স্পেন্সার কিশোর বয়সে পশ্চিমে এসেছিল। কিন্তু তখনই তার কাছে অনেক টাকা ছিল। টেক্সাসে সে কিছু ক্যাট্‌ল্ ড্রাইভ করেছে। ওখানেই হাতাহাতি মারপিট, আর পিস্তলবাজিতে হাত পাকিয়েছে। মানুষকে কিভাবে বেকায়দায় ফেলে চাপ দিয়ে সুবিধে আদায় করতে হয়, তা ওর আগেই জানা ছিল। এরপর সে পশ্চিমে সিডার ব্লাফ শহরে আসে। নিজের প্রাসাদ তৈরি কোরে সব রাসলারকে দেশছাড়া করল। এতে গরু চোরেরা যেসব উপত্যকা হাইডআউট হিসেবে ব্যবহার করত, সেগুলো ওর হাতে চলে এল। একজন সৎ র‍্যাঞ্চার ছিল ওখানে; তার র‍্যাঞ্চ সে কিনে নিল। প্রথমে বিক্রি করতে রাজি হয়নি র‍্যাঞ্চার। বিগ তাকে হুমকি দিল, বিক্রি করো, নইলে বিপদ আছে—সেইসাথে প্রথমে যে দাম বলেছিল সেটাও অর্ধেক করে দিল। লোকটা বিক্রি করল।

সিডার ব্লাফ আর সিডার ভ্যালি, দুটোই রইল বিগের মুঠোয়। লোকটা শক্ত, এবং সমর্থ। ধীরে স্পেন্সার ক্ষমতা-লোভী হয়ে উঠল। উপত্যকাটা মেক্সিকো আর অ্যারিজোনা, দুটো থেকেই বিচ্ছিন্ন। ওর রাজত্বে কেউ ওকে ছুঁতে পারবে না। তার ইচ্ছেই ওখানে আইন।

সিডার এইসের মালিক সে। ওটা সেলুন আর জুয়া খেলার জায়গা। স্টেজ স্টেশন, স্টেজ লাইন, আর মাল আনা-নেয়ার ফ্রেইট লাইনও তার। ষাট হাজার একর জমির মালিক হলেও বিগের দখলে রয়েছে আরও একশো হাজার একর জমি। অসংখ্য গরুও আছে সেইসাথে। নিজের লোকজনের মধ্যে গেলেও ওর দু'পাশে দু'জন লোক থাকে। ওদের একজন হচ্ছে কঠিন পিস্তলবাজ সিম থ্যাকার, অন্যজন তার ছেলে লিট্‌ল্ বিগ স্পেন্সার।

ওদের পিছনে থাকে দুই জমজ ভাই টাস্ আর বাস্ লক। দু'জনেই ...স্তলবাজ।

সিডার ব্লাফ শহরে মাইক খুব কমই যায়। ওর ভয় বাইরে থেকে ...উ এলে, হয়তো সে কি বা কে চিনে ফেলতে পারে। তারপর কথাটা ...খে মুখে ছড়িয়ে পড়বে।

'ওটা কিলরয়!'

লোকজন ওকে দেখার জন্যে ফিরে তাকাবে। কারণ ওই অদ্ভুত, ...বধূরে লোকটার অনেক কীর্তির কথাই পশ্চিমের সব লোক শুনেছে। ...দিও ওকে সাক্ষাৎ পরিচয়ে চিনবে, এমন লোকের সংখ্যা কম। ওর ...চহারার বিবরণও বেশি লোকের জানা নেই।

রহস্যময় গানম্যান কিলরয় একাকী ছায়ার মত সবখানেই ঘুরেছে। ...হর আর বিভিন্ন কাউ ক্যাম্পে সে আনাগোনা করেছে। মাঝেমধ্যে ...ংক্ষিপ্ত পিস্তল যুদ্ধ হয়েছে, এবং তারপরেই সে আবার সরে পড়েছে। ...ারাই হ্যাকড়ামি করে ওর মোকাবিলা করেছে, তারা কেউ বেঁচে ...নই—কিলরয়ের গুলি খেয়ে মরেছে।

তাই মাইক মরগ্যান নাম নিয়ে কিলরয় পাহাড়ের ভিতর সবুজ ...উপত্যকায় কেবিন তৈরি করে থাকছে। কিছু গরু আছে ওর। আর বুনো ...ঘোড়া ধরে পোষ মানিয়ে বিক্রি করে তার খরচ চলে যায়। নিঃসঙ্গ ...জীবন। এখানে সে নিজের পিস্তলগুলো কেবিনের তাকে তুলে রেখেছে। ...বাইরে বেরোলে কেবল রাইফেলটা সাথে নেয়। সেটাও শিকার করার ...জন্যে, বা নেকড়ের আক্রমণ ঠেকাতে।

গত এক বছরে মাইক মাত্র বারোবার শহরে গেছে। সিডার ব্লাফ ...থেকে প্রয়োজনীয় সাপ্লাই কিনে এনে পাহাড়েই থেকেছে, এবং তা না ...ফুরানো পর্যন্ত আর শহরে যায়নি। সিডার এইস সেলুন এড়িয়ে চলে সে। ...ক্রিস্টাল প্যালেস; যার মালিক আইরিন রনসন নামের এক মহিলা, ...সেখানে মোটেও ঢোকেনি মাইক। ওটা নতুন তৈরি হয়েছে। বার আর

জুয়ার সাথে একটা চমৎকার ডান্স হলও আছে ওখানে।

পাইন গাছের ভিতর কেবিনটার ওপর পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের লালচে আভা পড়েছে। বাকস্কিনের পিঠ থেকে নেমে, ঘোড়ার কাঁধটা আদর করে চাপড়ে দিল মাইক।

'আবার বাড়ি ফিরেছি, বাক! চমৎকার অনুভূতি, তাই না?'

ঘোড়াটা ঘাড় ফিরিয়ে মাইককে দেখল—তারপর নাক বাড়িয়ে ওকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে নিজের অনুভূতি জানাল। পিঠ থেকে জিন নামিয়ে ঘোড়াটাকে করালে ছেড়ে দিল সে। ফর্ক দিয়ে তুলে, কেটে আনা কিছু তাজা সবুজ ঘাস খেতে দিল।

অত্যন্ত নিঃসঙ্গ জীবন, তবু সে তৃপ্ত। তবে মাঝেমধ্যে রাতের তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে মাইক সিডার ব্লাফের মেয়েটার কথা ভাবে। আইরিন কি জানে সে এখানে আছে? টেক্সাসের লাইভ ওক কাউন্টি থেকে মেয়েটাকে সে যতটা চেনে, তাতে বুঝতে পারছে ও জানে। আইরিন রনসন আশপাশে কি ঘটছে তা জানে। সবসময়েই জেনেছে।

রাতের খাবার তৈরি করার কাজে লেগে গেল মাইক। কাজের ফাঁকে লীম্যান, আর তার শক্ত-সমর্থ লম্বা ছেলেগুলোর কথা ভাবছে সে। ওরা এখন কি করবে? অবশ্য এটা অবান্তর প্রশ্ন। ওরা যে লড়বে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

ওরা ওই ধরনেরই মানুষ। ওদের মত মানুষ নিজের হাতেই সব গড়তে পছন্দ করে। কারও কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে ওরা চায় না। লীম্যানরা গানফাইটার নয়—কিন্তু পাতলা গড়নের কঠিন লোক সবাই। গানম্যান না হলেও রাইফেলে ওদের চমৎকার হাত। দেখলে মনে হয় রাইফেল যেন ওদেরই দেহের একটা অঙ্গ। আর, বিশাল-দেহী ও'নিল, একটু বেশি কথা বলে—হাসিখুশি আইরিশ লোকটা ইলেকশনে দাঁড়াবার জন্যেই যেন ক্যাম্পেইন করছে। লোকটা লড়বে না, এটা চিন্তাই করা যায় না।

*

পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে। কথাটা চিন্তা করে মাইকের মুখটা গম্ভীর হলো। লড়াই হলে তাকে আবার অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে—মানুষ মারতে হবে। অবশ্য গোলাগুলিতে না জড়িয়ে, পাহাড়ী এলাকায় তার ছোট্ট র‍্যাঞ্চ ছেড়ে সে সরে যেতে পারে। কথাটা তার মাথায় মুহূর্তের জন্যে এলেও, মাইক জানে সে কিছুতেই যাবে না। ও'নিল আর লীম্যানদের মত সেও লড়বে।

তাছাড়া এখানে বিবেচনা করে দেখার মত আরও বিষয় রয়েছে। গতবার যখন মাইক সিভার ক্লাফে এসেছিল, রেজার লী হলের থেকে সে একটা চিঠি পেয়েছিল।

> আমাদের এদিককার খবর সব ভাল। কিন্তু আমি ভাবলাম এই খবরটা তোমার জানা দরকার: হ্যারিস গিবসন জেল থেকে বেরিয়েছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, তার ভাইয়ের হত্যা আর তাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করার প্রতিশোধ নিতে সে তোমাকে খুঁজে বের করে হত্যা করবে। এবং চেষ্টা সে নিশ্চয় করবে, সুতরাং সাবধান।

চার স্লিতে বেকন প্যানে ছেড়ে, কফির পানি চড়িয়ে দিল মাইক। বেকন ভাজা হলো কিনা সেদিকে খেয়াল রেখে নিজের মনেই গুনগুন করে গান ধরল। ভাজা হলে, একটা টিনের বাসনে ওগুলো তুলল। কফি বের করতে যাচ্ছে, এই সময়ে নড়াচড়ার একটা চাপা শব্দ শুনতে পেল।

মুহূর্তে জমে গেল মাইক। একটা কম্বল ঝুলিয়ে কামরাটাকে দু'ভাগ করেছে সে। কম্বলের ওপাশ থেকেই শব্দটা এসেছে। পিস্তল দুটো কামরার উল্টো পাশে তাকের ওপর রয়েছে। কিন্তু রাইফেলটা আছে আরও কাছে।

উঠে, কফি তৈরি করার কাজে ব্যস্ত হলো মরগ্যান। রাইফেলটার কাছে যখন এসেছে, চট করে ওটা হাতে তুলে নিয়ে এক লাফে কম্বলের কাছে এসে হেঁচকা টানে কম্বলটা সরাল।

তার বিছানার ধারে বসে আছে দু'জন তরুণ বয়সের মানুষ। বিস্ফারিত চোখের একজন ষোলো বছর বয়সের তরুণী, পাশে তিন ভরা মুখের একজন কিশোর। ভীত ফেকাসে মুখে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে ওরা।

ধীরে রাইফেলের বাঁট মাটিতে নামাল মাইক। 'অবাক করলে দেখছি! তা, তোমরা এখানে কিভাবে পৌঁছলে?'

মেয়েটা ঢোক গিলে উঠে দাঁড়াল। হাঁটু ভেঙে সামান্য নিচু হয়ে সে অভিবাদন জানানোর চেষ্টা করল। ওর সুন্দর সোনালী চুল দুটো মোটামোটা বেণীর আকারে ঝুলছে। পরনে সস্তা সুতির জামা। দুর্যোগের পর কিছুটা ছেঁড়া আর ময়লা। 'আমরা—মানে, আমি ক্রিস্টিনা গ্রেহাম, আর ও আমার ভাই জ্যাক গ্রেহাম।'

'ওরা আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে!' জ্যাক উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে বলল। ওর মুখটা বিকৃত আর ফেকাসে। 'ওই স্পেন্সাররাই এই কাজ করেছে। প্যাপিকেও মেরে ফেলেছে ওরা।'

'আমি জানি।' মরগ্যানের চেহারা গম্ভীর। 'ওই পথেই আমি ফিরেছি। এসো, এপাশে এসে কিছু খেয়ে নাও। তারপর কি ঘটেছে সব খুলে বলতে পারবে আমাকে।'

'আজ সকালে সূর্য ওঠার সাথেসাথেই এসেছিল ওরা,' জানাল জ্যাক। 'ওরা প্যাপিকে দু'ঘণ্টা সময় দিয়ে বলল, ওই সময়ের মধ্যেই সে যেন মালপত্র নিয়ে দেশ ছাড়ে। প্যাপি জানাল সে নড়বে না। ওটা সরকারি জমি, বৈধভাবে নেয়া হয়েছে—সুতরাং ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তারপর কি হলো?' ফালি করে কেটে, আরও বেকন প্যানে ছাড়ল মরগ্যান।

'লিট্ল্ স্পেন্সার গুলি চালাল। নড়ার আগেই তিনটে গুলি বিঁধল প্যাপির বুকে। পড়ে যাওয়ার পর পিঠের ওপর পিস্তল খালি করল লিট্ল।'

লড়াই ঘনিয়ে আসছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে মাইক। লিটল

স্পেন্সারের কথা তার মনে আছে। ছিপছিপে গড়ন, চিতাবাঘের মত সাবলীল চালচলন। সাদা বাকস্কিনের জামা পরে সে তার সাদা ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করে। হত্যা করার মত আনন্দ সে আর কিছুতে পায় না—ওটা এখন তার নেশায় দাঁড়িয়েছে। ভীষণ লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে। কোনক্রমেই এটা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কিন্তু না। এটা তার ফাইট নয়। অন্তত এখন পর্যন্ত না।

'তোমরা এখানে এলে কিভাবে?' সদয় কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'আমাদের পালাতেই হলো। ক্রিস্টিনা বনের ভিতর কাঠ আনতে গেছিল। আমি যখন ওর কাছে পৌছলাম, দেখি সে কাঠ নিয়ে ফিরে আসছে। দু'জনে বাড়ি ফেরার পথ ধরলাম। তারপর গুলির আওয়াজ শুনলাম। ঝোপ ফাঁক করে দেখলাম লিট্‌ল্ আমার প্যাপিকে শেষ করে ফেলল। আমি লড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না।'

'ওরা তোমাদের খুঁজেছিল?' মাইক প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। আমরা ওদের একজনকে বলতে শুনলাম সে ক্রিস্টিনাকে চায়!' আড়চোখে জ্যাক বোনের দিকে দেখল। ওর মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'বলছিল, মেয়েটাকে মেরে কোন লাভ নেই—অন্তত এখন না!'

'তোমাদের সাথে ঘোড়া ছিল?'

'ছিল। আমরা ওগুলো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। ভেবেছিলাম ওরা হয়তো এখানেও আসতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে এসেছি কারণ, প্যাপি বলেছিল, তার যদি কিছু হয়, আমরা যেন এখানেই প্রথম আসি। আরও বলেছিল, তুমি ভাল মানুষ, আর ওর ধারণা গোলাগুলিতেও তোমার হাত ভাল।'

'ঠিক আছে।' মরগ্যান ওদের কিছু খাবার বেড়ে দিল। 'আজ রাতে তোমরা এখানেই থাকতে পারো। আমার কাছে বাড়তি কম্বল যথেষ্ট

আছে। কাল সকালে তোমাদের আমি লীম্যানের ওখানে নিয়ে যাব।'

'ওটা আমাকে দাও,' বলে কড়াইটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল ক্রিস্টিনা। 'আমি রান্না করতে পারি।'

'খুব ভাল পারে।' মুগ্ধভাবে প্রশংসা করল জ্যাকি। 'আমাদের জন্যে সব সময়ে ওই রান্না করত।'

পাথরের ওপর ঘোড়ার খুর বাড়ি খাওয়ার একটা শব্দ হলো। চট কোরে আলোটা নিভিয়ে দিল মাইক। 'মাটিতে শুয়ে পড়ো,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আগে দেখি ওরা কে।'

ঘোড়াগুলো আরও কাছে এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল। খুরের শব্দে মাইকের মনে হলো দু'জন আসছে। তারপর তীক্ষ্ণস্বরে কেউ চিৎকার করল।

'বাড়িতে কে আছ! এখানে বেরিয়ে এসো!'

দরজার আড়াল থেকে মাইক প্রশ্ন করল, 'তুমি কে? কি চাও?'

'আমি কে তাতে কিচ্ছু আসে-যায় না, মরগ্যান! তোমাকে আমরা কাল দুপুর পর্যন্ত সময় দিচ্ছি—এই এলাকা ছেড়ে ট্রেইল ধরো। তুমি স্পেন্সার রেঞ্জের ওপর আছ! আমরা সবাইকে উঠিয়ে দিচ্ছি!'

মাইক রূঢ়ভাবে হেসে উঠল। 'খুব মজার কথা, বন্ধু!' শুষ্ক কণ্ঠে বলল সে। 'ফিরে গিয়ে বিগ স্পেন্সারকে জানাও যে আমি এখান থেকে একপাও নড়ছি না। এটা সরকারি জমি। দলিল করেই এটা আমি কিনেছি।'

উঁকি দিয়ে পিস্তলের ব্যারেলে একটা আলোর ঝিলিক দেখতে পেল মাইক। 'ভুলেও ওই চেষ্টা কোরো না, রাস। গলার স্বরেই তোমাকে আমি চিনেছি। তোমার ঘটে যদি একটু বুদ্ধিও থাকে, তবে বুঝবে আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তোমাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এত কাছে থেকে কানাও তোমাদের মিস করবে না।'

কটু ভাষায় একটা গালি দিল রাস। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'এতে তুমি রেহাই পাবে না, মরগ্যান!'

'ফিরে গিয়ে কিডকে বলো এই জায়গাটা আমার পছন্দ। আমি থাকছি।'

লোকগুলো চলে গেলে কিশোর দু'জনের দিকে ফিরল মাইক। 'এখন কিছু সময় নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। ক্রিস্টিনা, তুমি পাশের ঘরের বিছানাটা নেও, জ্যাকি আর আমি এখানেই বিছানা পেতে ঘুমাব।'

'কিন্তু—?' প্রতিবাদ করল মেয়েটা।

'যাও, এখনই যতটা পারো ঘুমিয়ে নাও। আমার ধারণা ঝামেলা মাত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু ভয় পেয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি ভয় পাচ্ছি না।' ডাগর চোখে মাইকের দিকে তাকাল সে। 'আমাদের কোন ক্ষতি হতে দেবে না তুমি। আমি জানি।'

মেয়েটা পাশের ঘরে চলে যাওয়ার পর পুরো এক মিনিট ওদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল মাইক। কেউ বিশ্বাস করলে ভিতরে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। বিশেষ করে স্থির বিশ্বাসে এমন পরিপূর্ণ আস্থা রাখলে। বাচ্চা মেয়েটার এই নিঃসঙ্কোচ বিশ্বাস তাকে অভিভূত করেছে। এর আগে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে রক্ষা করার দায়িত্ব সে কাঁধে নেয়নি।

বিছানা তৈরির কাজে ব্যস্ত হলো জ্যাক। মেঝের ওপর নিখুঁত ভাবে বিছানা পাতল। দেখে মনে হয়, সে সারাজীবন ওই কাজ করেই কাটিয়েছে। সে যে কাজ করতে পারে, এবং দক্ষ ভাবেই পারে, এটা দেখাবার সুযোগ পেয়ে জ্যাক খুশি হয়েছে।

হাত বাড়িয়ে তাক থেকে পিস্তল দুটো নামিয়ে পরীক্ষা করল মাইক। গত একটা বছর ধরে প্রতি রাতেই সে তা করেছে। পরীক্ষার শেষে বাঁট ধরে ব্যালেন্স দেখল। চমৎকার একটা অনুভূতি—মানুষ মারার পক্ষপাতী সে নয়, তবু ভাল লাগল। ধীরে, ওগুলো আবার তাকের ওপর তুলে

রাখল সে।

দুই

সকালের সূর্য মাত্র আলো ছড়িয়ে ঘাসের ওপর শিশির বিন্দুগুলো থেকে হীরের ঝিলিক বের করতে শুরু করেছে। এর অনেক আগেই বিছানা ছেড়ে দড়ি ছুঁড়ে করালে ঘোড়া ধরার কাজ শুরু করেছে মাইক। এত সকালেও কেবিনে ফিরে দেখল আগুন জ্বেলে নাস্তা তৈরি করছে ক্রিস্টিনা। মাইককে ফিরতে দেখে হাসল সে। কিন্তু ওর চোখ দুটো লাল। বোঝা যায় মেয়েটা অনেক কেঁদেছে।

জ্যাকি এখন দুঃখজনক ঘটনাটার মর্ম পুরো বুঝতে পারছে। চুপ করে মাথা নিচু করে বসে আছে সে। মরগ্যান জ্যাকের চেয়ে ক্রিস্টিনার ব্যাপারেই বেশি উদ্বিগ্ন।

বিল গ্রেহামের কথা অনুযায়ী আট বছর আগে বিল ওকে ঝোপের মধ্যে লুকানো অবস্থায় খুঁজে পায়। ইন্ডিয়ান সেজে ডাকাতের একটা দল ওর বাপ-মাকে মেরে ওয়্যাগন লুট করার পর ওতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন থেকে ওকে নিজের নাম দিয়ে নিজের মেয়ের মতই মানুষ করেছে বিল। গত বছর বিলের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সংসারের পুরো দেখাশোনার ভার মেয়েটা নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিল। পশ্চিমের মেয়েরা কঠিন জীবনের সাথে পরিচিত হয়েই বড় হয়। কিন্তু এমন মর্মান্তিক দু'দুটো ঘটনা কাটিয়ে ওঠা সত্যিই কঠিন। এতে হয়তো তার জীবনের ধারাই পাল্টে যেতে পারে।

নাস্তা খাওয়া শেষ হলে ওদের জিন চড়ানো ঘোড়াগুলোর কাছে নিয়ে গেল মাইক। তারপর সে একাই কেবিনে ফিরে একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল। ওর হাতে একটা পুরানো শার্পস রাইফেল। এক মুহূর্ত ওটার দিকে চেয়ে থেকে সে জ্যাকের দিকে ফিরল। ছেলেটার চোখ দুটো অবিশ্বাসে বড় হয়ে উঠেছে—কিন্তু আশায় উজ্জ্বল।

'জ্যাকি,' শান্ত স্বরে বলল মরগ্যান, 'আমার বয়স যখন চোদ্দ তখন থেকেই আমি পরিণত পুরুষ। বাধ্য হয়ে আমাকে তা হতে হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে তোমার বাবার মৃত্যু তোমাকেও কিশোর থেকে যুবকে রূপান্তরিত করেছে। আমি এটা কোন বালককে দিচ্ছি না। উপযুক্ত পুরুষকে দিচ্ছি।

'এটা জেনো, জ্যাকি, সত্যিকার পুরুষ নেহাৎ ঠেকায় না পড়লে গান ব্যবহার করে না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে গুলি সে কখনও করে না। আমি এই রাইফেলটা তোমাকে উপহার দিচ্ছি—কিন্তু মনে রেখো এটা একটা গুরু দায়িত্ব। তোমার বা তোমার প্রিয়জনের জীবন রক্ষার খাতিরে ছাড়া মানুষের ওপর এটা কখনও ব্যবহার কোরো না।

'তুমি এতে সব সময়েই গুলি ভরে রাখবে। খালি গান তোমার কোন কাজেই আসবে না। লোকজনের মাঝে থাকলে রাইফেলটা খুব সাবধানে রাখবে, যেন কোন অঘটন না ঘটে। লোকে বলবে "ওটা জ্যাকি গ্রেহামের রাইফেল, সব সময়েই লোডেড থাকে।" মানুষ যখন মনে করে রাইফেল বা পিস্তলে গুলি নেই, তখনই দুর্ঘটনা ঘটে।'

'ওহ!' প্রশংসার দৃষ্টিতে পুরানো শার্পস রাইফেলটার দিকে তাকাল জ্যাক। 'এটা একটা অস্ত্র বটে!' মুখ তুলে মাইকের দিকে তাকাল, ওর চোখ দুটো আনন্দ আর অকৃত্রিম ভাবের আবেগে ছলছল করছে। 'মিস্টার মরগ্যান, তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, একেবারে নিরুপায় না হলে আমি কখনও গান ব্যবহার করব না!'

মরগ্যান ঘোড়ায় চড়ল—সাথে ক্রিস্টিনা আর জ্যাকও উঠল।

মাইকের উইনচেস্টারটা ওর হাতেই রয়েছে। ওটা নতুন .৭৩ মডেল। ওটাই বর্তমানে শার্পসের বদলে সীমান্তে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ওর মনে কোন বিভ্রান্তি নেই। কিন্তু যদি মনস্থির করে থাকে সে উচু এলাকায় বসবাসকারী লোকজনকে তাড়িয়ে দেবে—সম্ভবত সে সক্ষম হবে। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় লোকটা এমনই বিভোর যে লীমান, ও'নিল আর তাকে গোনার মধ্যেই ধরছে না।

'জানো, জ্যাকি,' একটু চিন্তা করে বলল মাইক, 'আমাদের সংবিধানে আছে আমেরিকানদের অস্ত্র রাখার অধিকার কখনও খর্ব করা হবে না। মানুষ যেন নিজের ঘর আর স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে, সেই কারণেই এই ব্যবস্থা।

'বর্তমানে এই উপত্যকার একজন মানুষ কিছু লোকের ন্যায্য অধিকার আর স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। কোন মানুষ যখন এমন অনাচার শুরু করে, আর যখন আইনের সাহায্য হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তোমাকে লড়তেই হবে। আমি বেশকিছু মানুষ মেরেছি, জ্যাকি, এবং এটা ভাল কাজ নয়—কোনক্রমেই না। কিন্তু আমি ভাল মানুষকে কখনও মারিনি। যাদের ভিতরটা কলুষে ভরা, যারা মরার যোগ্য, তাদেরই মেরেছি। এবং সেটাও আমাকে কোণঠাসা কোরে, হয় আমি নয় সে, এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি না করলে মারিনি।

'এই দেশটা এত বড় যে সবাই থাকার মত যথেষ্ট জায়গা এখানে আছে। কিন্তু কিছু লোক টাকা আর ক্ষমতার লোভে হন্যে হয়ে ওঠে। ওরা যখন এমন করে তখন সীমিত ক্ষমতার মানুষদের, তাদের সামান্য যেটুকু আছে, সেটা রক্ষা করার জন্যেই লড়তে হয়। তোমার বাবা নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে মরেছে।

'একজন সাহসী পুরুষ যখন নিজের বিশ্বাসকে রক্ষা করতে গিয়ে মরে, তখন সে ক্ষতির চেয়ে লাভই করে বেশি। নিজের জন্যে নয়, কিন্তু তার মত আর যারা সৎভাবে বাঁচতে চায়, তাদের জন্যে।'

ট্রেইলটা সরু আর কিছুটা রুক্ষ হয়ে উঠল। একটা ক্ষীণ উত্তেজনা বোধ করছে মাইক। জোর বাতাসে মালভূমির উপর চড়ার সময়ে প্রতিবারই তার এই অনুভূতি হয়। পাইন গাছের ভিতর দিয়ে ছুরির মত রিজগুলোর দিকে এগোচ্ছে ওরা। মালভূমির ওপর উঠে লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল সে। এখানে এলে প্রতিবারই তাই করে মাইক।

সিয়ার উপত্যকার বিশাল এলাকা পেরিয়ে দূরে কুয়াশার মত আবছা নীল দেখা যাচ্ছে। ওটা গাঢ় হয়ে পরে রক্ত-বেগনি রঙ নিয়েছে দূরের পাহাড়ের গায়ে। এখানে বাতাসটা তাজা আর পরিষ্কার। উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে আসছে বলে একটু ঠাণ্ডাও। সীমাহীন দূরত্বের একটা আভাস এখান থেকে পাওয়া যায়। মনটাও যেন কেমন উদাস হয়ে যেতে চায়।

মালভূমির কিনার ঘেঁষে এগিয়ে চলল মাইক। শেষে তার দ্বিতীয় প্রিয় জায়গায় এসে পৌঁছল। এটা শুধু তার প্রিয়ই নয়, একটা চ্যালেঞ্জও বটে। কারণ এখানে ডিভাইডের (bontinental Divide—এই পর্বত শ্রেণী আমেরিকাকে পুব-পশ্চিমে দু'ভাগে ভাগ করেছে বলেই এই নাম) রিজগুলো উঁচু হয়ে এখানে প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে। এর পুবে সবুজের অপূর্ব সমারোহ, আর পশ্চিমে রুক্ষ মরুভূমি, স্মোকি ডেজার্ট।

স্মোকি ডেজার্টের আকাশে কুয়াশার মত ধুলো বা ধোঁয়া মরুভূমিটাকে সর্বক্ষণ ঢেকে রাখে। ওর তলায় নিচে কি আছে তা কেউ বলতে পারবে না। এদিকের পাহাড়গুলো এত খাড়া যে নিচে নামার কোন রাস্তা নেই। থাকলেও স্টীল ক্যানিয়নে নামার রাস্তা কেউ চেনে না। একজন ইণ্ডিয়ান ওকে বলেছিল তার বাবা নিচে নামার একটা ট্রেইল চিনত। কিন্তু জীবিত কারও ওই পথ জানা নেই। এবং ওটা খুঁজে বের করার জন্যে কারও মাথাব্যথা নেই। কেবল নিঃসঙ্গ মাইককে ওটা টানে, কারণ ওটা আরও বিশাল এক নিঃসঙ্গতা।

দূরে, অনেক দূরে এবড়ো-খেবড়ো লাল পাহাড়। লাল আর কালো

ভাঙা দাঁতের মত আকাশের দিকে উঠেছে। ওর ধারণা বাটির মত গর্ত আগ্নেয়গিরির মুখের ওটা একটা খাব।

'একদিন,' সঙ্গীদের বলল মাইক, 'আমি নিচে ওখানে যাব। যদিও ওটাকে নরকের সদর দরজার মতই দেখায়—তবু আমি যাব।'

জো লীম্যান আর তার চারজন লম্বা চার ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা তিনজন কেবিনের উঠানে গিয়ে পৌঁছল। লীম্যান পরিবারের লম্বা কেন্টাকি রাইফেল।

'তোমাকে দেখে আশ্বস্ত হলাম, মরগ্যান,' বলে, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসল জো। 'আমরা ঝামেলার জন্যে তৈরি হয়ে আছি। ওদিকে কিছু গোলমাল হয়েছে বলে শুনলাম।'

'হ্যাঁ।' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল মাইক। 'ওরা বিল গ্রেহামকে হত্যা কোরে সবকিছু আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এরা ওর ছেলে-মেয়ে। ভাবলাম তুমি হয়তো ওদের আশ্রয় দিতে পারবে।'

'তুমি ঠিকই করেছ, বাছা। পরম দয়াময় ঈশ্বরই ভাল মানুষদের দেখাশোনা করেন। কিন্তু আমাদেরও এতে সাহায্য করার প্রয়োজন আছে। লীম্যানদের ছাদের নিচে সবসময়েই আশ্রয় আছে। এবং থাকবে।'

লীম্যানের সব থেকে বড় ছেলে জন এসে সবার সাথে যোগ দিল। সে 'হাওডি,' বলল সে। 'পাপা তোমাকে ক্রন্দার্স সম্পর্কে সব জানিয়েছে?'

'ক্রন্দার্স?' ভুরু কুঁচকাল মাইক। 'কেন, সে কি করেছে?'

'আমাদের কাছে সে আর কোন মাল বিক্রি করবে না।' থুতু ফেলে লম্বা যুবক কনুইয়ের ভাঁজে রাইফেলটা রাখল। 'এতে আমাদের সবচেয়ে কাছের স্টোর হয়ে দাঁড়াল সেই ব্লেজারে। পাহাড় পেরিয়ে তিনদিনের পথ।'

চিন্তিত মুখে কাঁধ উঁচাল মরগ্যান। 'আমাদের গায়ের জোরে

তাড়াতে না পারলে, ভুখা মারার মতলব।' আড়চোখে বুড়ো লীম্যানের দিকে তাকাল সে। 'তুমি কি প্ল্যান করেছ?'

মাথা নাড়ল সে। 'এখনও কিছু ঠিক করিনি। আমি ভাবছিলাম পাহাড়ে আর যারা আছে তাদের সবার সাথে একত্রে বসে আলোচনা করে ঠিক করব এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়। অ্যানডিকে আমি পাঠিয়েছি, ও'নিল, হার্পার আর ইয়াং ইয়েনকে খবর দেয়ার জন্যে। যা করার সেটা আমাদের সবাইকে একজোট হয়েই করতে হবে।'

খোঁচা-খোঁচা দাড়িভরা লম্বা চোয়াল ঘষতে ঘষতে মরগ্যানের দিকে তাকাল জো। ওর ধূসর চোখে কৌতূহল আর ধূর্ততা, দুটোই প্রকাশ পাচ্ছে। শেষে সে বলল, 'জানো, মরগ্যান, আমার বদ্ধমূল ধারণা তুমি একজন প্রচণ্ড যোদ্ধা। হয়তো তুমি কোমরে পিস্তল ঝোলালে কিডের কিছু পিস্তলবাজ পিছু হটবে।'

হাসল মরগ্যান। 'এটা তোমার ভুল ধারণা, লীম্যান। আমি, আমি একজন শান্তিপ্রিয় লোক। পাহাড় ভালবাসি, এবং আমাকে নিজের মত চলতে দেয়া হোক, এটাই আমি চাই।'

'আর ওরা যদি তা না দেয়?' তামাক চিবাতে চিবাতে তীক্ষ্ণ চোখে মাইককে লক্ষ করছে লীম্যান।

'ওরা যদি আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে না দেয়? আর আমার বন্ধু-বান্ধবকে মারা শুরু করে?' জো'র দিকে ফিরল মাইক। 'তাহলে তাক থেকে পিস্তল দুটো নামিয়ে ফাইটে যোগ দেব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল লীম্যান। 'বাস্, ওইটুকুই আমি জানতে চেয়েছিলাম, মরগ্যান। সারা জীবন লড়াই করার পর আমি ফাইটার দেখলে চিনব না, এটা হতেই পারে না। ও'নিল আর ইয়েন ফাইট করবে। হার্পারও করবে, কিন্তু সে ঠিক ফাইটার নয়। আমার ছেলেদের রাইফেলের বাঁট কামড়ে দাঁত উঠেছে। কেন্টাকিতে বংশগত যুদ্ধে আমার বড় দুই ছেলে মারা পড়েছে বটে, কিন্তু ছোট দুটো ওদের জায়গা নিতে পারবে।'

লাথি দিয়ে ধুলোর ভিতর বুটের মাথাটা ঢুকাল মাইক। 'তোমার কি মনে হয় না মেয়েদের ব্লেজারে রেখে আসাই ভাল? আমরা সংখ্যায় বেশি নই, জো। আর কিডের অন্তত পঞ্চাশজন লোক আছে। পরিস্থিতি ভাল থাকতে থাকতে ওদের সরিয়ে ফেলা দরকার।'

'স্পেন্সারের আরোহী পঞ্চাশজনের বেশিই আছে, কিন্তু মেয়েরা থাকবে, মরগ্যান। আমার স্ত্রী কিছুতেই যেতে রাজি নয়। তোমার বাড়িতে কোন মেয়ে নেই, তাই তুমি বুঝবে না ওরা কতটা হাঁকড়া হতে পারে। ওকে যদি বলি আমরা লড়তে যাচ্ছি, তুমি ব্লেজারে যাও। সে এমন খেপে উঠবে, যে কাছি দিয়ে বেঁধেও তাকে সামলানো যাবে না।

'কেন্টাকিতে যুদ্ধের সময়ে সে আমার রাইফেলে গুলি ভরে সাহায্য করেছে। তখন ওর বয়স অনেক কম ছিল। এখানে আসার পথে ইণ্ডিয়ানরা যখন আক্রমণ করে তখনও তাই করেছে—এবং আমার পাশে দাঁড়িয়ে গুলিও ছুঁড়েছে।

'মরগ্যান, স্পেন্সারের সব লোকের মোকাবিলা আমি একা করতে রাজি আছি, কিন্তু ওকে পাঠিয়ে দেব বলার পর, ওকে সামলাতে পারব না। ও সবসময়েই বলে, স্বামী আর ছেলেপেলের পাশেই ওর জায়গা। এবং সেখানেই সে থাকবে। আমার ধারণা জনের বৌয়েরও একই মত। জেসির স্ত্রীরও তাই।'

মাথা ঝাঁকাল মরগ্যান। 'লীম্যান, বাকি সবাই এখানে এলে ওদের একটা কথা আমাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। নিজের কেবিন ছেড়ে ওদের এখানে আশ্রয় নিতে হবে। একসাথে থাকলে কিডের জিত এত সহজে আসবে না। কিন্তু আমরা ছড়িয়ে থাকলে সহজেই ওরা একেএকে আমাদের শেষ করতে পারবে।'

জিনের ওপর চড়ে বসল মাইক। 'আমি সিডার ব্রাকে যাচ্ছি। হেনরি ক্রদার্সের সাথে আমার দেখা করা দরকার।'

জবাবের অপেক্ষা না রেখে, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ট্রেইল ধরে রওনা হয়ে গেল মাইক। সে জানে বড় একটা ঝুঁকি নিচ্ছে। হত্যা শুরু হয়ে গেছে। বিল থেহাম মারা পড়েছে। তার যা ছিল সব পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা। পাহাড়ের অন্যান্য বাসিন্দাকে তাড়াবার জন্যেও একই উপায় অবলম্বন করবে। কিন্তু যদি একবার কিড স্পেন্সারের সাথে সে দেখা করতে পারত, তাহলে হয়তো ওকে বুঝিয়ে একটা কিছু সমাধানে আসা যেত।

মাইককে যেতে দেখে অনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়ল লীম্যান। তারপর বড় ছেলের দিকে ফিরে সে বলল, 'জন, তুমি আর ক্লাইভ ওকে অনুসরণ করে সিডারে যাও, বাছা। ও হয়তো বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারে।'

কয়েক মিনিট পরেই দু'জন লম্বা গড়নের পাহাড়ী মানুষ মাসট্যাঙে চড়ে ট্রেইল ধরে রওনা হয়ে গেল। ওদের চেহারা গুরুগম্ভীর। দু'জন যুবকই তামাক চিবায়, ধীরে কথা বলে, কিন্তু ওরা কেন্টাকির পাহাড়ের কঠিন পরিবেশে বড় হয়েছে। পশ্চিমে আসার সময়ে তুমুল লড়াইও করেছে।

তিন

নিজের অজান্তেই বেশ দ্রুত এগোচ্ছে মাইক। সে জানে ওকে কি করতে হবে। চলার পথে বারবারই ওর লীম্যানদের কথা মনে আসছে। ওদের সে পছন্দ করে। কঠিন পরিশ্রমী, সৎ এবং জেদী। কেউ ওদের

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে ওরা ভয়ানক হয়ে ওঠে। ওরা তাদের মেয়েদের গর্ব: শ্রদ্ধার পাত্র।

ওদের কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে যেকোন বিপদের মোকাবিলা করা যায়। ওরা মরবে, তবু পালাবে না বা পিছাবে না। এই ধরনের লোকই আমেরিকার মেরুদণ্ড। ওরা জানে, লড়াই জটিল কিছু নয়। ওটা কেবল নিজেকে রক্ষা কোরে শত্রুপক্ষকে শেষ করা।

ওরা, ড্যান বুন, কিট কারসন, জিম ব্রিজার, গ্রীন মাউনটিন যোদ্ধা, ড্যান ফ্রীম্যান, আর ওদের পাশে দাঁড়িয়ে যারা লড়াই কোরে বৃটিশের নিয়মিত সৈন্যদলগুলোকে কঙ্কর্ড, বাঙ্কারহিল আর নিউ অরলিন্সে যুক্তে নাজেহাল করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদেরই সমপর্যায়ের মানুষ।

স্পেন্সারের বাঞ্চ প্রচণ্ড শক্তিশালী। ওদের অনেক রাইডার—এবং বন্দুকবাজিতে ভাল হাত আছে বলেই ওদের কাজে নেয়া হয়েছে। কিন্তু বিগ স্পেন্সার বুদ্ধিমান হলেও, নিজের ক্ষমতায় অন্ধ। লীম্যানরা যে কি প্রকৃতির লোক, সে তা জানে না। সংখ্যায় বেশি বলে ওরা হয়তো জিতবে, কিন্তু ওদের প্রচুর মানুষ মারা পড়ার আগে নয়।

ও'নিল? বিশাল আইরিশ লোকটা সোজা, কিন্তু খেপলে কঠিন। সে, লীম্যানদের মত দক্ষ ফাইটার নয় বটে, তবে সাহসের অভাব নেই ওর। পিছু হটা কাকে বলে, তা লোকটা জানে না।

সে নিজে? মরুগ্যানের চোখদুটো সরু হলো। নিজের সম্পর্কে তার কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই। ঝামেলা এড়িয়ে চললেও, ক্ষমতার অপব্যবহার আর স্বেচ্ছাচার সে মোটেও সহ্য করতে পারে না। অস্বীকার করার উপায় নেই, লড়াইয়ের উত্তেজনা তার ভাল লাগে। ঝামেলা যখন এড়ানো যায় না, তখন পুরো উদ্যমে সে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সে জানত, একদিন পাইনে ঘেরা কেবিনে ফিরে, তাক থেকে পিস্তলগুলো নামিয়ে ওকে কোমরে ঝোলাতে হবে।

ট্রেইলটা গভীর ক্যানিয়নগুলোর কিনার ঘেঁষে নিচের সমতল

পতনের দিকে নেমে গেছে। কিন্তু বিগ স্পেন্সার এতদিনে ঠেকে যা শিখেছে, সেটা তার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। শীতের সময়ে সমতল নিচু জমিতে চমৎকার ঘাস থাকলেও গ্রীষ্মে তা শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। অথচ উঁচু মাঠগুলো তখনও সবুজ ঘাসে ঢাকা থাকে। ওখানে চরে গরুগুলো মোটা-তাজা হতে পারে। এখন সেই ভুল সে শুধরে নেয়ার চেষ্টা করছে।

লোকটা যদি নিজের ক্ষমতা আর শক্তির গর্বে অন্ধ না হত, তাহলে সীমানদের বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়ার আগে ইতস্তত করত। ওরা প্রত্যেকেই ফাইটার। এবং দক্ষ ফাইটার।

সিডার ব্লাফ শহরে যাওয়াটা মাইকের জন্যে বিপজ্জনক। পশ্চিম এখন বদলে যাচ্ছে। পিস্তলবাজ হিসেবে তার খ্যাতি মরগান টেক্সাসেই ছেড়ে আসতে চেয়েছিল। চোখের সামনেই সে দেখতে পাচ্ছে আগেকার সেই উগ্র আর ভয়ানক গোলাগুলির দিন এখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। বিলি দা কিড মারা পড়েছে প্যাট গ্যারেটের হাতে। কিড ফিশার আর বেন থমসনের কথা আজকাল কমই শোনা যাচ্ছে। পিস্তলবাজরা ধীরেধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। যাদের এককালে পশ্চিমে খুব নামডাক ছিল, তারা বেঁচে থাকলেও তাদের গল্প রূপকথায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

তার নিজের বেলায়, খুব কম লোকই চেহারার বিবরণ দিতে পারবে। ছায়ার মতই সে এসেছে আর গেছে। বর্তমানে কিলরয় যে কোথায় আছে তা কেউ বলতে পারবে না। কেবল একটা মেয়ে হয়তো জানে।

সিডার ব্লাফের আইনেরও মালিক স্পেন্সার। সে ইলেকশন দিয়ে শেরিফ আর জাজ নিজেই বেছে দিয়েছে। ইলেকশনে কোন কারচুপি করা হয়নি। কিন্তু কিড ব্লাফের একারই এত ভোট আছে যে তার বাছাই করা লোকের হারার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মরগ্যানও ভোট দিয়েছিল। ও'নিলকে। কিন্তু মোট মাত্র বারো ভোট পেয়েছিল সে। ওগুলোর একটা এসেছিল কিডের বড় ছেলে ডাকের থেকে। আরও একটা ভোট কে দিয়েছিল সে না জানে। যাকে কিলরয় ইচ্ছা করেই সাবধানে এড়িয়ে চলে, সেই আধা-আইরিশ আর আধা-স্প্যানিশ মেয়ে আইরিন রনসনই ওই ভোটটা দিয়েছিল।

টেক্সাস সীমান্তের সুন্দরী, আইরিনকে মরগ্যানের এড়িয়ে চলার একমাত্র কারণ হচ্ছে, ওই মেয়েটাই কেবল ওর আসল পরিচয় জানে—গানফাইটার কিলরয় বলেই সে ওকে চেনে।

যখনই সিডার ব্লাফে কোন গোলমালের কথা মাইকের কানে আসে, প্রথমে লিটল স্পেন্সারের কথাই ওর মনে আসে। কারণ বিগ স্পেন্সার বিশাল দেহ আর শক্তির অধিকারী হলেও লোকটা খুনী নয়। এটা ঠিক যে তার কথায় অনেকের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু যাদের সে শত্রু বলে বিশ্বাস করে, বা যারা তার জমিতে বেআইনী ভাবে বসবাস করছে, কেবল তাদেরই মারার হুকুম দিয়েছে। কিন্তু লিটল স্পেন্সার খুনী—নিছক আনন্দের জন্যেই সে হত্যা করে।

সিডারে আসার মাত্র দু'দিন পরেই লিটলকে একজন মানুষ খুন করতে দেখেছে মাইক। লোকটা ছিল একজন মাতাল মাইনার। লম্বা-চওড়া একটা ঝগড়াটে লোক। ওর জন্যে পিস্তলের নল দিয়ে মাথার পাশে একটা আঘাত করার বেশি কিছু দরকার ছিল না। তবু নির্মম ভাবে ওকে হত্যা করেছিল লিটল স্পেন্সার।

পল লিওসে, মোটামুটি নামকরা পিস্তলবাজ। ওকে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ফেয়ার ফাইটেই মারল লিটল। দু'জনে একই সাথে পিস্তল ড্র করার জন্যে হাত বাড়াল ওরা। পলের পিস্তল খাপ থেকে বাইরে আসার আগেই লিটলের তিনটে গুলির প্রথমটা বিঁধল ওর বুকে। মাইক এগিয়ে নিজের চোখেই দেখেছিল। একটা তাস দিয়ে গর্ত তিনটে ঢেকে ফেলা

সম্ভব। একেই বলে শ্যুটিং!

আরও অনেক ঘটনার কথাই ওর কানে এসেছে, তবে সেগুলো সে নিজের চোখে দেখেনি। দু'জন রাসলারকে হাতেনাতে ধরেছিল লিটল। দু'জনকেই সে গুলি করে মেরে ফেলল। ম্যাগডালিনায় একজন মেক্সিকান ভেড়া-পালককে হত্যা করেছে। ফোর্ট সামারে মেরেছে একজন পিস্তলবাজকে। আরেকজনকে সকোরোর কাছে পেটে গুলি কোরে, ওকে মরু ভূমির ভিতরই ফেলে চলে এসেছিল ধুঁকে মরার জন্যে।

লিটল ছাড়া বাস আর টাসও রয়েছে। দু'জনেই বিখ্যাত লিঙ্কন কাউন্টি দাঙ্গার ধাড়ুয়েট। ওরা দুই ভাইই পসির (Posse) ধাওয়া খেয়ে টেইল সিটি ছেড়ে পালিয়েছিল। টাকার বিনিময়ে অনেক মানুষ খুন করেছে ওরা।

'যাক,' চিন্তাযুক্তভাবে ঘোড়াটাকে বলল মাইক, 'পাহাড়ে যদি লড়াই শুরু হয়, অনেক মানুষ মারা পড়বে। কিন্তু স্পেন্সারের সাথে আমার দেখা করতেই হবে। ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো দরকার।'

দুটো কারণে অন্যান্য কাউ টাউন থেকে সিডার ব্লাফ একটু স্বতন্ত্র। তার একটা হচ্ছে পাথরের তৈরি স্টেজ স্টেশন। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আইরিন বনসনের বিশাল ক্রিস্টাল প্যালেস।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে ধুলোময় রাস্তা ধরে এগিয়ে ক্রুদার্সের জেনারেল স্টোরের কাছে এসে নামল মাইক। ঘোড়ার লাগামটা হিচিং রেইলে পেঁচিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল। ভিতরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। চামড়া আর বিভিন্ন শুকনো জিনিসের মিশ্রিত একটা গন্ধ নাকে আসছে। একটু ভিতরে যেখানে খাবার জিনিস রাখা আছে, তার পাশে এসে দাঁড়াল সে।

মাইক ঢুকতেই খদ্দেরের থেকে মুখ তুলে তাকাল হেনরি। ওর চেহারার পরিবর্তনটা স্পষ্ট। জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁট ভিজাল ক্রুদার্স। মাইককে এড়িয়ে চলছে ওর চোখ। নড়াচড়ার ক্ষীণ একটা আভাসে

নির্লিপ্ত ভাবে চারপাশে একবার তাকাল মরগ্যান। দেখল, একজন শক্ত গড়নের কাউহ্যাণ্ড জিন রাখার তাকগুলোর সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পিস্তল ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। লোকটা ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে ধূর্ত চোখে মাইককে যাচাই করে দেখছে।

'আমার কয়েকটা জিনিস দরকার, ক্রুদার্স,' হালকা ভাবে জানাল মাইক। 'সব লিস্ট করে এনেছি।'

ক্রুদার্সের খদ্দেরটা একপাশে সরে দাঁড়াল। শহরের লোক—ওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'সরি, মরগ্যান,' বলল হেনরি। 'তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না। তোমাদের সবাইকে স্পেন্সারের রেঞ্জ থেকে সরে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। তোমাদের কাছে আমি কিছু বিক্রি করতে পারব না।'

'স্পেন্সারের পা চাটছ?' শান্ত স্বরেই বলল মাইক। 'আমিও তাই শুনেছিলাম, ক্রুদার্স, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। আমার ধারণা ছিল, যে লোকের পশ্চিমে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মত নার্ভ আছে, তার নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলার ক্ষমতাও থাকবে।'

'আমার ইচ্ছে মতই আমি চলি!' খেঁকিয়ে উঠল ক্রুদার্স। ওর আত্মসম্মানে খোঁচা লেগেছে। 'তোমার সাথে আমি ব্যবসা করতে চাই না!'

'কথাটা আমি ভুলব না, ক্রুদার্স,' এবারও শান্ত স্বরেই বলল সে। 'এই ঝামেলা শেষ হওয়ার পর, আমি কথাটা মনে রাখব। একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, এটা আমেরিকা। এখানে জনগণেরই সব সময়ে জয় হয়। হয়তো প্রথমে তা হবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরাই জিতবে। যখন এর শেষ হবে, যদি জনগণ জেতে, তোমাকে বিদায় নিতে হবে—বুঝেছ?'

মুখ তুলে তাকাল ক্রুদার্স। রেগেছে, তবু ওর চেহারা ফেকাসে।

অনিশ্চিত।

'বাইরে খোলা হাওয়ায় বেড়াও গিয়ে,' ঠাণ্ডা স্বরে কেউ বলল।

ঘুরে তাকাল মরগ্যান। পিস্তলবাজ কাউহ্যাণ্ডটা তার বুড়ো আঙুল দুটো বেল্টের ফাঁকে ঢুকিয়ে ওর দিকে চেয়েই দাঁত বের করে হাসছে। 'তোমার সবে পড়াই ভাল, মাইক। ও যা বলেছে সেটা সত্যি। কিড স্পেশার সব কিছুর দখল নিচ্ছে। ক্রদার্সের সাথে পাহাড়ের বাসিন্দাদের খাবার সাপ্লাই নিয়ে যেন কোন গণ্ডগোল না হয়, সেটা নিশ্চিত করতেই আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।'

'ঠিক আছে,' শান্ত স্বরে বলল মাইক। 'আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। এখানে তোমার পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে, তোমারই গলায় ওটা ঠুঁশে দেয়া আমার উচিত ছিল। কিন্তু ওটা করতে গেলে হয়তো গোলাগুলি হবে, আর, ক্রদার্স সেটাকে ভয় পায়—তাই আপাতত আমি বাইরেই যাচ্ছি।'

'আমার নাম ডান কুপার,' জানাল পিস্তলবাজ। 'যখনই আমার গলায় পিস্তল ঠুঁশে দিতে তোমার সাহসে কুলায়, আমাকে খুঁজে নিও।'

মরগ্যান হাসল। 'আমি তাই করব, কুপার। আমার ভয় হচ্ছে, কিডের সাথে থাকলে তোমাকে অনেক সীসে হজম করতে হবে। কিড অনেক কিছুই একসাথে মুখে পোরার চেষ্টা করছে।'

'হ্যাঁ।' উৎফুল্ল স্বরেই সে জবাব দিল। 'গিলতে পারলে মুখে বেশি পুরলেই বা অসুবিধা কি?'

'চাষীদের কখনও গুলি ছুঁড়তে দেখেছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল মরগ্যান। 'ওদের লম্বা কেন্টাকি রাইফেল থেকে যখন গুলি ছুটতে শুরু করবে, তখন তোমার দূরে সরে থাকাই ভাল।'

মরগ্যান ঘুরে রাস্তার দিকে এগোল। কিন্তু কুপারের গলার স্বরে আবার থামল। মাইকের পিছন-পিছন দরজার দিকে আসছিল সে।

'আচ্ছা,' কুপারের স্বরটা কৌতূহলী। 'তুমি কি কখনও ডজ সিটিতে ছিলে?'

হাসল মাইক। 'হয়তো। হয়তো আমি ছিলাম ওখানে। কথাটা তুমি ভাল করে একবার ভেবে দেখো।' পা বাড়িয়েও আবার ঘুরে দাঁড়াল মাইক। যাচাই করার দৃষ্টিতে পিস্তলবাজের দিকে দু'সেকেণ্ড চেয়ে থেকে সে বলল, 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, তাই তোমাকে আমি একটা ইঙ্গিত দিচ্ছি। তুমি তোমার ঘোড়া নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ো। কিডের অনেক লোকজন আছে বটে, কিন্তু তবু সে জিতবে না। চলে যাও, কারণ ভাল একজন মানুষকে হত্যা করতে আমি চাই না।'

আর অপেক্ষা করল না মরগ্যান। ঘুরে রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে গেল। পিঠের ওপর কুপারের দৃষ্টি অনুভব করতে পারছে সে।

বিস্ময় নিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে পিস্তলবাজ। 'লোকটা কে?' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল ডান। 'লোকটার জান আছে।'

আরও তিনটে জায়গায় চেষ্টা করে বিফল হয়ে মাইক বুঝল, সিডার রাফ থেকে কিছু কেনা তাদের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। উদ্বিগ্ন মনে নিজের ঘোড়ার দিকে ফিরে চলল সে। এখানে খাবার কিনতে না পারার অর্থ হচ্ছে সাপ্লাই আনতে হলে তাদের দূরের পথ পাড়ি দিয়ে ক্লেজারে যেতে হবে। কিন্তু এতে যে স্পেশার বাধা দেবে তাতে সন্দেহ নেই। পাহাড়ের বাসিন্দার সংখ্যা এত কম যে ওয়্যাগনকে মরুভূমি আর পাহাড় পেরিয়ে তিনদিনের পথ চলার সময়ে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত বাড়তি লোক পাওয়া অসম্ভব।

'মরগ্যান!' ধীরে ফিরে দেখল, ক্রিস্টাল প্যালেসের ক্রুপিয়ে (Croupier) ওয়ালটার তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 'আইরিন তোমার সাথে দেখা করতে চায়। তোমাকে খুঁজে বের করে, দেখা করতে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে বলল।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল মরগ্যান। তারপর কাঁধ উঁচাল। 'ঠিক আছে,' বলল সে, 'কিন্তু ওকে আমার সাথে কেউ দেখলে, সেটা ওর জন্যে মোটেও ভাল হবে না। আজকাল পাহাড়ের বাসিন্দাদের কেউ

ালচোখে দেখছে না।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল ওয়ালটার। 'মনে হচ্ছে গোলাগুলি হবে। াসন্ন বিপদ ঝুলছে তোমাদের মাথার ওপর।'

'হতে পারে।'

আড়চোখে মরগ্যানের কোমরের দিকে এক ঝলক তাকাল য়ালটার। 'তোমার সাথে পিস্তল নেই? ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!'

'পিস্তল না থাকলে কারও সাথে ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা কম।'

'কিন্তু লিটল স্পেপার ওসব নীতিটিতি মানে না। তোমার কাছে স্তল না থাকলেও, নিরস্ত্র অবস্থাতেই তোমাকে মারতে সে একটুও দ্বিধা রবে না।'

'তা ঠিক। ওর কাছে নীতির কোন মূল্য নেই।'

ওয়ালটার ওকে খুঁটিয়ে দেখল। 'তুমি আসলে কে, মরগ্যান?' প্রশ্ন রল সে।

'আমি মরগ্যান, পাহাড়ের নেস্টার। আর কে?'

'সেটাই আমি ভাবছি। এখন আর আমি ছোট্ট খোকাটি নই। শিমে আমি তাস বাঁটছি সেই বড় যুদ্ধের পর থেকেই। পিস্তলধারী াক আমি অনেক দেখেছি, এবং কে কোন জাতের তাও বুঝি। তুমি য়েস হার্ডিন নও, হিককও না, ওয়াইয়েট আর্পদের কেউ—তাও না। মি কখনও বেশি মদ খাও না, সুতরাং তুমি থমসন হতে পারো না। মি যেই হও, ওই শ্রেণীরই কেউ।'

'এসব নিয়ে চিন্তা কোরে নিজের ঘুম মাটি কোরো না।'

কাঁধ উঁচাল ওয়ালটার। 'না, তা আমি করব না। এই ফাইটে আমি ান পক্ষ নিচ্ছি না। তুমি কে তা যদি আঁচ করতে পারি, কাউকে বলব । তুমি আইরিনের বন্ধু, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া জুড গোও তোমাকে পছন্দ করে।' আড়চোখে সে মাইকের দিকে কাল। 'ওর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'রিগো?' একটু চিন্তা করল মরগ্যান। 'লোকটা অর্ধেক ইয়াকি ইন্ডিয়ান, বাকিটা ডেভিল, আর পুরোপুরি বিশ্বাসী। আমি তিনটে স্পেপারের বিরুদ্ধেও একা লড়তে রাজি, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে নয়। লোকটা সাংঘাতিক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ওয়ালটার। 'আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। লোকটা রাতের পর রাত আইরিনের দরজার সামনে বসে থাকে; দেখে মনে হবে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু শহরে কোথায় কি হচ্ছে সেটা আর পাঁচজনের চেয়ে সে বেশি জানে।'

'ওয়ালটার, আইরিনকে বুঝিয়ে ক্রিস্টাল প্যালেস বিক্রি করতে রাজি করানো তোমার উচিত। সে থাকলে ওটা আগুনে পোড়া বা গোলাগুলিতে নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। লম্বা একটা লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে।'

'স্পেপারের ধারণা তা নয়।'

'কিন্তু জো লীম্যান তাই মনে করে।'

'লীম্যানকে আমি দেখেছি। ওদের সাথে আমি লাগতে যাব না কখনও।' ওয়ালটার একটু থামল। 'আমি বহুদিন আগে কেন্টাকিতে যখন ছিলাম, দেখেছি, লীম্যানরা ওই সময়ে পরপর তিনটে পরিবারের বিরুদ্ধে ফিউড লড়েছে। প্রতিবার লীম্যানরাই টিকেছে।'

'ওয়ালটার, আমি নিজেও অনেক ফাইটার দেখেছি।' সিগারেটে শেষ একটা টান দিয়ে ধুলোর ওপর ফেলে দিল মাইক। 'লীম্যানরা আমাদের পক্ষে আছে বলে আমি খুশি— বিশেষ কোরে জো লীম্যান।'

চার

ক্রিস্টাল প্যালেসের মত সেলুন, পশ্চিম-সীমান্তের শহরগুলোকে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিতে সাহায্য করেছে। যেখানেই টাকা আছে, সেখানেই পাওয়া যাবে বিভিন্ন রকম জুয়া খেলার ব্যবস্থা। ডজ সিটি আর অ্যাবিলিনে এমন আগেও ছিল, কিন্তু এত পশ্চিমে এটা কমই দেখা যায়।

সিডার ব্লাফে আছে স্পেন্সার র‍্যাঞ্চের চড়া বেতনের কর্মচারীর দল। তাছাড়া রক ক্রীকের মাইনারদের কাছেও ক্রিস্টাল প্যালেস বড় একটা আকর্ষণ। প্যালেসের বেশির ভাগই সোনালী রঙে গিলটি করা, আর বাকিটা কাঁচ। ভিতরে অনেক খেলাই চলছে, রুলেট, ফারো, ডাইস, বাক্সো; এসব। ওদিকে অন্তত বারোটা টেবিলে পোকার খেলা চলছে। মাইক জানে এসব খেলা থেকে মালিকের প্রচুর লাভ আসে। খেলায় কারচুপি করার প্রয়োজন নেই—এমনিতেই শতকরা প্রায় সতেরো ভাগ থেকে যায়।

কামরাটা পার হলো ওরা। মাইক দেখল দেয়ালের গায়ের সাথে লাগানো একটা চেয়ারে বসে আছে রিগো। সব সময়ে ওইভাবেই সে বসে। ওর নতুন সমব্রেরোটা পাশেই মেঝের ওপর রাখা রয়েছে। ওর পরনে কালো ফুলপ্যান্ট আর ভেলভেটের ছোট জ্যাকেট। আর নীল সিল্কের শার্ট। কোমরে দুটো পিস্তল।

মরগ্যান কাছে এলে মুখ তুলে তাকাল। সরল হাসিতে ওর ধবধবে সাদা দাঁতগুলো দেখা গেল। 'বুয়েনস্ দিয়াস্, সিনইয়র! (শুভ দিন,

স্যার)' বলল সে।

দরজার পাশে থামল ওয়ালটার। তারপর দরজার দিকে মাথাটা একটু কাত করে বলল, 'আইরিন ভিতরে আছে।'

দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা লম্বা শ্বাস নিল মাইক। তারপর দরজায় নক করে ভিতরে ঢুকল। ওর বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা 'ধড়াস-ধড়াস' করে পিটছে—মুখের ভিতরটা শুকনো। আজ পর্যন্ত আর কোন মেয়ে ওর মনকে এমন ভাবে নাড়া দিতে পারেনি। কিংবা তার নিঃসঙ্গ জীবনে এতটা অভাব-বোধ জাগাতে পারেনি।

কামরাটা নিঃশব্দ। জুয়া খেলা বা বারের কোলাহল এখানে পৌঁছাচ্ছে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিবেশ। বাস করার কামরা এটা। রুচিশীল।। জানালার ওপর টবে কয়েকটা ফুলের গাছ; টেবিলে রয়েছে একটা খোলা বই। এগুলো সে প্রথম ঝলকেই দেখেছে—এখন তার পুরো মনোযোগ টেনে রেখেছে আইরিন রলসন।

টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় সে অনেক লম্বা। গড়ন ছিপছিপে হলেও শুকনো নয়—পরিপুষ্ট নিটোল দেহ। জুয়ার টেবিলগুলোর পাশ দিয়ে একটা চক্কর দেয়ার জন্যে সান্ধ্য পোশাক পরেছে। চুমকি বসানো একটা কালো গাউন—এই কামরার স্নিগ্ধ কোমল পরিবেশে ওটা একটু বেমানান হলেও অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে। হার্ট বীটটা শুধু বুকে নয়, গলার পাশেও এখন টের পাচ্ছে মাইক।

মেয়েটার চোখ দুটো সামান্য বিস্ফারিত। রসাল ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়েছে।

'আইরিন!' নিচু স্বরে বলল মাইক। 'তুমি বদলাওনি। ঠিক আগের মতই আছ।'

'আমার বয়স বেড়েছে, ল্যান্স,' মৃদু স্বরে বলল সে, 'পুরো একটা বছর।'

'মাত্র এক বছর পার হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে যেন আরও অনেক বেশি।' নতুন করে মেয়েটার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে ল্যান্স বলল, 'তুমি আগেও সুন্দর ছিলে, এখনও আছ। আমার মনে হয় সুন্দর আর কাম্য ছাড়া অন্যকিছু তুমি কোনদিন হতে পারবে না।'

'কিন্তু তবু,' মনে করিয়ে দিল সে, 'তুমি যখন আমাকে নিজের কোরে পেতে পারতে, তখনই আমাকে ছেড়ে চলে এলে। আচ্ছা, তুমি কি একাই তোমার ওই কেবিনে থাকো? সঙ্গী কেউ নেই—নিঃসঙ্গ?'

মাথা ঝাঁকাল ল্যান্স। 'তবে, আমার স্মৃতি আমাকে সঙ্গ দেয়। পুরানো দিনের কথা ভাবি। তোমার কথা, আর, একসাথে আমাদের জীবন কেমন হতে পারত ভেবে নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বিবহ মনে হয়। কিন্তু মনে পড়ে যায় গিবসন, পোলার্ড, এবং অন্যান্য আর সবার কথা, যাদের গুলিতে প্রাণ হারিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে দেখেছি আমি। ভাবলে মনে হয় আমার ভবিষ্যৎ ওদেরই মত অনিশ্চিত। আমাকেও যেকোন মুহূর্তে মরতে হতে পারে।'

'ওই বিষয়েই কথা বলার জন্যে আমি তোমাকে খুঁজছিলাম,' বলল আইরিন। ওর চেহারাটা গম্ভীর, চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। টেবিল ঘুরে কাছে এসে ল্যান্সের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল মেয়েটা। 'ল্যান্স, তোমাকে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এখনই! তুমি যদি চাও, আমি তোমার কেবিনটা রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারি। আর, যদি তোমার মনে হয় ওতে কিছু আসে-যায় না, তবে বলো, আমি তোমার সাথে যাব। তোমার সাথে আমি যে কোন জায়গায় যেতে রাজি আছি। কিন্তু এখান থেকে আমাদের সরে যেতেই হবে।'

'কেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল সে। চোখ তুলে আইরিন ওর রোদে-পোড়া গম্ভীর মুখটার দিকে তাকাল। 'কেন, আইরিন? আমাকে এখান থেকে কেন চলে যেতে বলছ?'

'কারণ, না গেলে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!' বলে উঠল আইরিন। 'ল্যান্স, ওরা নিষ্ঠুর, বেপরোয়া, আর জঘন্য। কিন্তু স্পেন্সার নয়; সে ওদের লীডার বটে, কিন্তু সে যা বিশ্বাস করে, সেটাই করে। খারাপ কাজগুলো করে ওর ছোট ছেলে লিটল স্পেন্সার।

'খুন করাটা ওর একটা নেশা। গত সপ্তাহেই একটা কিশোর ছেলেকেও খুন করেছে। ছুটে পালাতে গিয়ে, পিছন থেকে গুলি খেয়ে ছেলেটা আমাদেরই সামনের রাস্তার ধুলোয় আছাড় খেয়ে পড়ল। কাছে এগিয়ে এসে ধীরে পিস্তলের সবক'টা গুলি শেষ করল—প্রথমগুলোতে কষ্ট দিয়ে, শেষটায় হত্যা করল ওকে। লোকটা সাক্ষাত শয়তান!'

মাথা নাড়ল মাইক। 'যাই হোক, আমি থাকব।'

'কিন্তু শোনো, ল্যান্স!' প্রতিবাদ করল মেয়েটা। 'আমি এখানে ওদের আলাপ করতে শুনেছি। ওরা নিশ্চিত তুমি লড়বে। ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে বেঁচে থাকতে দেয়া যায় না—শীঘ্রি তোমাকে মারা হবে। ওরা তোমাকে কোন সুযোগ যে দেবে না এটা আমি জানি—অ্যামবুশ করে মারবে।'

'আমি যেতে পারব না, আইরিন। পাহাড়ের ওই লোকগুলো আমার বন্ধু। আমি পাশে দাঁড়িয়ে লড়ব, এই বিশ্বাস নিয়ে ওরা আমার ওপর নির্ভর করে আছে। রণেভঙ্গ দিয়ে পালাবার প্রথম মানুষ আমি হব না—শেষ মানুষও না। আমি থাকব। আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখতে চাই কে জেতে, শক্তি আর লোভ—নাকি জনগণ।'

'আমার ভয় হচ্ছিল, তুমি ওই কথাই বলবে।' বিষণ্ন চোখে মাইকের দিকে তাকাল আইরিন। 'ওরা সন্দেহ করছে, তুমি হয়তো মরগ্যান নামের একজন সেন্টার ছাড়াও আরও কিছু—ওরা জানে না, তুমিই ল্যান্স কিলরয়। কিডের বিশ্বাস সে ঠিক কাজই করছে। লোকজনও অনেক আছে ওর। সে শেষ পর্যন্ত লড়বে।'

মাথা ঝাঁকাল মরগ্যান। 'জানি। যখন মানুষ বিশ্বাস করে, সে ঠিক

কাজই করছে, তখন পুরো উদ্যম নিয়েই লড়ে। ওর সাথে কথা বলে কেউ বোঝাবার চেষ্টা করেছে?'

'অসম্ভব। ওর সাথে কথা বলারই অনুমতি পাবে না কেউ। সে তার নিজস্ব আলাদা একটা জগতে বাস করে। আমার মনে হয় লোকটার মাথায় একটু ছিট আছে, ল্যান্স। কিন্তু লোকটার সামর্থ্য আছে, শক্তিও আছে। এবং সে ফাইটারও বটে।'

একটু চুপ করে থেকে মরগ্যান বলল, 'তুমি ওকে চেনো বলে মনে হচ্ছে। সে কি তোমার কোন ঝামেলা করেছে?'

'একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?' একটু চমকে প্রশ্ন করল আইরিন।

'আমি জানতে চাই।'

'সে আমাকে বিয়ে করতে চায়, ল্যান্স।'

আড়ষ্ট হলো মরগ্যান। অল্পক্ষণ মেয়েটার দিকে চেয়ে থেকে মাথা নিচু কোরে চোখ নামিয়ে নিল। 'বুঝলাম,' ধীরে মৃদু স্বরে বলল সে। 'আর তুমি?'

'জানি না।' একটু ইতস্তত করে অন্যদিকে মুখ ফেরাল আইরিন। 'ল্যান্স, কেন বোঝো না? আমি নিঃসঙ্গ। ভয়ঙ্কর আর নিদারুণ ভাবে নিঃসঙ্গ। এখানে জীবন বলতে আমার কিছুই নেই, আছে শুধু ব্যাবসা। নাচের মেয়েদের ছাড়া আর কোন মেয়েকে আমি চিনি না। কারও সাথে দুটো মনের কথা বলব তার উপায় নেই।

'কিন্তু স্পেন্সার শক্তিশালী। সে জানে মেয়েদের কিভাবে আকৃষ্ট করতে হয়। দেয়ার মত অনেক কিছুই আছে ওর। বড় ছেলেটার বয়স আমার সমান হলেও, ওর মাত্র চল্লিশ বছর বয়স। প্রভাবশালী লোক সে। এমন লোক, যাকে নিয়ে মেয়েরা গর্ব করতে পারে। ও যা করছে সেটা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু মনেপ্রাণে ঠিক বুঝেই সে ওসব করছে।'

'না,' শেষ পর্যন্ত বলল আইরিন। 'আমি ওকে বিয়ে করব না। বলব না ওর প্রস্তাবে মোটেও প্রলুব্ধ হইনি। কিন্তু লোকটা পাগল—ক্ষমতার

নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। অনেক কিছু খুব সহজেই পেয়েছে বলে তার ধারণা আর সবার চেয়ে সে অনেক উপরে—কারণ সে সফল। কিন্তু তুমি যা-ই করো, ল্যান্স, ওকে তুচ্ছ ভেব না। লোকটা সত্যিকার ফাইটার।'

'অর্থাৎ সে তার লোকজনকে ফাইট করতে পাঠাবে, এই তো?' প্রশ্ন করল মাইক।

'না। আমি বোঝাতে চাইছি সে নিজেই ফাইটার। যে কোন ধরনের লড়াইয়েই সে ওস্তাদ। প্রয়োজন হলে খালি হাতে। শুনেছি হাতাহাতি লড়াইয়ে ওকে আজ পর্যন্ত কেউ হারাতে পারেনি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওর ফোরম্যান, টিম, একদিন কথায়-কথায় বলছিল, কিভ একটা লোককে এল পাসোতে পিটিয়েই মেরে ফেলেছিল। আরেকজনকে ঘুসিয়ে মেরেছিল তার র‍্যাঞ্চে।'

'ওর সাথে আমার আজকে দেখা করতেই হবে। ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে যেন আমাদের শান্তিতে নিজের মত চলতে দেয়।'

'সে তোমার সাথে কথা বলবে না, ল্যান্স।' উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল চোখে মাইকের দিকে তাকাল আইরিন। 'আমি ওকে চিনি। তোমাকে সে তার নিজের লোকজনের হাতে তুলে দেবে। ওরা তোমাকে পিটিয়ে ভর্তা করে মেরে ফেলবে।'

'আমার সাথে সে কথা বলবে।' মরগ্যানের স্বরে নিজের প্রতি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ পেল।

'ওখানে তুমি যেয়ো না, ল্যান্স। প্লীজ, না।'

'তোমার সাথে সে কোন ঝামেলা করেছে কখনও?'

'না।' মাথা নাড়ল আইরিন। 'সবসময়ে সে ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করেছে। তবে সেটা সম্ভবত আমার প্রতি তার আগ্রহ আছে বলেই। কথাটা সবাই জানে বলে আমাকে বিরক্ত করার সাহস পায় না

কেউ। একদিন দু'জন লোক আমাকে রাস্তায় আটকাবার চেষ্টা করায় রিগো ওদের দু'জনকেই মেরে ফেলেছিল। কিন্তু কিড যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে তার ক্রিস্টাল প্যালেসটা চাই—বা আমাকে—ওকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'যাক,'—ঘুরল সে— 'আমার দেখা করতেই হবে। এসব অর্থহীন হত্যা বন্ধ করার একটা শেষ চেষ্টা আমাকে করতে হবে।'

'আর যদি বিফল হও—?'

একটু ইতস্তত করল মাইক; তারপর হাসল। 'যদি বিফল হই, আবার আমি পিস্তলের বেল্টটা কোমরে পরব। তখন আর লড়াইয়ের জন্যে ওদের অপেক্ষা করতে হবে না—আমি নিজেই তা সিডার ব্লাফে ঘনিয়ে আনব।'

বাইরের কামরায় এসে একটু থামল মাইক। ওয়ালটার তাস বাঁটছে। কিন্তু ওদিকে ওর মন নেই। কিড বিগ স্পেপারের কথাই তার মাথায় ঘুরছে।

স্পেপার লোকটা জেতার জন্যেই লড়ে। পশ্চিমের এই ছোট্ট কোনায় কোন আইন নেই। কিড স্পেপার আর কিড কোল্টের আইনেই চলে সবকিছু। এখানে ঢোকার আর বেরোবার মাত্র দুটো ট্রেইলই আছে। সিডার ব্লাফ থেকে কোন খবরটা বাইরের জগতে যাবে, সেটা কিডের ওপর নির্ভর করে। আসন্ন লড়াইয়ের খবর কোনদিন পাহাড়গুলোর ওপাশে যাবে না।

ট্রেইল দুটো থাকলেও, বেচা-কেনার জন্যে একটাই ব্যবহৃত হয়। যে পথে আসে, সেই পথেই সবাই ফেরে। অন্য ট্রেইলটার ব্যবহার খুব কম—কারণ ব্লেজারে যাওয়ার পাহাড়ী পথটা দুর্গম, আর ভাঙাচোরা। ব্লেজারেও লিভারি আস্তাবলের মালিকানা কিডেরই। তাছাড়া আর সব এলাকার মত ওর অনেক গুপ্তচরও আছে ওখানে।

সিডার ব্লাফ থেকে দু'মাইল দূরে কিডের প্রাসাদ। ওখানেই সে থাকে, কিন্তু প্রতিদিন একবার শহরে আসাটা ওর অভ্যাস। প্রথমে সিডার এইস সেলুনে একটা ড্রিংক খেয়ে দ্বিতীয়টা ক্রিস্টাল প্যালেসে খায়। তারপর বাড়ির পথ ধরে। কিন্তু তার গানম্যানদের সাথে না নিয়ে সে কোথাও যায় না। সবদিক চিন্তা করে সিডার এইসে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল মাইক। গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। আইরিনের ওখানে কিছু গোলমাল হোক, এটা সে চায় না।

নিজের নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে আইরিন যা বলেছিল, এবং নিঃসঙ্গতার জন্যে মানুষের মনে কেমন অনুভূতি হয়; সেটা সে ভাল করেই বোঝে। তার সারাটা জীবনও একাএকা নিঃসঙ্গ ভাবেই কেটেছে। সত্যিকার বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায়, সেটা সে কারও কাছ থেকে কোনদিন পায়নি। হয়তো সেই কারণেই আইরিনের সাথে বন্ধুত্ব করতে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিল।

রাস্তায় নেমে এল মরগ্যান। সূর্য ডুবে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক অন্ধকার হয়ে আসবে। ঘোড়াটার কাছে ফিরে, ওকে নিয়ে পানি খাইয়ে, পরে কিছু খড় খেতে দিয়ে হিচিং রেইলের সাথে বেঁধে রাখল।

আশপাশে লোকজন কমই দেখা যাচ্ছে। ড্যান কুপার, ক্রদার্সের দোকানের সামনে সিঁড়ির ওপর বসে আছে এখন। মরগ্যানকেই চিন্তাযুক্ত মনে এতক্ষণ লক্ষ করছিল সে। শেষে উঠে ধীর পায়ে হেঁটে বাকস্কিন ঘোড়াটার পাশে এসে দাঁড়াল।

'মরগ্যান, তোমার জায়গায় আমি হলে,' নিচু স্বরে শুরু করল ড্যান, 'আমি ঘোড়াটা নিয়ে সোজা ট্রেইল ধরতাম। এখানে তোমার বন্ধু কেউ নেই, সবাই শত্রু।'

'ধন্যবাদ।' মুখ তুলে কুপারের দিকে তাকাল মাইক। 'বন্ধুর মতই কথা বলেছ। কিন্তু আমার একটা কাজ আছে। সিডার ব্লাফে আমি

ড়াই চাই না, ড্যান। আমি এটা থামাবার শেষ একটা চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'আর, ঠেকাতে যদি না পারো?' মাইককে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে সে।

'যদি না পারি?' কাঠের ফুটপাথে উঠল মরগ্যান। 'অন্য একজনকে া বলেছি, তোমাকেও তাই বলছি—ঠেকাতে না পারলে আমি কোমরে পস্তল ঝুলিয়ে শহরে ফিরব।'

একটা সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল ড্যান। 'তোমার কথায় নে হচ্ছে নিজের প্রতি তোমার অগাধ বিশ্বাস। কে তুমি?'

'তোমাকে আগেও বলেছি, বুড়ো খোকা, মরগ্যান নামের একজন নস্টার আমি।'

ঘুরে, সিডার এইসের দিকে এগোল মাইক। দেখল, পাঁচজনের কটা আরোহী দল প্রাসাদে যাওয়ার রাস্তা ধরে শহরে ঢুকল। বে ঘাড়ার পিঠে বসা বিশাল লোকটা কিড স্পেন্সার।

স্পেন্সার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সোজা দরজা ঠেলে ভিতরে কল। লিটল ওর পিছু নিল। টাস কিড আর লিটলের ঘোড়া হিচিং রইলে বাঁধছে। রাস মাইকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, টাসের াথে ভিতরে ঢুকল। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে রাস ওকে চিনতে ারেনি।

পাঁচ

সলুনের ব্যাট-উইঙ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে, ওখানেই এক মুহূর্ত

দাঁড়াল মাইক। কামরাটা স্পেন্সারের কাউহ্যাণ্ডে ঠাসা। কামরার দিকে পিছন ফিরে বারে দাঁড়িয়ে আছে কিড।

লোকটা বিশাল—লম্বায় মরগ্যানের থেকে বেশি হবে না, হয়তো এক ইঞ্চি খাটোই হবে। মরগ্যান লম্বায় ছয় ফুট এক ইঞ্চি। কিন্তু ওজনে, কিড ওর থেকে অনেক ভারি আর চওড়া। পেশীওয়ালা কাঁধ আর বুকের প্রসার দেখেই বোঝা যায় লোকটা প্রচণ্ড শক্তিশালী। ওকে দেখেই মাইক বুঝল ওর খালি হাতে মানুষ মেরে ফেলার গল্পগুলো সবই সত্যি।

ওর পাশে সাদা বাকস্কিনের জামা পরা লিটল। পাতলা গড়ন, কিন্তু বিড়ালের মত ক্ষিপ্র। ওদের দু'জনের দু'পাশে দু'জন পিস্তলবাজ—টাস আর রাস।

ধীর পায়ে বারের কাছে এগিয়ে একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল মাইক। ওর গলার স্বর শুনে ধীরে মাথা ফেরাল রাস। মরগ্যানের সাথে ওর চোখাচোখি হলো। বিস্ময়ে রাসের হাত থেকে গ্লাসটা পিছলে মেঝের ওপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

'তোমাকে একটু নার্ভাস মনে হচ্ছে, রাস,' শান্ত স্বরে বলল মরগ্যান। 'আমি তোমার জন্যে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিচ্ছি।'

'তোমার কেনা ড্রিঙ্ক খাওয়ার আগে আমি গলায় দড়ি দেব!' চিৎকার করে বলল রাস। 'তুমি এখানে কি চাও?'

মরগ্যান হাসল। কামরার প্রত্যেকটা লোক চুপ করে ওদের কথা শুনছে। সে জানে শহরের অনেকেই এখানে উপস্থিত আছে, ওরা এখনও কোন পক্ষ নেয়নি।

'আমি ভাবলাম শহরে এসে কিড বিগ স্পেন্সারের সাথে আমার কথা বলা দরকার,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে লড়াইয়ের কথাবার্তা চলছে। ওদিকে কেউ সেদিন একজন নিরীহ নেস্টারকে হত্যা করেছে। আমার বিশ্বাস, কিড স্পেন্সারের মত লোক এমন অনাচার চলুক এটা কখনও চাইবে না।'

'বেরিয়ে যাও!' রাসের হাতটা পিস্তলের বাঁটের কাছে ঝুলছে। 'বেরোও, নইলে তোমার লাশ এখান থেকে বেরোবে।'

'পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে লাভ নেই,' স্বাভাবিক স্বরে বলল মাইক। 'দেখতেই পাচ্ছ আমি কোন অস্ত্র নিয়ে আসিনি। শান্তির আলাপ করতে এসেছি, আর কিন্ত স্পেশারের সাথেই কথা বলব আমি।'

'আমি বলছি—বেরিয়ে যাও!' খেপে উঠেছে রাস।

হাসিমুখে দু'হাত কোমরে রেখে স্থির দাঁড়িয়ে আছে মরগ্যান। হঠাৎ রাসের হাত পিস্তল বের করার জন্যে বাঁট ছুঁলো। মুহূর্তে সচল হলো মাইক।

ওর বাম হাতটা পড়ল রাসের পিস্তলের বাঁট ধরা হাতের কব্জির ওপর। একই সাথে মাইকের ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুসিটা পড়ল পিস্তলবাজের থুতনির ওপর। দেহটা শিথিল হলো ওর। হাত ছেড়ে জোর ধাক্কায় ওকে দূরে ঠেলে দিল সে। হুড়মুড় করে একটা টেবিল ভেঙে নিয়ে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল রাস লক। দেহটা স্থির—অচেতন।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবাক হয়ে গেছে। এই নীরবতার সুযোগে চট কোরে কিডের সামনে এসে দাঁড়াল মরগ্যান।

'স্পেশার,' দ্রুত বলল সে, 'তোমার কিছু লোকজন নিরস্ত্র বিল গ্রেহামকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন কোরে, ওর সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওইসব লোকই আমার ওখানে গিয়ে আমি চলে না গেলে আমারও একই অবস্থা হবে বলে শাসিয়ে এসেছে। ভাবলাম তোমার সাথে দেখা করলে কাজ হবে—কারণ, শুনেছি তুমি ন্যায়বিচার করো।'

একটুও নড়ল না কিড। আঙুলের ফাঁকে ড্রিঙ্কের গ্লাসটা ধরে বারের পিছনে আয়নাটার দিকে চিন্তামগ্ন ভাবে চেয়ে আছে সে। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই মাইকের কথাগুলো ওর কানে ঢুকেছে কিনা। লিটল বার থেকে সরে দাঁড়াল, মাথাটা একটু সামনে ঝুঁকে এল—চোখদুটো

উদগ্রীব।

'স্পেশার,' তীক্ষ্ণ স্বরে মাইক বলল, 'এটা তোমার আর আমার মধ্যে। তোমার নেকড়েগুলোকে শান্ত করো! আমি কেবল তোমার সাথেই কথা বলব, আর কারও সাথে নয়। আমরা শান্তি চাই, কিন্তু প্রয়োজন হলে নিজের জমি রক্ষার জন্যে লড়ব! ফাইট করলে আমরাই জিতব, কারণ তুমি এখন আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছ।'

লিটল একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন কুকুরের তেঁতচির মত ওর ঠোঁট উলটে দাঁত বেরিয়ে এসেছে—হাত পিস্তলের একটু উপরে তৈরি।

'কি ব্যাপার, স্পেশার?' অটলভাবে বলল মরগ্যান। 'তুমি কথা বলতে ভয় পাও বলে ছেলেকে ভাড়াটে খুনীতে পরিণত করছ?'

আড়ম্বরের সাথে ঘুরে দাঁড়াল কিড। 'ফিরে এসো লিটল! আমি নিজেই এটা হ্যাণ্ডল্ করছি!'

লিটল ইতস্তত করছে। ওর খুনের নেশায় উজ্জ্বল চোখ দুটোতে একটু নৈরাশ্যের ছায়া পড়ল।

'তোমাকে ফিরে আসতে বলেছি।' মনে করিয়ে দিল স্পেশার। তারপর মাইকের দিকে ফিরল সে। 'তোমার অভিযোগের জবাবে বলছি, তোমরা আমার জমিতে বসবাস করছ। এবার তোমাদের যেতে হবে—সবাইকে। যদি স্বেচ্ছায় না যাও, তোমাদের কিছু লোক মারা পড়বে। এই আমার শেষ কথা!'

'না!' তীক্ষ্ণ চড়া স্বরে প্রতিবাদ জানাল মাইক। 'এটা শেষ কথা হতে পারে না, স্পেশার! এই জমিগুলো আমরা সরকারের সাথে লেখাপড়া করে আইনসম্মত উপায়েই নিয়েছি। আমরা যদি সুবিচার না পাই, তবে আমরা ইউনাইটেড স্টেটস মার্শালকে এখানে আনিয়ে জানতে চাইব কেন এই অবিচার।'

'সুবিচার!' খেঁকিয়ে উঠল স্পেশার। 'তোমাদের মত তুচ্ছ নেস্টাররা তোমাদের উপযুক্ত বিচারই পাবে আমার কাছে। আমি যে

'তোমাদের চলে যাওয়ার সময় দিচ্ছি, এটাই যথেষ্ট। এবার বিদেয় হও।'

মরগ্যান একটুও নড়ল না। বুঝতে পারছে স্পেন্সার রেগেছে। লোকটা ভীষণ কঠিন। কিন্তু, হয়তো—

হঠাৎ মুখে হাসি ফুটিয়ে মরগ্যান বলল, 'স্পেন্সার, আমি শুনেছি তুমি ভাল লড়তে পারো। আশা করি কথাটা মিথ্যে নয়। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি। আমরা এই বারের ভিতরেই লড়ব, শুধু তুমি আর আমি। তুমি জিতলে আমরা সবাই চলে যাব, কিন্তু আমি জিতলে তুমি কাউকে তাড়াতে পারবে না।'

কিন্তু স্পেন্সার ঘুরে দাঁড়াল। ওর চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত। 'তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ? কত বড় সাহস! না! আমি কোন চুক্তিতে যাব না। তোমরা যাওয়ার আয়োজন করো, অথবা পরিণামের মুখোমুখি হও।'

'ব্যাপার কি, স্পেন্সার?' খোঁচা দিল মাইক। 'ভয় পেলে?'

কয়েক সেকেন্ড কামরার লোকজন শ্বাস নিতেও ভুলে গেল। পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে ওখানে। কিঙের লালচে চেহারা ধীরে ধীরে গাঢ় লাল হয়ে উঠল। কোমর থেকে গানবেল্ট খুলে ফেলল সে। 'তুমি যেচে নিজের ওপর বিপদ ডেকে এনেছ, নেস্টার,' আক্রোশের সাথে বলল স্পেন্সার। 'এবার তার ফল তুমি হাড়ে হাড়ে টের পাবে।'

দ্রুত ধাওয়া করে এল কিঙ। সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল মাইক। চট করে বামপাশে সরে গেল সে। কিঙের ধাওয়া মিস হলো। মরগ্যান জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, ওর মুখে হাসি।

'কি হলো, কিঙ? আমি এখানে!'

স্পেন্সার আবার ছুটে এল। এবার ডানপাশে একটু সরে, বাম হাতে ঠোঁটের ওপর ঘুসি মারল মাইক। বিশাল লোকটার ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। রাগে উন্মত্ত হয়ে এগিয়ে এসে ডান হাত ঘুরিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাল সে মাইকের কপালে। গোড়ালির ওপর টলতে টলতে

পিছিয়ে গেল মাইক। লাফিয়ে এগিয়ে দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়ল বিগ। মেঝের ওপর পড়ে, একবার গড়িয়ে আবার উঠে দাঁড়াল মাইক। কিন্তু চোয়ালের ওপর কিঙের একটা প্রচণ্ড বামহাতি ঘুসি খেয়ে আবার পড়ে গেল। ওর মাথার ভিতর শব্দ গর্জন করছে।

ছুটে এগিয়ে মাইকের মাথা লক্ষ্য করে লাথি চালাল কিঙ। ওটা লাগলে মাথাটা ছাতু হয়ে যেত। দ্রুত গড়িয়ে লাথির পথ থেকে সরে, কোনমতে উঠে দাঁড়াল মরগ্যান। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, পা একটু টলছে। আবার ছুটে এল কিঙ। মাথা নিচু করে ওর ঘুসি কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রথমে ডান হাতে, পরে বাম হাতে দুটো প্রচণ্ড ঘুসি বিশাল লোকটার পাঁজরে মারল মাইক।

কিঙ ওকে দু'হাতে ধরে, ভীষণ একটা ধাক্কায় বারের ওপর ফেলে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে মাথা লক্ষ্য করে দু'হাতে দুটো ঘুসি ছুঁড়ল। প্রথমটা কাটাল মাইক, কিন্তু দ্বিতীয়টা ওকে আঘাত করল। পা ভাঁজ হয়ে আসছে। বিজয় উল্লাস ফুটে উঠেছে কিঙের চেহারায়। নেস্টারকে যাচাই করে দেখার জন্যে বাম হাতে একটা ঘুসি চালিয়ে ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুসিতে ওকে শেষ করে ফেলার জন্যে হাত তুলল কিঙ। কিন্তু মাইক বাম হাতের ঘুসিটা বাড়ি দিয়ে সরিয়ে কিঙ ডান হাত চালাবার আগেই ওর শ্বাসনালীর ওপর বিরাশি সিক্কা একটা মার বসাল।

বিশাল লোকটা ফুঁপিয়ে শ্বাস নিয়ে ডান হাতের ঘুসিটা মিস করল। এই সুযোগে মাইক বাম হাতে রক্তাক্ত মুখের ওপর, আর ডান হাতে পাঁজরের ওপর ভারি ওজনের মার মারল। কিন্তু কিঙের ডান হাতের একটা ঘুসিতে আবার মেঝের ওপর পড়ল। দর্শকদের পায়ের কাছ থেকে গড়িয়ে উঠে দাঁড়াবার সময়ে কেউ ওর পাঁজরে একটা লাথি মারল। ব্যথায়, অবসাদে টলছে সে। ওদিকে কিঙ আবার এগিয়ে আসছে। মুঠো পাকিয়ে নিজেকে কোনমতে সামলে টিকে থাকল সে।

কিঙ এখন খেপে উঠেছে। ওর বাম হাতের ঘুসিতে মাইকের গালের

উপরের পাতলা চামড়া হাড় পর্যন্ত ফাঁক হয়ে গেল। ডান হাতের একটা ঘুসি চোয়ালের ওপর পড়ল। জবাবে মাইক আবার বাম হাতে কিডের রক্তাক্ত মুখে জ্যাব করল। তারপর ডান হাতের ঘুসিটা কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে, হাতুড়ির বাড়ির মত পাঁজরের ওপর আঘাত করতে শুরু করল। ওর হাতদুটো পিস্টনের মত চলছে।

কিড ওকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু স্পেন্সার শূন্যে থাকতেই মাইক পায়ের পাতাটা ওর পেটে বাধিয়ে ওকে মাথার উপর দিয়ে উলটে পিছনে আছড়ে ফেলল।

ভারি দেহ নিয়ে পিঠের ওপর অমন ভাবে আছড়ে পড়ায় কাহিল হয়ে পড়েছে স্পেন্সার। তবু উঠে দাঁড়াল সে। টলছে। বোঝা যাচ্ছে ওর ভিত পর্যন্ত নড়ে গেছে। ওর দিকে এগিয়ে গেল মরগ্যান। তার নিজের অবস্থাও ভাল নয়—মুখটা রক্তাক্ত, মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করছে। কিন্তু কিডের মুখটা ওর চোখের সামনে দুলতে দেখতে পাচ্ছে। আবার থেঁতলানো ঠোঁটের ওপর বাম হাতে জ্যাব করল। ডান হাতের মারে কিডের চোখের ওপর চামড়াটা ফাঁক হলো।

একটা গালি দিয়ে সামনে এগোল রীস। হাতের ইশারায় ওকে পিছিয়ে যেতে বলল কিড। তারপর হাত দুটো তুলে তৈরি হয়ে এগিয়ে এল। রাগে ওর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে। ওকে এগোতে দিল মাইক। আরও কাছে এলে হঠাৎ বাম হাতে মারার ভান করে ডান হাতে কামারের হাতুড়ির মত একটা ভারি ঘুসি মারল ঠিক ওর হার্টের নিচে। টলে উঠে পিছিয়ে গেল কিড। মাইক এগিয়ে বাম হাতে মুখে মেরে ডান হাতে আবার শ্বাসনালীর ওপর ঘুসি বসাল।

তারপর কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু'হাতে সমানে ঘুসি চালাল। কিডও মারছে, কিন্তু মারে আর আগের শক্তি নেই। অনবরত পাঁজরে আর মুখে মেরে চলেছে মাইক। ওর মাথাটাও পরিষ্কার হয়ে আসছে। দ্বিতীয়বার দম (Second wind) ফিরে পেয়েছে সে। কিডের হাত

দুটো ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে মাইক একটা প্রচণ্ড হুক মারল ওর চিবুকে। স্পেন্সারের হাঁটু ভাজ হলো, কিন্তু বিশাল লোকটা নিচে পড়ার আগে ওকে আরও দু'বার মারল মাইক। ডান আর বাম হাতে—চিবুকে। সশব্দে মেঝের ওপর পড়ল কিড বিগ স্পেন্সার।

কিড পড়ার পর নীরবতা ভঙ্গ করে একটা স্পষ্ট স্বর শোনা গেল। 'তোমরা যে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। আমি কাউকে মারতে চাই না, কিন্তু যে প্রথম নড়বে সে মরবে, এতে কোন ভুল নেই!'

জানালা দিয়ে লম্বা রাইফেলের একটা নল দেখা যাচ্ছে। সবাই চেয়ে দেখল পাশের জানালা থেকে আরেকটা নল উঁকি দিল। কামরার কেউ নড়ল না।

তিনটে লম্বা কদম ফেলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল মাইক। ওর বাকস্কিন ঘোড়াটা ফুটপাথ ঘেঁষে আরও কয়েকটা ঘোড়ার সাথে বাঁধা রয়েছে। ঘোড়ার পিঠে উঠে খাপ থেকে রাইফেলটা বের করল সে। পরপর দুটো গুলিতে বাতির ঝালরটা মেঝেতে পড়ে চুরমার হলো। সিডার এইস সেলুন অন্ধকারে ডুবে গেল। তারপর লীম্যানরা দু'জন ওর পাশে ঘোড়া নিয়ে পৌঁছলে শহরের সীমানার দিকে ঘোড়া ছুটাল মরগ্যান। শহর ছেড়ে এক মাইল দূরে পৌঁছে ওরা ঘোড়ার গতি কমাল। চাঁদের আলোয় মাইকের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল জন লীম্যান।

'মনে হচ্ছে যুদ্ধের আগুনটা তুমি ওদিকে ভাল মতই লাগিয়ে দিয়ে এসেছ!'

শান্ত ভাবে মাথা ঝাঁকাল মাইক। 'আমি শান্তির কথাই বলতে চেয়েছিলাম। সে যখন মানল না, তখন ভাবলাম ভাল একটা ধোলাই পড়লে শহরের মানুষ বুঝবে লড়াইটা ঠিক একতরফা নয়। আমাদের কিছু বন্ধুর প্রয়োজন হবে।'

'দারুণ একটা কাজ করেছ তুমি,' বলল ক্লাইড। 'ঘটনাটা নিজের-

চোখে দেখতে পেল না বলে জো খুব পস্তাবে। সে সবসময়েই বলত কিডের একটা ভাল পিটুনি খাওয়া দরকার। আজ সে যে প্রচণ্ড মার খেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই!'

কিন্তু ওই ফাইটে যে কোনকিছুর সমাধান হয়নি এটা মাইক বেশ বুঝতে পারছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে অনুধাবনকারী দলের বিরুদ্ধে যত রকম ব্যবস্থা নেয়া যায়, সবই ওরা নিল। তবে ওরা জানে কেউ ধাওয়া করে আসার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ মাথায় দোষ না থাকলে কেউ তিনজন সশস্ত্র পাহাড়ী বাসিন্দাকে খুঁজতে জঙ্গলে ঢুকবে না—তাও রাতের বেলা।

তিন ঘন্টা পর, ওরা লীম্যানদের উঠানে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। চওড়া কাঁধের একজন রাইফেলধারী যুবক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল।

'আমরা ফিরেছি, প্যাট,' ক্লাইড বলল। 'আর, জানো? মরগ্যান না কিডকে খালি হাতে পিটিয়ে লাশ করে দিয়ে এসেছে!'

হাসতে হাসতে এগিয়ে এল প্যাট। 'ওই কথা প্যাপ শুনলে খুব খুশি হবে।'

'ওরা শুয়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ। কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত টিম পাহারায় ছিল। সেও সকাল হওয়ার আগে একটু ঘুমিয়ে নেয়ার জন্যে শুয়ে পড়েছে।'

'ও'নিল কি এসে পৌঁছেছে?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল জন।

'হ্যাঁ। হার্পার আর ইয়েনও এসেছে। সকালে সবাই মিলে আলোচনায় বসবে।'

ছয়

সূর্যটা পাইনের মাথায় মাত্র উঁকি দিয়েছে। জো লীম্যানের লম্বা টেবিলে সবাই জড়ো হয়েছে। নাস্তা খাওয়া শেষ, মেয়েরা কাজে ব্যস্ত। টেবিলের মাথায় বসে মরগ্যান চিন্তামগ্ন ভাবে আর সবাইকে দেখছে। ভাবছে, যদি তারা জয়ীও হয়, এদের কয়জন সেই জয়ের ফল ভোগ করতে বেঁচে থাকবে?

লীম্যানদের পাঁচজনই ওখানে রয়েছে। বিশাল ও'নিলও আছে— লোকটার প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধ, বিরাট পাঞ্জা, আর ষাঁড়ের মত শক্তি। রাইফেলেও ওর হাত ভাল। ইয়েন, তরুণ যুবক—সুদর্শন আর তীক্ষ্ণ— সে লড়বে।

হার্পার মাঝ-বয়সী, চুপচাপ, চিরকাল শান্তিপূর্ণ জীবনই কাটিয়েছে, ঝামেলা এড়িয়ে চলে—কিন্তু ভয় কাকে বলে তা সে জানে না। ছোটখাট গুছানো মানুষ। চাষের ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ—সম্ভবত হার্পারই এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাষী।

আরও দু'জন লোক লীম্যানের উঠানে এসে হাজির হলো। রয় ক্রেন বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানায়। আগে সে ছিল কাউহ্যাণ্ড, আর মোষ শিকারী। আর স্টিভ হার্ট প্রাক্তন মাইনার। ওরাও আর সবার সাথে টেবিলে বসল।

জো সোজা হয়ে বসল। 'আমার মনে হয় মীটিংটার কাজ এখন শুরু করে দেয়াই ভাল। স্পেপারের লোকজন আমাদের সব গুছিয়ে তৈরি

হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবে না। শুরুতেই দুটো কাজ আমাদের করতে হবে—প্রথমে, একজন লীডার বেছে নিতে হবে, তারপর খাবার জোগাড় করার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

মরগ্যান মুখ খুলল। 'জো,' বলল সে, 'আমি এখানে একটা প্রস্তাব সবার সামনে তুলে ধরতে চাই। সেটা হচ্ছে, আমাদের সবাইকে ঘর ছেড়ে তোমার এখানে এসে আশ্রয় নিতে হবে। সাথে সব খাবার আর ঘোড়াগুলোকেও এখানে নিয়ে আসতে হবে।'

'বাড়ি ছেড়ে আসব?' আপত্তি জানাল হার্পার। 'কিন্তু আমরা কেউ বাড়িতে না থাকলে ওরা সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। রক্ষা করার কেউ না থাকলে আমাদের ফসলও নষ্ট করবে।'

'ও ঠিকই বলেছে,' ও'নিল মন্তব্য করল। 'রক্ষা করার কেউ না থাকলে কারও ঘরবাড়ি বেশিক্ষণ টিকবে না।'

'এখানে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে স্পেন্সারের আরোহীদের ঠেকাতে পারবে?' শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাইক। 'এখানে কে আছে, যে ওদের দশ-বিশজন লোককে একা ঠেকাতে পারবে? আমার মনে হয় না আমি পারব। জো লীম্যানও তা একা পারবে না। আমাদের জোট বাঁধতেই হবে। ধরো আমাদের ঘরবাড়ি ওরা আগুনে পুড়িয়ে দিল—আমরা আবার তা গড়ে নিতে পারব, যদি আমরা বেঁচে থাকি। পরস্পরকে আমরা গড়তে সাহায্যও করতে পারব। কিন্তু প্রাণে বেঁচে না থাকলে, তুমি কিছুই গড়তে পারবে না! আলাদা থাকলে ওরা সহজেই আমাদের একএক করে শেষ করতে পারবে, কিন্তু আমরা একত্রে থাকলে কাজটা ওদের জন্যে মোটেও সহজ হবে না।'

'কথাটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে,' সামনে ঝুঁকে মন্তব্য করল রয় ক্রেন।

'হয়তো মরগ্যানের কথাই ঠিক,' স্বীকার করল ও'নিল। 'বিল থেহাম একা কোন সুবিধে করতে পারেনি।'

'এই জায়গাটা বাইরের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব,' বলল মরগ্যান। 'আমার কেবিন ছাড়া সম্ভবত এটাই সব থেকে সুরক্ষিত ঘর। তাছাড়া এটা সবথেকে বড়, আর সবচেয়ে শক্ত। পাথরের আড়াল ছেড়ে যদি আমাদের পিছিয়ে আসতে হয়, এই বাড়িটা দুর্গের মত কাজে লাগানো যাবে।'

'একজন লীডার বেছে নেয়ার কি হলো?' ইয়েন জানতে চাইল। 'ওটা এখনই ঠিক করে ফেলা দরকার। তুমি লীডার হলে কেমন হয়, জো?'

'লীডার হিসেবে আমার কথা কেউ ভেবেছে জেনে খুশি হলাম,' বলল জো। 'কিন্তু না। আমার থেকেও যোগ্য একজন এখানে আছে। আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, মরগ্যানকেই লীডার হিসেবে আমরা নির্বাচিত করি।'

কয়েক সেকেন্ড সবাই চুপ করে থাকার পর ও'নিল মুখ খুলল। 'আমি ওই প্রস্তাব সমর্থন করছি। মরগ্যান সমর্থ লোক। কিন্তু স্পেন্সারকে সে গতকাল পিটিয়ে দিয়ে এসেছে।'

স্টিভ হার্স্ট অনিশ্চিত ভাবে মরগ্যানের দিকে তাকাল। 'এই ভদ্রলোককে আমি চিনি না,' ধীর স্বরে বলল সে। 'ওকে লীডার মানতে আমার আপত্তিও নেই, কিন্তু তুমি বিভিন্ন পরিবারের বিরুদ্ধে ফিউড লড়েছ। এই ধরনের ফাইটে তোমার অভিজ্ঞতা আছে।'

'তা আছে,' বলল জো। 'কিন্তু ফাইটে ওর মত পরিপূর্ণ জ্ঞান আমার নেই। এখানে প্রথমে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমি সারাজীবন এখানে ছিলাম না। ক্যান্‌ফেড্‌রিট্‌ (Confederate) আর্মির একজন শার্প শ্যুটার ছিলাম আমি। পরে আমি জেব স্টুয়ার্টের সাথে যোগ দিয়েছিলাম। মাত্র একবারই আমরা মার খেয়েছি, সেটা এক তরুণ ইউনিয়ন অফিসারের বিরুদ্ধে। সংখ্যায় আমাদের অর্ধেক লোক নিয়েও সে আমাদের ভাল মত পিটিয়ে দিল—এবং সেই তরুণ অফিসার হচ্ছে

আমাদের মরগ্যান।'

ধীরে চোখ ফিরিয়ে জো লীম্যানের দিকে তাকাল মাইক। লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে। ওর চোখদুটো কৌতুকে চকচক করছে। 'আমার বিশ্বাস,' বলে চলল জো, 'মরগ্যান একটু অবাক হয়েছে। আমি যে ওকে চিনতে পেরেছি, সেটা ওকে কখনও জানাইনি—এবং ওর নামও তখন মরগ্যান ছিল না, কিন্তু প্রথম দেখাতেই আমি ওকে চিনেছিলাম।'

'আমার জন্যে তোমার কথাই যথেষ্ট, জো,' সরাসরি বলল স্টিভ। 'তুমি যখন বলছ সে উপযুক্ত মানুষ, সেটাই আমি মেনে নিচ্ছি।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকল মরগ্যান। 'ঠিক আছে, তোমরা যে যার বাড়ি ফিরে যাও। নিজের ট্রেইলের ওপর সবসময়ে সতর্ক নজর রেখো। বাড়ি ফিরে যে যা বাঁচাতে চাও, সব লোড করে এখানে ফিরে এসো। বিশেষ করে ঘরে খাবার জিনিস যা আছে, সব নিয়ে আসবে। যত জলদি ফিরতে পারো, ততই ভাল।'

উঠে দাঁড়াল মাইক। 'আমরা স্পেন্সারকেই প্রথম চালটা খেলতে দেব। একজন লীম্যান শহরের ওপর নজর রাখবে। স্পেন্সার যখন কোন পদক্ষেপ নেবে, আমরাও পালটা ব্যবস্থা নেব। আমরা বারোজন আছি—'

'বারো?' হার্পার চারপাশে তাকাল। 'আমি তো দেখছি এগারো।'

'জ্যাক গ্রেহাম হচ্ছে আমাদের বারো নম্বর লোক,' শান্ত স্বরে জানাল মাইক। 'আমি ওকে একটা শার্পস রাইফেল দিয়েছি। ওর বয়স চোদ্দ। তোমাদের অনেকেই চোদ্দ বছর বয়সে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের কাজ করেছ। আমি আমার ঘোড়ার জিন বাজি রেখে বলতে পারি তার কাজ সে পুরোই করবে। মানুষটা বেশি বড় না হলেও ওটা দিয়ে সে কাঠবেরালী মারতে পারে। ওকে দিয়ে কাজ হবে।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমরা বারোজন আছি। ছয়জন এটা রক্ষা

করার জন্যে যথেষ্ট। বাকি ছয়জনে, কিংবা চারজনে আমরা পালটা আক্রমণ করব। আমি জানি না তোমাদের কি ধারণা, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে কেউ কখনও কোন যুদ্ধে জেতেনি। আমরাও তা করব না।'

'খুব ভাল কথা,' মন্তব্য করল হার্পার। 'আমি ঠিক যোদ্ধা নই, কিন্তু আমার ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়ে ওরা নির্বিঘ্নে চলে যাবে, এটা আমি সহজে মেনে নিতে পারব না। পালটা আক্রমণ আমি পুরোপুরি সমর্থন করি, কিন্তু সবার আগে আমাদের খাবার জোগাড় করার কথা ভাবতে হবে।'

'কথাটা আমিও চিন্তা করেছি। টিম আর প্যাট আজই হরিণ শিকারে বেরোবে। ওরা জানে হরিণ কোথায় পাওয়া যাবে, আর, দু'জনের কেউই একটা গুলিও মিস করবে না। আমাদের যা খাবার আছে তাতে আমাদের কয়েকদিন ভাল ভাবেই কাটবে। পরে আমি নিজেই খাবার সংগ্রহে বেরোব।'

'তুমি?' বলল ও'নিল। 'কোত্থেকে খাবার জোগাড় করবে বলে ভাবছ তুমি?'

'মেক্সিকো।' টেবিলের ওপর রাখা নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে অল্পক্ষণ দেখে, চোখ তুলে তাকাল মাইক। 'তিনদিন সময়ও আমি নেব না। স্মোকি ডেজার্টের ভিতর দিয়ে আমি যাব।'

সবাই চুপ। কিছু বলার জন্যে টিড মুখ বাড়িয়েছিল, কিন্তু কি ভেবে আবার মাথা নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গেল। হার্পারই শেষে নীরবতা ভঙ্গ করল।

'আমি তোমার সাথে যাব,' নিচু স্বরে বলল সে।

'কিন্তু, শোনো!' রয় ক্রেন প্রতিবাদ করল। 'মরুভূমিতে পানির কোন রাস্তা নেই। যদি থাকত—'

'ইন্ডিয়ানরা মরুভূমি পার হত,' যুক্তি দেখাল মাইক। 'ওরা কিভাবে

পার হত, তা আমি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছি। এটা যদি সম্ভব হয়, আমি ওই পথে একদিনেই ব্রেজারে পৌঁছতে পারব।'

ক্লাইডের দিকে ফিরল মাইক। 'তুমি সিডার ব্লাফের ওপর নজর রাখার ভার নিতে চাও? আমার বিশ্বাস নিজেকে আড়ালে রেখে চারদিকে নজর রাখার কাজ তুমি ইন্ডিয়ানদের মতই ভাল পারবে। কোন ঝুঁকি নিতে যেয়ো না, শুধু ওদের ওপর সতর্ক চোখ রাখবে। আমার চেস্টনাট ঘোড়াটা তুমি নাও; ওটা দারুণ ছুটতে পারে। ওদের আসতে দেখলেই পিছনের ট্রেইল ধরে এখানে ফিরে আসবে।'

ক্লাইড লীম্যান উঠে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলে মাইক আবার বলল, 'ঠিক আছে, তোমরাও রওনা হয়ে যাও, যত জলদি সম্ভব এখানে ফিরে এসো।'

বাইরে বেরিয়ে বাকস্কিন ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপাল মরগ্যান। জ্যাক অলস গতিতে ওর দিকে এগিয়ে এল। ছেলেটার হাতের ভাঁজে শার্পসটা রয়েছে।

'জ্যাকি,' মরগ্যান বলল, 'তুমি ওই টিলার মাথায় উঠে পাথরের আড়ালে ঘাঁটি গেড়ে বসো। ওখান থেকে সিডার ব্লাফের ট্রেইলের ওপর নজর রাখবে।' ঘোড়ার পিঠে উঠে ট্রেইল ধরে নিজের কেবিনে ফেরার পথ ধরল সে।

মাইক জানে কিডের লোকজনের মোকাবিলা করাটা কত কঠিন কাজ। কিন্তু মনেমনে একটা খসড়া প্ল্যান সে করে ফেলেছে। কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকলে ওদের নিশ্চিহ্ন হতে হবে, তাছাড়া তার লোকজনও নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। পাল্টা আঘাত তাদের করতেই হবে। স্পেন্সারকে বুঝিয়ে দিতে হবে সে সবসময়ে জিততে পারবে না—ওকে হারতেও হবে।

ছোট কেবিনটার চারপাশ সবুজ, আর নিস্তব্ধ। ঘোড়াটাকে উঠানে নিয়ে

নিচে নামল মাইক। কেবিনে ঢুকে দ্রুত হাতে খাবার জিনিসগুলো গুছিয়ে একটা মাল-টানা ঘোড়ার পিঠে তুলল। তারপর আবার কেবিনে ফিরে একটু ইতস্তত করল মরগ্যান। ধীর পায়ে তাকের ওপর রাখা পিস্তলদুটোর দিকে এগোল। পুরো একমিনিট ওগুলোর দিকে চেয়ে থেকে, হাত বাড়িয়ে পিস্তল-সহ বেল্টটা তুলে নিল। ভারাক্রান্ত মনে বেল্ট কোমরে পরল মরগ্যান। ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা ঠেকছে। এতদিন পর সে আবার ল্যান্স কিনরয়ের রূপ নিতে যাচ্ছে।

বিকেলের দিকে বাছাই করা ঘোড়ার একটা ছোট দল নিয়ে লীম্যানের উঠানে পৌঁছল মাইক। টিলার মাথা থেকে নেমে জ্যাক ঘোড়াগুলোকে করালে নিতে সাহায্য করল। লোকজন, কেবল রয় ছাড়া সবাই ফিরেছে। মেয়েরা হাসি-ঠাট্টার মধ্যে সংসারের কাজ করছে—সুন্দর একটা পরিবেশ। এরাই সত্যিকার পশ্চিমের নারী। ওদের বেশির ভাগ মেয়ের কাছেই লড়াই নতুন কিছু নয়। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ওরা আগেও ফাইট করেছে।

সবার শেষে পৌঁছল রয়। পাহাড়ের খাঁজ পেরিয়ে ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে লীম্যানের বাড়ি পৌঁছল সে—ওর চেহারা গম্ভীর আর বিষণ্ণ।

'আমার সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা!' ভাঙা স্বরে বলল রয় ক্রেন। ওর কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। 'আমি এখানে নিয়ে আসার জন্যে সব গুছাচ্ছি, এই সময়ে ওরা আক্রমণ করল। কিছুই আনতে পারিনি আমি। তবে, ওদের একজনকে জখম করে দিয়ে এসেছি!'

কথা শেষ করেই মাইকের বাহু খামচে ধরল রয়। 'দেখো।' বলে আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করল। ওদিকের আকাশটা লালচে আভা ছড়াচ্ছে। 'ও'নিলের বাড়িঘর,' বলল সে। 'হয়তো ওকেও শেষ করেছে।'

'না।' ও'নিল ভুরু কুঁচকে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এল। 'ওরা আমাকে শেষ করেনি। আমি বিশ মিনিট আগেই এখানে

পৌঁছে গেছি। কিন্তু এই নেকড়েগুলোকে এর জন্যে মাশুল দিতে হবে।'

অস্পষ্ট অন্ধকার ছায়ার ভিতর থেকে হঠাৎ চেস্টনাট ঘোড়ার পিঠে ক্লাইড বেরিয়ে এল। 'আরোহীর দুটো দল আসছে,' বলল সে। 'সূর্য ওঠার সাথেসাথেই ওরা এখানে পৌঁছবে বলে প্ল্যান করেছে। আমি ওদের আলাপ করতে শুনেছি।'

মাথা ঝাঁকাল মরগ্যান। 'তুমি কিছুটা ঘুমিয়ে নাও, ক্লাইড। তুমিও, জ্যাকি। জো আর হার্পার পাহারায় থাকলেই ভাল। জন, তুমি আর ইয়েন চলো আমার সাথে যাবে।'

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' প্রশ্ন করল প্যাট সীম্যান।

'আমরা?' অন্ধকারে হাসল মাইক। 'আমরা শহরে কিছু খাবার আনতে যাব। সোজা জনার্সের দোকানে গিয়ে আমাদের যা যা দরকার তা কিনে আনব। যদি সে রাজি না হয় তবে ওকে শুদ্ধ সব তুলে নিয়ে আসব!'

'প্লীজ, আমাকেও সাথে নাও,' আবদার করল তরুণ প্যাট। 'এমন একটা জিনিস আমি মিস করতে চাই না!'

'তোমার বিশ্রাম নেয়াই ভাল,' উপদেশ দিল মরগ্যান। 'তুমি আর টিম আজকে তিনটে হরিণ মেরে এনেছ—একদিনের জন্যে তোমরা যথেষ্ট কাজ করেছ।'

'আমি এত ক্লান্ত হইনি যে এমন আকর্ষণীয় একটা অভিযান মিস করব, ক্যাপ্টেন,' সুপারিশ করল প্যাট, 'তুমি অনুমতি দিলে আমি যেতে চাই।'

'ঠিক আছে, চলো। এতে আমাদের অনেক সাহায্য হবে।'

হঠাৎ দক্ষিণ দিকে আগুনের আভা আর স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। 'ওই যে, আমার ঘরবাড়িও পুড়ল,' তিক্ত স্বরে বলল হার্পার। 'ওগুলো গড়তে আমার দু'বছর সময় লেগেছিল। কিছু পেঁয়াজ আর আলুও বুনেছিলাম আমি।'

মরগ্যান রওনা হয়েছিল। ওই কথায় থেমে, ঘুরে দাঁড়াল। 'হার্পার,' সংযত; নিচু স্বরে বলল সে, 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি নিজেই ওই আলু খুঁড়ে বের করবে। এরজন্যে যদি স্পেন্সারদের সবাইকে আমার নিজের হাতেও শেষ করতে হয়—তাই আমি করব।'

তাকিয়ে থেকে মরগ্যানের হেঁটে এগিয়ে যাওয়া দেখল হার্পার। 'জানো,' একটু চিন্তামগ্নভাবে পাশে দাঁড়ানো ও'নিলকে বলল সে, 'আমার বিশ্বাস, দরকার হলে মাইক সত্যিই তাই করবে।' ও'নিল ঘুরে বিশাল আইরিশ লোকটার দিকে তাকাল, 'হয়তো এই ফাইটে শেষ পর্যন্ত আমরা জিততেও পারি।'

সাত

সিডার ব্লাফ শহরটা অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে। চারজন আরোহী শহরের পিছনে এসে থামল। মরগ্যান চোখ কুঁচকে অন্ধকার শহরটাকে খুঁটিয়ে দেখল। হয়তো এই সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না। শহরের রাস্তাটার ওপর কারও নজর রাখার সম্ভাবনা খুব কম। তবু সঙ্গী তিনজনের কথা ভেবে ঝুঁকি নিতে চায়নি মাইক।

রাত তিনটে বেজে গেছে। সিডার এইস আর ক্রিস্টাল প্যালেসের দরজা দুটোর সময়েই বন্ধ হয়ে গেছে। শহরের প্রান্তে রাস্তায় উঠে আবার ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু স্পেন্সার ভাবতেই পারবে না নেস্টাররা সাহস করে শহরে আসতে পারে। সে আশা করবে খাবার সংগ্রহের জন্য ওরা ব্রেজারেই যাবে।

ইয়েন,' ফিসফিস করে বলল মাইক, 'তুমি আর প্যাট মাল-টানা ঘোড়াগুলোকে স্টোরের পিছনে নিয়ে যাও। ভিতরে ঢোকার, বা কিছু করার চেষ্টা কোরো না। শুধু নিঃশব্দে অপেক্ষা করবে।'

শীম্যানের বড় ছেলের দিকে ফিরল মাইক। 'জন, আমরা এখন ক্রন্দার্সকে আনতে যাব।'

'ভেঙে ঢুকে পড়লেই তো হয়?' আপত্তি জানাল জন। 'ওকে টেনে আনার কি দরকার? কোথায় কি আছে সবই তো আমরা জানি।'

'না।' স্পষ্ট স্বরে জানাল মাইক। 'ক্রন্দার্স নিজের হাতে আমাদের সবকিছু বের করে দেবে। মালের যা দাম হয়, সেটা আমরা ওকে দেব। চুরি আমরা করব না।'

স্টোরের পিছনে অন্য ঘোড়াগুলোর সাথে নিজেদের ঘোড়া রেখে মাইক আর জন লঘু পায়ে ক্রন্দার্সের বাড়ির দিকে এগোল। দোকান থেকে একশো গজ দূরেই দোকানির বাড়ি।

সামনের ছোট্ট বাগানের গেট খুলে ভিতরে ঢুকল ওরা। বারান্দায় উঠে দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে সামান্য চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। পশ্চিমের কেউ ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে না। প্রথম কামরাটা বসার ঘর। দুটো দরজা রয়েছে ওখানে—একটা রান্নাঘরের, অন্যটা শোয়ার ঘরে যাবার দরজা।

নিঃশব্দে এগিয়ে, বেডরুমের দরজাটা সামান্য ফাঁক কোরে, উঁকি দিল মাইক। ভিতরে ভীষণ মোটা স্ত্রীর পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে হেনরি ক্রন্দার্স। জনকে ইশারায় ওখানেই দাঁড়াতে বলে পিস্তল হাতে শোয়ার কামরায় ঢুকল মাইক। দু'পা এগোতেই এলসা ক্রন্দার্সের শ্বাস থমকে, একটু ইতস্তত করে, আবার স্বাভাবিক হলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মাইক। মহিলা জেগে গেলে নির্ঘাত চিৎকার শুরু করবে।

সন্তর্পণে বিছানার পাশে পৌঁছে ঝুঁকে পিস্তলের ঠাণ্ডা মাথাটা হেনরির নাকের নিচে ছোঁয়াল মরগ্যান। মুহূর্তে লোকটা চোখ খুলল। প্রায়

কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদু স্বরে ফিসফিস করে নির্দেশ দিল সে।

'ওঠো! নিঃশব্দে!'

সাবধানে, বিছানা ছেড়ে আলগোছে বেরিয়ে এল হেনরি। ইঙ্গিতে ওকে প্যান্ট পরার নির্দেশ দিল মাইক। তারপর ওকে পিস্তলের মুখে রেখে দরজার দিকে এগোল।

বেডরুমের দরজার বাইরে এসে দোকানি নিচু কাঁপা ফেঁসফেঁসে স্বরে বলল, 'কি ব্যাপার? আমাকে তুমি নিয়ে এলে কেন?'

'তোমার দোকান থেকে আমাদের কিছু মাল দরকার,' জবাব দিল মাইক। 'দোকান খুলে আমাদের যা প্রয়োজন তা বের কোরে দাও, তাহলে তোমার কোন ঝামেলা হবে না। কিন্তু মুখ থেকে কোন আওয়াজ বের হলেই পিস্তলের বাড়ি পড়বে তোমার মাথায়।'

'শব্দ করব না আমি।' কথা দিল সে। তারপর দ্রুতপায়ে স্টোরের দিকে এগোল—মাইক আর জন ওর পিছনে।

কাঁপা হাতে দরজার তালায় চাবি ঢোকাবার চেষ্টা করছে। 'আমার স্ত্রী যদি উঠে দেখে আমি পাশে নেই, তখন কিছু ঘটলে কিন্তু আমি দায়ী হব না!'

'ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না,' শুষ্ক স্বরে ওকে আশ্বস্ত করল মাইক। 'তুমি কেবল এই লিস্ট অনুযায়ী আমাদের মাল দাও—কোনো ঝামেলা করার চেষ্টা কোরো না।'

নির্দেশ পেয়ে পিছনের দরজা দিয়ে এগিয়ে এল প্যাট। 'চারটে ঘোড়ায় মাল বোঝাই করা শেষ হলেই তুমি ইয়েনকে ঘোড়াগুলো ট্রেইলের ধারে নিয়ে অপেক্ষা করতে বলবে। এদিকে কিছু ঘটলে সে যেন ওই খাবারগুলো নিয়ে সরে পড়ে।'

লিস্ট অনুযায়ী মাল বের কোরে কাউন্টারের ওপর রাখছে দোকানি। জন আর প্যাট, দু'জনে মিলে ওগুলো বয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপাচ্ছে। পিস্তল হাতে পাহারা দিচ্ছে মাইক।

'এটা জোরে রেহাই পাবে না তুমি!' আক্রোশের সাথে বলল হেনরি। 'স্পেন্সার যখন জানবে, সে ঠিকই এর শোধ তুলবে!'

'হ্যাঁ,' মাইক জবাব দিল, 'হয়তো তাই। কিন্তু আগে একটা মারই সামলে ভাল হয়ে উঠুক, তারপর ওকে দ্বিতীয়টার খোঁজে বেরোতে বোলো! আর তুমিও এখনই মনস্থির করে নাও। ভাবো, এই লড়াই শেষ হওয়ার পর কিছু না জিতলে তোমার কি দশা হবে।'

'অ্যাঁ?' সোজা হয়ে দাঁড়াল হেনরি। ওর মুখটা একটু ফেকাসে। 'তোমার কথার মানে?'

'মানে একটাই,' কঠিন স্বরে বলল মরগ্যান। 'তুমি এই বিরোধে পক্ষ নিয়েছ—তাই স্পেন্সার হারলে তোমাকে লেজ তুলে শহর থেকে ছুটে পালাতে হবে।'

'সে হারবে না!' আটার একটা বস্তা বের করে সামনে রাখল ক্রন্দার্স। 'স্পেন্সারের টাকা আছে, আর লোকও আছে অনেক। জানো তো, আজ হার্পার আর ও'নিলের ঘরবাড়ির কি অবস্থা হয়েছে? আর—'

'বিল গ্রেহামের?' মরগ্যানের স্বরটা বরফের মত ঠাণ্ডা। 'ওটা খুন!'

'কেউ আসছে!' সাবধান করল জন।

'আসুক,' সহজ স্বরে বলল মাইক। 'কিন্তু ওরা শুরু না করলে আমরা কেউ গুলি ছুঁড়ব না।'

ক্রন্দার্সের পাঁজরে পিস্তলের নল ঠেসে ধরল মরগ্যান। 'ওরা যদি ভিতরে আসে, বুঝেশুনে কথা বোলো, বুঝেছ? আর, যদি গোলাগুলি হয়, তবে জেনো, এলসা ক্রন্দার্স খুব জলদি বিধবা হয়ে যাবে।'

দু'জন দরজার বাইরে এসে থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। একজন দরজার হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভিতরে মাথা ঢুকাল।

'ওখানে কে?' জানতে চাইল সে।

'আমি,' ক্রন্দার্স বলল, আর, মাইক ওকে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে একটা গুঁতো দিল। 'সকালেই একটা সাপ্লাই বাইরে যাবে, তারই

জোগাড় করছি।'

লোক দু'জন ভিতরে ঢুকল। 'তোমাকে আগে কখনও এত রাতে কাজ করতে দেখিনি আমি। এখন রাত প্রায় চারটে হবে।'

'ঠিক,' পিস্তল হাতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল জন লীম্যান। 'তোমাদের কেউ নিমন্ত্রণ করেনি—নিজেরাই সেধে পার্টিতে যোগ দিয়েছ। এবার ওই বস্তাগুলো বয়ে নিয়ে বাইরে পৌঁছে দাও!'

'অ্যাঁ?' দু'জনেই বোকার মত চেয়ে রইল। 'কি—?'

'জলদি করো!' ধমক দিল জন। 'এটা দিয়ে মাথায় মারার আগেই ওগুলো তুলে নাও!' পিস্তলটা দেখাল সে। একটু ইতস্তত করে লোকটা আদেশ মানল। ওর দেখাদেখি দ্বিতীয় লোকটাও তাই করল।

পুরো অর্ডার ঘোড়ার পিঠে তুলতে পুবের আকাশ ফিকে হয়ে এল। তাড়াতাড়ি তিনজনের হাত-পা আর মুখ বেঁধে ফেলল মাইক আর জনি। মালের টাকাটা আগেই হিসেব কোরে আলাদা কোরে রেখেছিল মাইক, ওটা হেনরির পকেটে পুরে দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। আটটা ঘোড়ার পিঠেই খাবার বোঝাই করা হয়েছে।

ট্রেইলের ধারে ওদের জন্যে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল প্যাট আর ইয়েন। দেরি না করে ফিরতি পথে রওনা হলো সবাই।

'হয়তো ওরা আমাদের পিছনে ধাওয়া করে আসতে পারে,' বলল মাইক। 'ইয়েন, তুমি আর প্যাট এগিয়ে যাও। আমরা একটু পিছিয়ে থাকছি—কেউ অনুসরণ করলে, আমরা ওদের ঠেকাব। তোমরা থেমো না।'

ট্র্যাক লুকাবার সবরকম কায়দা ব্যবহার করে দূর থেকে ইয়েন আর প্যাটকে অনুসরণ করছে ওরা। পিছন থেকে কোন আক্রমণ এল না। ক্রন্দার্সের দোকানে বেঁধে রেখে আসা তিনজন হয়তো এখনও নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি।

লীম্যানের কেবিন তখনও পাঁচ মাইলের পথ—হঠাৎ দূর থেকে

গোলাগুলির শব্দ ওদের কানে এল।

লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল জন। ওর চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠেছে। 'মনে হচ্ছে ওরা আমাদের কেবিন আক্রমণ করেছে,' বলল সে। 'তুমি কি করতে চাও, মাইক? আমরা কি খাবার সামলানোর ভার ইয়েন আর প্যাটের ওপর ছেড়ে ওখানে যাব?'

মাইক একটু চিন্তা করে মাথা নাড়ল। 'না। ওখানে যারা আছে তারাই আপাতত ওদের ঠেকাতে পারবে। খাবার নিরাপদে পৌঁছানোটাই আমাদের প্রথম কাজ।' হঠাৎ কান খাড়া করে মনোযোগ দিয়ে অল্পক্ষণ শুনে সে আবার বলল, 'পিছন থেকে আমাদের কেউ অনুসরণ করছে।'

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে কিছু দূর এগিয়ে তীক্ষ্ণ নজরে চারপাশ দেখে ট্রেইলের কিছুটা উপরে কতগুলো বড় পাথরের দিকে ইঙ্গিত করল মাইক। 'ঘাঁটি করার জন্যে ওটাই সবথেকে ভাল জায়গা,' বলে, পাথরগুলোর আড়ালে চলে এল মাইক।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খুশি হয়ে উঠল জন। পাথরগুলোর পিছনেই বর্ষার পানি চলাচলের ফলে একটা আট-ফুট গভীর শুকনো খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। ট্রেইলের সমান্তরাল ভাবে ওটা দু'দিকেই অনেক দূর পর্যন্ত গেছে। ওখানে ঘোড়াগুলোকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখা যাবে। তাছাড়া দরকার হলে ওই পথে সরেও পড়া যাবে।

আরোহীরা এখন দ্রুত ছুটে আসছে। পাথরের আড়ালে তৈরি হয়ে শুয়ে ওরা ঘোড়ার খুর থেকে ওঠা ধুলো দেখতে পাচ্ছে। সিডার গাছ আর পাথরের ভিতর দিয়ে লোকগুলো ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে। একশো গজ দূরে ওরা একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল।

'ওদের সামনে গুলি করে ধুলো ওড়াও,' বলেই গুলি ছুঁড়ল মাইক।

দুটো রাইফেল প্রায় একসাথেই গর্জে উঠল। প্রথম ঘোড়াটার পায়ের কাছে দুই পাফ্ (Puff) ধুলো উড়ল। ঘোড়াটা লাফিয়ে পিছনের

দু'পায়ে দাঁড়িয়ে পাশে ঘুরল। গুলির প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার জন্যে রাইফেল নামিয়েছিল মরগ্যান, এবার একটু উপরে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় লোকটার দিকে গুলি ছুঁড়ল। দেখল, লোকটার মাথা থেকে সমব্রেরোটা উড়ে ঝোপের ভিতর গিয়ে পড়ল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে লোকগুলো প্রাণপণে ছুটে পিছনের ঝোপের ভিতর ঢুকল।

শব্দ করে শিশুর মত হেসে দাঁত দিয়ে এক টুকরো তামাক কেটে নিল জন। 'এখন এগোবার আগে ওদের কিছু ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। আরে!' মাথা হেলিয়ে অন্যপাশের কিছু পাথরের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওদের একজন ওখানে ঘাঁটি গাড়ার জন্যে এগোচ্ছে।'

ওখানে একটা খাঁজ রয়েছে। তারই চারফুট দূরে একটা বড় পাথর। জন তার লম্বা কেন্টাকি রাইফেলটা তুলে সাবধানে নিশানা ঠিক কোরে ট্রিগার টিপে দিল।

ভয়ার্ত একটা চিৎকারের সাথে গালি দিয়ে উঠল কেউ। জন একটু হাসল। 'পাথর থেকে গ্র্যানিটের গুঁড়োর ঝাপটা লেগেছে ওর চোখেমুখে,' বলল সে। 'এখন আর কারও ওখানে ওঠার তাড়া থাকবে না।'

দ্রুত চিন্তা করছে মরগ্যান। সে যদি পিছনের খাঁজটা ধরে কিছুটা এগিয়ে যায়, তাহলে ঘুরে পাহাড়ের আরও উঁচুতে উঠতে পারবে। ওখান থেকেও খালি এলাকাটা কাভার করতে পারবে ও। তাতে জনও সরে আসার সুযোগ পাবে। সংক্ষেপে প্ল্যানটা জানাল সে। লম্বা পাহাড়ী লোকটা সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'তুমি এগোও। ওখানে তুমি না পৌঁছানো পর্যন্ত ওদের আমি একটুও নড়তে দেব না।'

খাঁজ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ে উঠে পছন্দ মত একটা জায়গা বেছে নিতে মরগ্যানের দশ মিনিট সময় লাগল। দূরত্ব হিসেবে সে কিন্তু বেশি

দূরে যায়নি—মাত্র চারশো গজ। অনুসরণকারীরা যেখানে লুকিয়েছে, সেদিকে পরপর তিনটে গুলি করে জনকে নিজের অবস্থান জানিয়ে দিল মাইক।

কয়েক মিনিট পরেই জন ওর সাথে যোগ দিল। এত উঁচু থেকে নিচের লোকগুলোর কোন কাভার নেই বললেই চলে। দু'জনে নিচের দিকে আরও দুটো করে গুলি ছুঁড়ে, লোকগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে দ্রুত নিজের পথে এগোল ওরা।

'মনে হয় এখন আর ওরা সহজে বেরোতে সাহস পাবে না,' মন্তব্য করল জন। 'যখন সাহস করে বেরোবে, ততক্ষণে আমরা প্রায় বাড়ির কাছে পৌঁছে যাব।'

প্রায় চার মাইল পথ চলার পর হঠাৎ থেমে দাঁড়াল জন। 'সামনে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে,' জানাল সে। 'হয়তো ওগুলো আমাদেরই।'

সাবধানে এগিয়ে ওরা আটটা খাবার বোঝাই ঘোড়ার সাথে ইয়েনকে দেখতে পেল। রাইফেল হাতে সে সামনের ঝোপগুলোর দিকে নজর রেখেছে। ওদের আসার সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল। চেনা লোক দেখে খুশি হয়ে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল।

'সামনে গোলাগুলি চলছিল— কি ঘটছে দেখতে গেছে প্যাট। একটু পরেই ফিরে আসবে।'

নিচু স্বরে পিছনে ট্রেইলে কি ঘটেছে তা ইয়েনকে জানাল মাইক। কথার মাঝেই ওরা দেখল ঝোপের ভিতর থেকে পায়ে হেঁটে প্যাট এগিয়ে আসছে।

'আমাদের লোকজন খাজের বাইরেই ওদের ঠেকিয়েছে,' জানাল সে। 'আমার মনে হয় ওদের মাত্র একজন মারা পড়েছে। ও'নিল যেই পাথরটার পিছনে আছে, তার কাছেই খোলা জায়গায় লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সংখ্যায় ওরা বারোজনের বেশি হবে না।'

'এই ঘোড়াগুলো নিয়ে ভিতরে ঢোকার কোন পথ আছে?' জানতে

চাইল মাইক।

মাথা ঝাঁকাল প্যাট। 'হ্যাঁ, ওদের যদি ওপাশে কয়েক মিনিট ব্যস্ত রাখা যায়, তাহলে সেই ফাঁকে আমরা ঘোড়া নিয়ে ঢুকে পড়তে পারব।'

'আমরা ওদের ঠিকই ব্যস্ত রাখব, কি বলো, জন?' জন নীম্যানের দিকে চেয়ে হাসল মাইক। 'ইয়েন, আমরা গুলি শুরু করলেই তুমি আর প্যাট ঘোড়াগুলোকে ঝট করে ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলবে।'

ট্রেইল ধরে আসার পথেই রাইফেলে আবার গুলি ভরে নিয়েছিল মাইক। পাহাড় ঘুরে আক্রমণকারীদের ওপাশে পৌঁছার জন্যে রওনা হয়ে গেল ওরা।

পরিস্থিতিটা ভাল করে বুঝে নিল মাইক। নীম্যানের এলাকাটা হচ্ছে পাহাড়ের ভিতর বাটির মত একটা জায়গা। ওটার তিনদিকে উঁচু পাহাড়, আর চতুর্থ দিকটা বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে ভরা। পাহাড়ের উঁচু ক্লিফের ভিতর দিয়ে ভিতরে ঢোকার মাত্র দুটো রাস্তা আছে। তার একটা দিয়ে ঘোড়াগুলোকে ভিতরে নেয়ার চেষ্টা করবে ওরা। কিন্তু ওই রাস্তায় ভিতরে ঢোকার আগে কিছুটা ফাঁকা জায়গা ওদের পার হতে হবে।

আক্রমণকারী দলের বেশির ভাগ লোক পাথরের চাঁইগুলোর ভিতর আছে। ও'নিল এবং আরও একজন কেউ, ওদের ঠেকিয়ে কাভার করে রেখেছে। ওখানে দু'জন লোকের পক্ষে তিরিশজন মানুষকেও ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। কিছু লোক যে ক্লিফের ওপর উঠে আক্রমণের অপেক্ষায় বসে আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

মাইক আর জন দক্ষিণ থেকে 'বাটিটার' পশ্চিম সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে। পাথরের চাঁইগুলোও ওই দিকেই। বেশকিছুটা এগিয়ে, কাছাকাছি পৌঁছতে পারলে, কিডের দলকে ওদের অবস্থান থেকে সরানো সম্ভব না হলেও ব্যস্ত রাখা যাবে। এই সুযোগে ঘোড়াগুলো নিয়ে ইয়েন আর প্যাট খোলা জায়গাটা পেরিয়ে নিরাপদে ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে।

পাহাড়ে ঘেরা জায়গাটা তিন বিঘার কিছু বেশি। ওখানে চমৎকার একটা ঝর্না, ঘোড়ার করাল, গুদাম, আর নিরাপদ আশ্রয় রয়েছে। ক্লিফগুলোর কিনারে ছড়ানো প্রচুর সিডার গাছ আর পাথর রয়েছে। সুতরাং ওখানে মানুষ রাখলে পাথরের চাইয়ের পথটা ঠেকানো সম্ভব। কিন্তু বিপক্ষের কোন লোক ওখানে উঠতে পারলে, নিচের উপত্যকায় নামতে না পারলেও, রাইফেল দিয়ে পুরোটা কাভার করতে পারবে। ওকে না তাড়ানো পর্যন্ত নিচের কেউ চলাচল করতে পারবে না। দুর্গের মত জায়গাটার ওটাই সবথেকে বড় দুর্বলতা।

কয়েকশো গজ এগিয়ে দু'জনেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। সিডারের ফাঁক গলে ইণ্ডিয়ানদের কায়দায় এগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বনের কিনারে পৌঁছে গেল মাইক আর জন। পাথরের চাইয়ের উপত্যকাটা ওদের নিচে। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে দু'জন লোক পাথরের আড়ালে লীমান উপত্যকার কেবিনের দিকে রাইফেল তাক করে শুয়ে আছে।

মাইক তার উইনচেস্টারটা তুলে পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল—অত্যন্ত দ্রুত। কাছের লোকটার পা লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলিতে ওর বুটের গোড়ালি উড়ে গেল। বাকি দুটো গুলিতে ওর চোখে মুখে বালু ছিটকে লাগল। ভয়ে বিকট একটা চিৎকার করে ছুটল সে। ওর পায়ের কাছে আরও দুটো গুলি করল মাইক। দিশেহারা হয়ে লোকটা গড়িয়ে একটা খাজে পড়ে দৌড়ে পালাল।

দ্বিতীয় লোকটা ভেবাচেকা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। জনের গুলি কাঁধে লাগতেই রাইফেল ফেলে ছুটে পালাল। ওদের গুলির মুখে এবার আক্রমণকারী দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে পাথরের আড়ালে লুকাল।

আট

ওদের আসতে দেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল জো লীমান। গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু হাসি দেখা যাচ্ছে। 'মনে হচ্ছে প্রথম রাউণ্ডটা আমরাই জিতলাম,' বলল সে। 'তোমাদের গুলির তোড়ে ওরা যেভাবে ধুলো উড়িয়ে পালাল, সেটা সত্যিই দেখার মত দৃশ্য!'

'মরা লোকটা কে?' প্রশ্ন করল মাইক।

'ও একজন ভাড়াটে পিস্তলবাজ। খুনী। লোকে ওকে ইণ্ডিয়ান স্যাম বলেই ডাকত। সে কিছুতেই পিছাল না—এগোতেই থাকল—তাই বাধ্য হয়ে ও'নিল ওকে গুলি করল—একেবারে মাঝখানে।'

কেবিনে ঢুকল ওরা। 'যা খাবার আনা হয়েছে, তাতে আমাদের কয়েকদিন চলবে। তবে খাওয়ার মানুষও এখানে অনেক,' বলতে বলতে একটা টুল টেনে বসল জো। 'দ্বিতীয়বার তোমার পক্ষে সিডার ব্লাফ থেকে খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল মরগ্যান। 'আমাদের ব্লেজারে যেতেই হবে,' বলল সে। 'অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু এখন কি করবে জানতে পারলে ভাল হত। যদি দুটো দিন আমরা সময় পাই—'

'সিডার ব্লাফের উৎসব সম্পর্কে তুমি কিছু শুনেছ? কিড, সিডার ব্লাফে তার আসার দশ বছর পুরো হওয়ার খুশিতে একটা মেলার আয়োজন করছে।'

'ওখানে কি হবে?' মরগ্যান জানতে চাইল।

'অনেক কিছু। ঘোড়দৌড়, ঘোড়ার নাল ছুঁড়ে খেলা, কুস্তি, দৌড় প্রতিযোগিতা, আর ঘুসাঘুসির লড়াই। বাজি ধরে লড়ার জন্যে একজন প্রাইজফাইটার আনাচ্ছে কিড। বিশাল আকৃতির লোক। নাম বুল রিগুনে।'

শিস দিয়ে উঠল মরগান। 'লোকটা ভাল ফাইটার। প্রকাণ্ড দেহ। আমি যখন অ্যাবিলিনে ছিলাম, ওকে লড়তে দেখেছি। মেরে একেবারে থেঁতলে দেয়।'

'হয়তো ওসব নিয়ে ওরা কয়েকদিন ব্যস্ত থাকবে,' মন্তব্য করল জন। 'এই সুযোগে সম্ভবত আমরা খাবার জোগাড় করার সুযোগ পাব।'

উঠে দাঁড়াল মাইক। 'তোমাদের কথা জানি না, আমি ঘুমোতে যাচ্ছি!' বলল সে। 'তোমারও সুযোগ থাকতে বিশ্রাম নেয়া দরকার, জন।'

মাইক ঘুম থেকে জেগে দেখল সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল সে। গাছের তলায় ঘাসের ওপর শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মুখের ওপর একবার হাত ঘষে, উঠে পড়ল। ঝর্না থেকে এক বালতি পানি এনে ভাল করে মাথা আর হাত-মুখ ধুয়ে নিল।

হাত-মুখ মোছার জন্যে ওকে একটা শক্ত তোয়ালে বাড়িয়ে দিয়ে ক্রিস্টিনা বলল, 'আরও দু'জন লোক এসেছে। ব্র্যাড মিলার—ও উত্তরের বক্স ক্যানিয়নের পাশে থাকে। আর ডেভ উইলসন, ওর প্রতিবেশী।'

মাইক ঘরে ঢুকলে প্যাট মুখ তুলে তাকাল। 'ব্র্যাড আর ডেভের কেবিন ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে,' জানাল সে। 'ব্র্যাডের পার্টনারকেও হত্যা করেছে। দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে করাল থেকে ঘোড়া ধরার সময়ে ওকে গুলি করে মেরেছে।'

'হাওডি,' মাইকের দিকে তাকাল ডেভ। 'তোমাকে আমি আগে কোথাও দেখেছি।'

'হতে পারে।' অন্যদিকে মুখ ফেরাল মাইক।

যেটা সে চায়নি, সেটাই ঘটতে চলেছে এখন। ডেভের চাহনি দেখেই মাইক বুঝেছে তার পরিচয় ফাঁস হওয়ার সময় এসেছে।

'সিডার এইসের ওই লোকটা কিছু না বললেও আমি তোমাকে ঠিকই চিনতে পারতাম,' বলল ডেভ।

'কোন লোক?' প্রশ্ন করল মাইক।

'ভারি গড়নের লোক, তোমার থেকেও ভারি। গতকাল বিকেলে শহরে এসেছে। চেহারার বিবরণ তোমার সাথে মেলে, এমন একজন লোকের খোঁজ করছিল। তোমাকে তার চাই।'

'চ্যাপ্টা মুখ, একটা চোখের ওপর গভীর কাটা দাগ আছে ওর?'

'হ্যাঁ, ওই লোকই। মনে হয় জীবনে অনেক লড়াই করেছে। মুখে প্রচুর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে।'

'একটা লড়াইয়ে ছিল সে,' শুষ্ক স্বরে বলল মাইক। 'ওই একটাই ছিল যথেষ্ট।'

হ্যারিস গিবসন!

রেঞ্জার লী হলের চিঠি পাওয়ার আগেও সে জানত একদিন এই রকম একটা পরিস্থিতির মোকাবিলা তাকে করতে হবে। ওটা প্রায় দু'বছর আগের ঘটনা। কিন্তু হ্যারিস ভুলবার পাত্র নয়। তখন ওরা দুই ভাই ছিল লাইভ ওক কাউন্টির বিভীষিকা। পিস্তলবাজিতে বা হাতাহাতি লড়াইয়ে ওদের সামনে দাঁড়াবার মত কোন লোক টেক্সাসে ছিল না। কিন্তু কিলরয়ের বিরুদ্ধে পিস্তল ধরতে গিয়ে মারা পড়ল হ্যারিসের ভাই মরিস। পরে, হাতাহাতি লড়াইয়ে প্রচণ্ড মার খেয়ে থেঁতলা হয়েছিল হ্যারিস।

হ্যারিস গিবসন তার খোঁজে এখানে এসে হাজির হয়েছে। বেন কিডের সাথে লড়াই তার জন্যে যথেষ্ট নয়!

জো লীম্যান একদৃষ্টে মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর আড়চোখে ডেভের দিকে তাকাল। 'তুমি বলছ, এই লোকটাকে তুমি

চেনো?' বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে মরগ্যানকে দেখাল সে। 'বলো, ওনি কি নাম ওর?'

'ন্যাশ কিলরয়,' মাইক নিজেই ধীরে নামটা উচ্চারণ করল।

'কিলরয়!' ইয়েনের হাত থেকে টিনের প্লেটটা পড়ে গেল। 'তুমিই কিলরয়?'

'হ্যাঁ।' ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল মাইক। দু'হাত কোমরে রেখে দূরের দিকে চেয়ে আছে। সে কিলরয়। নামটা আবার ফিরে এসেছে। হাত নিচের দিকে একটু ঝাড়া দিতেই ম্যাজিকের মত পিস্তল দুটো লাফিয়ে ওর হাতে উঠে এল। কতক্ষণ পিস্তল দুটোর দিকে চেয়ে, চিন্তামগ্নভাবে ওগুলো আবার খাপে ভরে রাখল।

হ্যারিস এখন এখানে। চিন্তাটা ওকে স্বস্তি দিচ্ছে না। এর অর্থ হচ্ছে একদিন তাকে পিস্তল যুদ্ধে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। হত্যাকে সে ঘৃণা করে: কিন্তু ওই বিশাল লোকটার মোকাবিলায় তার অনিচ্ছার কারণ আরও আছে। লোকটাকে সে খালিহাতে পিটিয়েছে; ওর ভাইকে মেরেছে, এটাই যথেষ্ট। আর কত?

যদি হত্যা করতেই হয়—ওর চিন্তা বাস আর টাস লকের দিকে ফিরল। চোখের সামনে একজন সাদা বাকস্কিন পরা যুবকের খুনের নেশায় উন্মত্ত একজোড়া চোখ ভেসে উঠল—লিটল স্পেন্সারের চোখ।

মাথাটা ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করে ঝর্নার দিকে এগিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল মাইক। সিগারেট তৈরি করতে করতে বর্তমান সমস্যাটা নিয়ে সে ভাবছে। কিন্তু এখন জানে পাহাড়ী লোকগুলো জোট বেঁধেছে। লীম্যানের সুরক্ষিত দুর্গের মত এলাকা লোক পাঠিয়ে হামলা করে জয় করা যাবে না। তাই ওর সহজ পথ একটাই আছে। সাপ্লাই বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকলে ওদের চলে যেতে হবে, আর নয়তো না খেয়ে মরতে হবে।

ব্লেজারে যাওয়ার পথটা শহরের ভিতর দিয়েই গেছে। লীম্যানের

ওখান থেকে অবশ্য একটা ক্ষীণ ট্রেইল শহর এড়িয়ে ব্লেজারের ট্রেইলের সাথে মিশেছে—কিন্তু স্পেন্সার ওটার কথা জানে। সুতরাং ওই ট্রেইলের ওপর সে ঠিকই নজর রাখবে। হঠাৎ স্মোকি ডেজার্টের কথাটা ওর মনে উঁকি দিল। হয়তো ওদিক দিয়ে একটা পথ থাকতে পারে।

কেবিন থেকে বেরিয়ে মাইকের দিকেই এগোল ও'নিল—ওর পিছনে স্টিভ হার্ট আর ব্র্যাড মিলার। ও'নিল বলল, 'স্টিভ আর ব্রাড ব্লেজারে যাওয়ার পাহাড়ী ট্রেইলটা ধরে খাবার আনার একটা চেষ্টা করে দেখতে চায়। তোমার কি মত?'

'আমি ওটার খুব একটা পক্ষপাতী না,' সরাসরি মনের কথাটাই জানাল মাইক। 'কিন্তু আমাদের যে খাবার খুবই দরকার—এটাও ঠিক।'

'তুমি স্মোকি ডেজার্ট সম্পর্কে যা বলেছিলে সেটা জো ওদের জানিয়েছে। কিন্তু রয় ক্রেন বলছে ওটা অসম্ভব। সে নিজে চেষ্টা করে দেখেছে।'

রয় ক্রেনও এসে ওদের সাথে যোগ দিল। মিলার বলল, 'আমরা সবাই পাহাড়ী ট্রেইল ধরে ব্লেজারে যাওয়ার পক্ষপাতী। আমার মনে হয় না শহর থেকে এত দূরে কিডের লোক পাহারায় থাকবে। তুমি কি বলো, কিলরয়?'

নিজের বুটের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছে মাইক। ওরা যেতে চায়। কিডের লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে ওরা হয়তো বেরিয়েও যেতে পারবে। তাছাড়া স্মোকি ডেজার্টের ভিতর দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা হয়তো তার একটা অবাস্তব স্বপ্ন। 'ব্যাপারটা তোমাদের ওপর নির্ভর করছে,' শেষ পর্যন্ত বলল সে। 'ওই পথে আমি একটা লোককেও পাঠাতে চাই না। কিন্তু তোমরা যখন চাচ্ছ, চেষ্টা কোরে দেখো।'

রাত প্রায় বারোটার দিকে লীম্যানের উঠান ছেড়ে ওয়াগনটা বেরোল। ডেভ উইলসন ড্রাইভ করছে, ব্র্যাড, রয়, আর টিম ঘোড়ার পিঠে রক্ষী হিসেবে গেল। ওদের বিদায় দেয়ার জন্যে উঠেছিল কিলরয়।

ওয়াগনের শব্দ মিলিয়ে গেলে সে আবার গাছের তলায় পাতা খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রাতে দু'বার চমকে ঘুম থেকে জেগে স্থির হয়ে কান পেতে শুনল। চারদিক স্তব্ধ। দুশ্চিন্তায় দেহ টানটান হলো—কিন্তু প্রত্যাশিত গুলির শব্দ কানে এল না—কোন শব্দই নেই।

ভোর হওয়ার একঘন্টা আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে, দ্রুত নাস্তা সেরে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাইক। নীম্যানের উপত্যকা ছেড়ে ওয়াগনের ট্রেইল ধরে রওনা হলো। প্রথমে নিজের পোড়া কেবিন, পরে বিল গ্রেহামের কেবিন পেরিয়ে আরও এগিয়ে গেল। ব্লেজার ট্রেইলের কাছাকাছি এসে, গতি কমিয়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। মাঝেমাঝে থেমে কান পেতে শুনছে।

ট্র্যাক দেখে মাইক স্পষ্ট বুঝতে পারছে টিম আর রয় রাস্তা নিরাপদ আছে কিনা দেখার জন্যে আগে আগে গেছে। মাঝেমাঝে আধমাইলেরও বেশি এগিয়ে থেকেছে। কয়েকটা জায়গায় ওয়াগনের জন্যে ওদের ঘোড়ার পিঠে বসে অপেক্ষা করার চিহ্নও মাইকের চোখে পড়ল।

হঠাৎ সামনে ব্লেজারে যাওয়ার ট্রেইলটা দেখতে পেল। ব্লেজার মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে হলেও, পথ এত খারাপ যে দিনে পনেরো মাইল এগোলেও বলতে হবে ভালই অগ্রগতি হচ্ছে।

ব্লেজারের ট্রেইলে ওয়াগন বা ওই মানুষগুলোর কোন ট্র্যাক নেই। মনে মনে খুশি হলো মাইক। ট্র্যাক থাকলে বিপদ আসতে পারে বুঝে বুদ্ধি কোরে সম্ভবত টিম নীম্যানই এই ব্যবস্থা নিয়েছে। চিহ্ন মুছে ফেলেছে।

কিছুটা নিশ্চিত হয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরাল মাইক। দুপুরের দিকে তার প্রিয় জায়গায় এসে পৌঁছল। নিচে স্মোকি ডেজার্ট কুয়াশার মত অস্পষ্টতায় ঢাকা। প্রথমবার যখন সে এই পথে এসেছিল, কিছুটা

পরিষ্কার থাকায় নিচের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিল। তার মনে হয়েছিল যেন একটা ওয়াগনের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে ওখানে।

সময় নিয়ে ধীরে খুঁটিয়ে লক্ষ করে নিচে নামার ট্রেইল খুঁজতে শুরু করল সে। বারবার আশা নিয়ে এগিয়ে শেষে খাড়া পাহাড়ের ধার থেকে ফিরতে হলো ওকে। ট্রেইলের সামান্য ইঙ্গিতও সে খুঁজে পেল না।

চার ঘন্টা পর পাইনের ছায়াগুলো লম্বা হলো। বিফল হয়ে ফেরার পথ ধরল মাইক। হয়তো রয় ক্রেনের কথাই ঠিক। এদিক থেকে নিচে নামার কোন পথ নেই। এতক্ষণ ঘুরেও ট্রেইল খুঁজে পায়নি সে।

খাঁজ দিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রথমেই জো নীম্যানের সামনে পড়ল সে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ওর স্ত্রী। কে এল চেনার চেষ্টা করছে।

'ওরা ব্লেজারের ট্রেইলে উঠে পড়েছে,' জানাল কিলরয়। 'হয়তো ওরা ঠিক মতই পৌঁছতে পারবে।'

কেবিনে ঢুকে মাইক দেখল আগুনের ধারে ক্রিস্টিনা কাজে ব্যস্ত। কাছেই বসে আছে তরুণ ইয়েন—ওর কাজ করা দেখছে। আড়চোখে ওদের দিকে চেয়ে একটু হাসল মরগ্যান। ওর দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটা একটু লাল হলো। ওদের একা থাকার সুযোগ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

জন পাহাড়ের ভিতর উঁচু মাঠে হরিণ শিকার করতে গেছে। প্যাট পাহারায় আছে। স্টিভ গাছের তলায় ঘুমাচ্ছে; আর ক্লাইড ক্রিকের ওপর কোথাও আছে। কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর উঠে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল মাইক।

সকাল হওয়ার সাথেই স্মোকি ডেজার্টের পথে বেরিয়ে পড়ল মাইক। তার এখনও বিশ্বাস নিচে নামার একটা ট্রেইল আছে। ইন্ডিয়ানরা এসব ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলে না। পথ একটা থাকতেই হবে।

ক্লিফের কিনারে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলাকাটা আবার খুঁটিয়ে দেখল। ক্লিফ থেকে একটা চওড়া পাথর কার্নিসের মত মরুভূমির দিকে বেরিয়ে শূন্যে ঝুলছে—তারই ওপর দাঁড়িয়ে আছে মাইক। স্মোকি ডেজার্ট আবছা হলেও ক্লিফের দেয়ালটা দু'দিকেই অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যতদূর দেখা যাচ্ছে, ক্লিফটা একেবারে খাড়া হয়ে নিচে নেমে গেছে।

আবার খোঁজার কাজ শুরু করল সে। প্রায় দুপুরের দিকে একটা পথ দেখতে পেল। চওড়ায় ওটা তিনফুটের বেশি হবে না। তাই ঘোড়াটাকে কাছেই বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে এগোল মাইক। বড়বড় পাথরের চাঁইয়ের ভিতর দিয়ে পথটা এঁকেবেঁকে নিচে নেমে গেছে। ক্লিফের ধারে এসে ট্রেইলটা হঠাৎ শেষ হলো। আর এক-পা বাড়ালেই সে নিচে পড়বে। দেখল, পথটা ওখানে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে ক্লিফের গায়ের সাথে সেঁটে ডান দিকে এগিয়ে গেছে। ওদিকে তাকিয়ে ভাবছে মাইক। ওই পথে নিচে নামা সম্ভব হলেও, তাতে ওর কোন লাভ নেই—পাহাড়ী ঘোড়াও এত সরু পথে চলতে পারবে না। ওটার ডান পাশে খাড়া ক্লিফ, আর বাঁয়ে তিন-চারশো ফুট গভীর খাদ। তবু এগিয়ে গেল মাইক।

অনেকটা পথ চলার পর একটা বাঁকে এসে হঠাৎ কোরেই ওটা শেষ হলো। মাত্র একটা পা রাখার মত জায়গা রয়েছে। ওখানে পা রেখে ক্লিফের একটা খাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে সাবধানে বাঁকের ওপাশে উঁকি দিল। দেখল, পথটা সত্যিই শেষ হয়েছে। ওর একঘন্টার পরিশ্রম বৃথাই গেল।

ক্লিফের পাথর শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চারপাশটা ভাল করে দেখল সে। নিচের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল। তিনশো গজ নিচে একটা ট্রেইল দেখা যাচ্ছে! ওয়াগনের একটা চাকাও রয়েছে ওখানে!

গাছের একটা শিকড় ধরে সামনে ঝুঁকে বালিতে চাপা পড়া একটা ওয়াগনের অর্ধেকটা ওর চোখে পড়ল। ট্রেইলের বাকি অংশটা দেখা যাচ্ছে না। ওটা ক্লিফের গায়ে ঢেউ খেলানো একটা ফোলা অংশের

নিচে ঢাকা পড়েছে। পিছিয়ে এল সে—ঘামছে।

ফিরতি পথ ধরল মাইক।

নয়

রাতে বারান্দায় বসে রাইফেল পরিষ্কার করছিল জো। মাইককে ফিরতে দেখে সে বলল, 'হাওডি, বাছা! তোমাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে!'

মাথা ঝাঁকাল মরগ্যান। সত্যিই সে ক্লান্ত। ঘোড়ায় চড়ার উঁচু গোড়ালির বুট পরে ছয় মাইল হাঁটা যেকোন কাউবয়ের জন্যে একটা দুঃস্বপ্ন। ঘামে ভিজে পিঠের সাথে সেঁটে আছে ওর শার্ট। এই প্রথমবারের মত তার মনে সন্দেহ জাগছে—ওরা জিততে পারবে তো? খাবার ছাড়া ওরা অসহায়। পালাতেও পারবে না, লড়ারও শক্তি থাকবে না।

ওই রাতে রেশন করে সবাই কম খেলো। সে জানে এখনও অনেক খাবার আছে। কিন্তু যারা ব্লেজারে গেছে তাদের নিয়ে ওরা মোট চোদ্দজন পুরুষ, আর ছয়জন মেয়ে—কম মানুষ নয়। তাছাড়া নয়জন বাচ্চাও রয়েছে।

'স্পেশারের দিক থেকে কোন খবর আছে?' ও'নিলকে প্রশ্ন করল মাইক।

মাথা নাড়ল আইরিশ লোকটা। 'কিছুই না। ওর লোকজন পাথরের আড়ালে বসে আছে। কাউকে গুলি করা, বা অন্য কিছু করার চেষ্টা করছে না। আমাদের ওপর নজর রেখে কেবল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা

করছে। চলে যায়নি।

'আমার মনে হয় না সে এখন কিছু করবে,' মন্তব্য করল ইয়েন। 'ওই উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, কারণ উৎসব কেন্দ্রে অনেক বন্ধু জুটাবার মতলব আছে ওর।'

ক্লাইড লীমান তার ছেঁড়া ফেলটের হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিল। 'আমি ঘোড়ায় চড়ে একটু বাইরে ঘুরতে গেছিলাম আজ,' বলল সে। 'ঝোপের আড়ালে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে সিডার শহরটা দেখে এলাম। খুব কাছে ঘেঁষে দেখলাম অনেক কাজ চলছে ওখানে।

'লিভারি আস্তাবলের সামনে একটা বক্সিং রিঙ তৈরি করা হয়েছে। দড়িও লাগানো হয়েছে। অনেক রকম কথাই হচ্ছে, কিন্তু বুল বিগুলের বিরুদ্ধে কে লড়বে, সেটা নিয়েই বেশি জল্পনা-কল্পনা চলছে।'

অন্যমনস্ক মাইকের কানে কথাগুলো ঢুকছে, কিন্তু এর কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না সে। ওর মাথায় এখনও একটাই চিন্তা ঘুরছে—ভাবছে, ওই ট্রেইলটা মালভূমির কোথায় এসে উঠেছে।

'ওই ডান কুপার লোকটাও ওখানে ছিল। সে চিৎকার করে সবাইকে বলছিল, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ওকে এখানে আনা হয়েছে। কেবল একটাই মানুষকে পিটানোর জন্যে—সে হচ্ছে কিলরয়!'

'সে কি ওই নাম বলেছে?' ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করল মাইক। 'ওরা কি জানে আমি কে?'

'ও বলেছিল মরগ্যান,' জানাল ক্লাইড। 'আমার মনে হয় না ওরা জানে।'

বুল বিগুলের বিরুদ্ধে সে? লোকটার বুলেটের আকারের মাথার সাথে চেহারাটাও মাইকের মনে পড়ল। ফুলকপির মত কোঁকড়ানো কান, চেপ্টা নাক, আর প্রচুর ক্ষতচিহ্নে ভরা কঠিন চেহারা। শক্ত পেশাদার ফাইটার।

নিশ্চয় কথাটা একটা অলস গুজব। কারণ সে সিডার শহরে নেই—

এবং ওখানে যাওয়ারও কোন সম্ভাবনা তার নেই।

তৃতীয় দিন সকালেও মাইক আবার স্মোকি ডেজার্টের উদ্দেশে রওনা হলো। কিন্তু এবারে তার একটা প্ল্যান আছে। যেভাবেই হোক ক্লিফ বেয়ে সে নিচে নামবে। তারপর ওই ট্রেইলটা ব্যাকট্র্যাক করে দেখবে ওটার মুখ কোথায়।

সকাল সাতটায় দড়ি হাতে আগের দিনের ট্রেইলটার শেষ মাথায় পৌঁছল মাইক। যেভাবেই হোক, আজ তাকে নিচে পৌঁছতেই হবে।

কাছেই পাথরের ফাটল থেকে একটা গিঁটওয়ালা সিডার জন্মেছে। গোড়া পরীক্ষা করে বুঝল গাছটা পাথরের মতই শক্ত। ওটার সাথে দড়ি বেঁধে নিচে নামতে শুরু করল মাইক। কঠিন পরিশ্রমের কাজ। দড়ির শেষ মাথায় পৌঁছতে ওর পনেরো মিনিট লেগে গেল। চেয়ে দেখল তলাটা এখনও বিশফুট নিচে। দড়িটা মাপ মত হয়নি। এতদূর এসে বিফল হয়ে ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। কিন্তু সমস্যা এখন দুই রকম। লাফিয়ে নিচে পড়লে, বালুর নিচে যদি উঁচু নিচু পাথরের টুকরো থাকে তাহলে নির্ঘাত পা ভাঙবে। আর তাছাড়া ক্লিফের দেয়ালটা নিচের দিকে একেবারে মসৃণ। একবার নিচে নামলে দড়ি পর্যন্ত বেয়ে ওঠা অসম্ভব। যদি ট্রেইলটা ধরে উপরে ওঠা সম্ভব না হয় তাহলে ওকে ওখানেই মরতে হবে। বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়ার কোন আশা নেই।

ওর হাতদুটো ধরে আসছে। আর চিন্তা না করে ঝাঁপ দিল সে। একরাশ বালু উড়িয়ে নিচে পড়ল মাইক। বেঁচে গেল—পা ভাঙেনি। সম্ভবত ক্লিফের গায়ে ফোলা ভাঁজটা থাকায়, উপর থেকে খসে পড়া পাথরগুলো ওটার সাথে বাড়ি খেয়ে ছিটকে আরও দূরে গিয়ে পড়েছে। উঠে দাঁড়াল সে।

শেষ পর্যন্ত স্মোকি ডেজার্ট পৌঁছেছে মাইক!

দশ

মাইককে ঘিরে চারপাশে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন আকারের ছোট-বড় পাথর। কোন ঘাস নেই, সিডার নেই, কিছুই জন্মায়নি এখানে। এমনকি ক্যাকটাসও না।

ওর একপাশে কালো বেসল্ট পাথরের খাড়া ক্লিফ সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। অন্যপাশে মরুভূমি। কয়েকশো গজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে—কিন্তু আবার ঝাপসা হয়ে এল সব। কারণটা বোঝা কঠিন নয়। মরুভূমির মেঝেটা মেয়েদের ফেইস পাউডারের মতই মিহি ধুলোয় ভরা। বাতাসের সামান্য আলোড়নেই ধুলো উড়ে সব ঝাপসা করে তোলে। এখানে জোর বাতাসে অবস্থা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং ট্রেইল থাকলেও স্মোকি ডেজার্ট পার হওয়া যে মোটেও সহজ হবে না, এটা বুঝতে পারছে মরগ্যান। পিস্তল খাপে আটকে রাখার ফিতেদুটো খুলে ধীর পায়ে সামনে এগোল সে। নীরব স্তব্ধতা বিরাজ করছে—বাতাস বইছে না বললেই চলে।

মাইকের প্রতি পদক্ষেপে ছোটছোট ধুলোর কুণ্ডলী উড়ছে। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে উঠছে।

ট্রেইলে ওয়্যাগনের চাকার সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে। সূক্ষ্ম ধুলোর পরত পড়লেও ট্রেইল বলে চেনা যায়। ওটা মরুভূমির ভিতর ধূসর ধুলোর অস্পষ্টতায় হারিয়ে গেছে। ক্লিফের দিকে তাকিয়ে দেখল

ট্রেইলটা একটা সরু খাঁজের ভিতর দিয়ে বেশ ঢালু হয়ে উপরে উঠেছে।

ট্রেইল ধরে ক্লিফের দিকে এগোল মাইক। কয়েকবার থেমে পথ থেকে পাথর সরাল। ওই পথে ঘোড়া আর ওয়্যাগন নিচে নামানো যাবে কিনা সেটাই ওর প্রধান চিন্তা। ট্রেইল ধরে নিচে নামতে পারলে, ডেজার্ট পাড়ি দিয়ে ব্লেজারে পৌঁছানো কঠিন হলেও, অসম্ভব হবে না।

কানের পাশ দিয়ে গাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। হাতের পিছনদিক আর লোম ধুলোয় প্রায় সাদা হয়ে গেছে। একবার কপাল থেকে ঘাম মোছার জন্যে মাথা থেকে টুপিটা খুলেছিল, দেখল ওটার ওপর ধুলোর পাতলা একটা পরত পড়েছে।

সামনের দিকে তাকাল সে। রাস্তাটা একশো গজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ডানদিকের ক্লিফটা এখন সোজা না উঠে ঢালু হয়েছে। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল স্মোকি ডেজার্টের মেঝে থেকে অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে সে। রাইডিং বুট পরে ঢাল বেয়ে উঠতে ওর বেশ কষ্ট হচ্ছে। ঘামে ভিজে উঠেছে ধুলোময় শার্ট।

খাঁজটা সামনে কিছুটা সরু হয়ে এল। ক্লান্ত পায়ে ধীরে এগিয়ে চলল মাইক। একঘন্টার বেশিই হবে সে ট্রেইলের আঁকাবাঁকা পথ ধরে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ক্যানিয়নের দেয়াল ঘেঁষে উপরে উঠছে। হঠাৎ ওকে থামতে হলো।

ট্রেইলটা শেষ হয়েছে। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই মাইক বুঝল কেন শেষ হয়েছে। একটা বিশাল পাইন-গাছ কালের ক্ষয়ে শিকড় দুর্বল হওয়ায় আড়াআড়ি ভাবে ট্রেইলের ওপর পড়ে পথটা বন্ধ করেছে। ওটার আশেপাশে অনেক পাইন জন্মে একটা ঘন জঙ্গলের সৃষ্টি করেছে। কারও বোঝার সাধ্য নেই যে ওখান দিয়েই কোনকালে একটা ট্রেইল ছিল।

ঘন জঙ্গলটা পেরিয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল মরগ্যান। বাকস্কিনের পিঠে চড়ে ওকে ধীর পায়ে হাঁটিয়ে ফেরার পথ ধরল। ওর কাছে মনে

হচ্ছে যেন এত ক্লান্ত সে আর কখনও হয়নি।-পাইনের ভিতর দিয়ে ঝিরঝির কোরে হাওয়া বইছে। বাতাসটা মোটামুটি ঠাণ্ডা, আর পাইনের সতেজ গন্ধে ভরা। চলতে চলতে এখন কিছুটা চাঙ্গা বোধ করছে সে।

নীম্যান কেবিনের কাছাকাছি পৌঁছেছে মাইক। কতগুলো ঝোপের আড়াল থেকে প্যাট বেরিয়ে এল।

'কিছু ঘটেছে?' ওকে প্রশ্ন করল মাইক।

মাথা নাড়ল প্যাট। কৌতূহল নিয়ে সে ধুলো মাখা মরগ্যানকে দেখছে। 'না। কিছুই ঘটেনি। ক্লাইভ শহরের দিকে গেছিল। ওরা বেশ ধুমধামের সাথে উৎসবের আয়োজন করছে। অনেক লোকজন আসবে বলে ওরা আশা করছে। সান্তা ফে থেকেও নাকি কিছু হোমরা-চোমরা লোককে কিড আসার জন্যে দাওয়াত করেছে।'

'সান্তা ফে থেকে?' মাইকের চোখ সরু হলো। চমৎকার পলিটিক্স! সরকারি কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন করার এক ফাঁকে ওদের জানিয়ে রাখবে পাহাড়ে একদল আউটল থাকে। ওরা তার জমি জোর করে দখল করে নেয়ার চেষ্টা করছে। তারপর পাহাড়ী লোকগুলোকে হত্যা করার খবর যদি আদৌ কোনদিন ওই কর্মকর্তাদের কানে যায়, ওরা এনিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করবে না।

ওই মুহূর্তেই মরগ্যান সিদ্ধান্ত নিল সে সিডার ব্লাফের ওই অনুষ্ঠানে যাবে।

উঠানে পৌঁছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল কিলরয়। ধীর পায়ে জো ওর দিকে এগিয়ে এল; সাথে ক্লাইভ আর ও'নিল। অবাক হয়ে মাইকের ধুলোমাখা চেহারা দেখছে ওরা।

'এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার?' প্রশ্ন করল জো।

'স্মোকি ডেজার্টে নেমেছিলাম।'

'স্মোকি ডেজার্ট?' এগিয়ে এল ও'নিল। 'রাস্তা খুঁজে পেয়েছ তুমি?'

সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করল ওরা। ট্রেইলটা পরিষ্কার হয়েছে। ও'নিল কুড়াল হাতে দু'জনের কাজ একাই করেছে।

ওয়্যাগনে তিন ব্যারেল পানি নেয়া হয়েছে। ড্রাইভিঙ সীটে বসেছে ইয়েন। রওনা হয়ে গেল ওরা। কিলরয় আগে-আগে যাচ্ছে। ওয়্যাগনের পিছনে চলেছে জন আর প্যাট। গাছ, আর পাথরগুলো পেরিয়ে স্মোকি ডেজার্টে নামল ওরা।

এগারো

পথ দেখিয়ে এগোচ্ছে মাইক। প্রায়ই থামতে হচ্ছে, কারণ ওয়্যাগনের গতি খুব ধীর।

ওয়্যাগন টানছে দুটো বলিষ্ঠ খচ্চর। মরুভূমি পার হতে এইরকম শক্ত জন্তুরই দরকার। দক্ষ হাতে মিউল সামলাচ্ছে ইয়েন। হাত তুলে ওকে থামতে বলল মাইক। কাপড়গুলো ভিজিয়ে ঘোড়া আর খচ্চর দুটোর নাকের সামনে ঝুলিয়ে দিল। ওরা নিজেরাও নাক আর মুখ রুমাল বেঁধে ঢেকে নিল। তারপর আবার রওনা হলো ওরা।

এখান থেকে পুরোটাই আন্দাজের ওপর এগোতে হবে। একটা কম্পাস সাথে নিয়েছে মাইক। মরুভূমির ভিতর ট্রেইলটা কতক্ষণ দেখা যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

বাকস্কিন ঘোড়ার পিঠে এগোচ্ছে মরগ্যান। ধুলোর ভিতর ধীর পায়ে হাঁটছে ঘোড়া। বাতাসে জোর নেই—কিন্তু একটানা বয়ে চলেছে মৃদু বাতাস। ধুলোয় বাতাস কিছুটা ভারি। বেশির ভাগই ক্ষার।

রওনা হওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যেই পিছনের ক্লিফ অদৃশ্য হলো। ধুলোর পর্দা ভেদ করে ওটা আর দেখা যাচ্ছে না। ঘোড়ার খুর আর ওয়্যাগন থেকে সূক্ষ্ম ধুলো উড়ছে।

এক ঘণ্টা পথ চলার পর থেমে, ভেজা কাপড় দিয়ে বাকস্কিনের নাক আর কান মুছে দিল মরগ্যান। ওর পাশে থেমে জনও তাই করল। ওয়্যাগনটা এগিয়ে এল খচ্চর দুটোকেও ওরা মুছিয়ে দিল।

বাতাসে ভর করা ধুলো ওদের চারপাশে একটা ভারি পর্দার সৃষ্টি করেছে। প্যাট কাছে এগিয়ে এল। 'জোরে বাতাস উঠলে কি হবে?' প্রশ্ন করল সে।

ইয়েনের মুখটা গম্ভীর। 'আমিও একই কথা ভাবছিলাম,' বলল সে। বাতাস উঠলে আমরা ডুবব।'

খচ্চরগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে থামল ওরা। যদিও মাল টানা হচ্ছে না, তবু ওয়্যাগনটা ভারি। ধুলো আর বালি কোনকোন জায়গায় দু'ফুট গভীর—তবে চাকাগুলো সাধারণত ছয় ইঞ্চির বেশি দাবছে না। বাতাসটা ভেপসা গরম। ধুলোর জন্যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ঘোড়ায় চেপে কিলরয় আবার এগোল। মরুভূমির মেঝেটা এখন আর সমতল নেই। আর ওটা এখন ঢালু হয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। চলার গতি আরও ধীর হয়েছে। একঘণ্টা চলার পর আবার থামল ওরা। কিন্তু এবার আর কেউ কথা বলল না। সবাই তাপের চাপে অস্থির বোধ করছে। মরগ্যান মিউল দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখল, ওদের শ্বাস ভারি হয়েছে।

'আমাদের এর পর আরও ঘনঘন থামতে হবে,' ইয়েনকে বলল মাইক। যুবক মাথা ঝাঁকাল।

বিশ্রামের পর ওরা আবার এগোল। প্রায় একঘণ্টা পথ চলার পর মাইকের ঘোড়াটা হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। স্পার দিকে অল্প গুঁতো দেয়ার পরেও বাকস্কিনটা নড়ল না।

জন ওর পাশে এসে থেমে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। 'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল সে।

'জানি না,' জবাব দিল মরগ্যান। 'কিছু গোলমাল আছে। ঘোড়াটা কিছুতেই সামনে বাড়ছে না।' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। হঠাৎ পায়ের তলার বালু যেন জেলিতে পরিণত হলো। লাফিয়ে পিছিয়ে আসতে গিয়ে পিছনে পড়ে গেল মাইক।

ওকে উঠতে সাহায্য করল জন। 'চোরাবালি,' বলল সে। নিশ্চয় 'নিচে দিয়ে কোন ঝর্না গেছে।'

ওয়্যাগনটা এসে থেমে দাঁড়াল। 'তোমরা এখানেই থাকো,' বলল মাইক। 'আমি বাম দিকে এগিয়ে দেখে আসছি।'

'আমি ডান দিকে যাই,' প্রস্তাব দিল জন। 'হয়তো ঘুরে চোরাবালি এড়িয়ে সামনে এগোবার একটা রাস্তা পাওয়া যাবে।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওকে বামে স্বেচ্ছায় এগোতে দিল মরগ্যান। কিছুদূর এগিয়ে আবার ডান দিকে এগোবার জন্যে উস্কাল। বালু এখনও আগের মতই নরম। পিছিয়ে এসে বামে এগোল। আধঘণ্টা চলার পরও কোন পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। বরং চোরাবালিটা বাঁক নিয়ে ওর দিকেই কিছুটা এগিয়ে এল। ঘোড়ার তীক্ষ্ণ বোধশক্তিই চোরাবালি থেকে মাইককে দূরে রাখল। ফিরে চলল সে।

'ওদিকে রাস্তা আছে?' জনকে ওয়্যাগনের পাশে অপেক্ষা করতে দেখে প্রশ্ন করল মাইক।

'হ্যাঁ, পেয়েছি। এটা ওদিকে দু'মাইল গিয়ে শেষ হয়েছে। উঁচু পাথুরে জমি রয়েছে ওখানে।'

ওয়্যাগনের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবারও রওনা হলো ওরা। ঘুরে যেতে হচ্ছে বলে ওদের এক থেকে দু'ঘণ্টা সময় মিছে নষ্ট হবে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কষ্ট সহ্য করে ওরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এগিয়ে চলল। মিউল দুটো পরিশ্রমে এখন একটু টলতে শুরু করেছে।

ঘামে ভেজা শার্টের ওপর ধুলোর পরত অনেকটা সিমেন্টের মত দেখাচ্ছে। ঘনঘন পানি খাওয়া আর কাপড় ভিজিয়ে ঘোড়ার নাক মুছে দেয়ার জন্যে ওদের থামতে হচ্ছে।

মাঝেমাঝে একরের পর একর জুড়ে কালো পাথরের সারি পথ আটকে রাখায় বাধ্য হয়ে ওদের ঘুরে এগোতে হচ্ছে।

সবাইকে মাঝেমধ্যে নেমে হেঁটে এগোতে হয়েছে। কয়েকবার ওয়াগন ঠেলতেও হয়েছে। দম আটকে আসা ধুলো, ভেপসা গরম, আর ঘামে চিটচিটে ধুলোয় এখন আর স্পেন্সারের কথা ওদের মনে পড়ছে না, খাবার বা পরিবারের কথাও না—সবাই ভাবছে কখন এই নরক ছেড়ে বের হওয়া যাবে।

কম্পাস সম্পর্কে এখন আর নিশ্চিত হতে পারছে না মরগান। মাটির তলায় লোহা থাকলে কম্পাস ভুল দিক নির্দেশ করতে পারে। একটাই আশা, মেঝেটা এখন ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠছে। মিউলগুলো এখন রীতিমত টলছে। কয়েক পা এগিয়েই বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামছে।

হঠাৎ ওদের সামনে বিশাল কালো ক্লিফ জেগে উঠল। খাড়া উঠে গেছে ক্লিফ। তবে ক্লিফের তলায় এখানে ধুলো কিছুটা কম, আর পাতলা।

কিলরয় ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাকি সবার এসে পৌঁছবার অপেক্ষায় দাঁড়াল। ওরা এলে সে বলল, 'স্মোকি ডেজার্ট পেরিয়ে এসেছি আমরা। এবার উপরে ওঠার একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে।'

ক্লিফের তলায় বসে আধঘণ্টা বিশ্রাম নিল ওরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাইকের অস্থিরতা তার ক্লান্তিকে জয় করল। ওর ভিতরের উদ্দাম, সামনে যত ঝামেলা আর বিপদই থাকুক না কেন, ওকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উঠে হাঁটতে শুরু করল মাইক।

একশো গজও হেঁটে এগোয়নি, একটা রাস্তা পেয়ে গেল সে। ট্রেইলটা একটু পাথুরে দেখালেও, ওটা উপরে ওঠার পথ। পাহাড়ের

ওপাশে অল্প কিছুটা দূরেই ব্লেজার।

ক্লিফের মাথায় উঠতে সন্ধ্যা হয়ে এল। পাইন গাছের তলায়, কয়েকটা পাথরের ফাঁকে একটা গর্ত খুঁড়ে, কেবল শুকনো কাঠ ব্যবহার করে একটা আগুন জ্বালাল ওরা। এতে আগুনের শিখা দেখা যাবে না, আর ধোঁয়াও হবে না।

কড়া এক কাপ কালো কফি খেলো মাইক। টের পাচ্ছে ওর পেশীগুলো ঢিলে হয়ে এল, চোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে আসছে। টলতে টলতে উঠে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল সে। নেশাখোরের মতই গভীর ঘুম হলো ওর। প্যাটের ধাক্কায় শেষ রাতে ঘুম ভাঙল। এখন মাইকের পাহারা দেয়ার পালা।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ল সে। ব্যারেল থেকে পানি নিয়ে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ভাল করে ধুয়ে, চাঙা হয়ে একটা কালো পাথরের ওপর গিয়ে বসল।

অন্ধকারে বসে অনেক রকম চিন্তাই মাথায় আসে। ওখানে বসে চোখদুটো এপাশ-ওপাশে ঘুরছে বটে, তবু মাথায় কেবল সিভার ব্লাফের কথাই বারবার ঘুরেফিরে আসছে।

ওরা চাচ্ছে বুল বিগুলের বিরুদ্ধে সে লড়ুক। হ্যাঁ, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে লড়বে। সান্তা ফে-র কর্মকর্তাদের সামনে পৌঁছবার তার ওই একটাই সুযোগ। সব শ্রেণীর মানুষই ফাইটারকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সান্তা ফে থেকে যারা আসছে, তাদের একজন যদি ডিক হ্যালোর‍্যান হয়, তবে সেও এর ব্যতিক্রম হবে না। লড়াইয়ে আণ্ডারডগ (underdog) হিসেবেই যাচ্ছে। সে মার খাক, এটাই চাইছে বিগু। কিন্তু লোকটার অগাধ শক্তিশালী হওয়ায় তার বুদ্ধির ধার নষ্ট হয়েছে।

হ্যালোর‍্যান বা সান্তা ফে থেকে যারাই আসুক, ওরা বিগুলে সম্পর্কে জানবে। লোকটা পশ্চিমের অনেক জায়গায় লড়েছে, এবং জিতেছে।

যেকেউ ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আণ্ডারডগ হয়েই দাঁড়াবে। আর আণ্ডারডগের প্রতি জনতার সবসময়েই সহানুভূতি থাকে। ক্লিনরা বুঝতে পারছে তার মার খাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু, কয়েক রাউণ্ড টিকে থেকে সে লোকজনের মনে একটা অনুকূল ছাপ ফেলতে পারবে বলেই ওর বিশ্বাস। রাউণ্ডের ফাঁকে সে কথা বলার সুযোগ পাবে।

ঠাণ্ডা মাথায় নিজের ক্ষমতাকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে দেখছে মাইক। সব ফাইটারের মত সেও ভাবে সে ভাল। বহবার সীমান্তের শহরে সে খালি হাতে লড়েছে। ছেলেবেলাতেও স্কুলে মারপিট করেছে। পুবে যখন ছিল, বিখ্যাত জেম মেইসের কাছ থেকে সে বক্সিঙের বিভিন্ন কলাকৌশল শিখেছে। লোকটা পেশাদার ইংলিশ মুষ্টিযোদ্ধা—সম্ভবত খালি হাতে লড়াইয়ে ওর থেকে চতুর আর কেউ নেই। লোকটা বুদ্ধি খরচ করে লড়ে।

কিন্তু স্পেন্সার জানে না মরগ্যানের লড়ার অভিজ্ঞতা আছে। বিউলেও জানবে না। তাছাড়া অনেক বছর মরগ্যান খোলা আকাশের নিচে জীবন কাটিয়েছে। ওই রকম জীবন কাটাতে মানুষের অত্যন্ত উঁচু মানের শারীরিক যোগ্যতা, আর প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। সেগুলো তার আছে। সবথেকে বড় কথা, সে বুলকে লড়তে দেখেছে, ওর দুর্বলতাগুলো সে জানে, কিন্তু বুলের কাছে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিজের প্রতি বুলের বেশি রকম আস্থা থাকবে।

কিন্তু তবু মরগ্যান জিতবে, এতটা আশা সে করছে না। কয়েক রাউণ্ড ভাল লড়ে কর্মকর্তাদের সহানুভূতি আর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে। ওদের সাথে কথা বলতে পারবে।

পাহাড়ে ফিরে সে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবে। লবণ পানিতে হাত ডুবিয়ে রাখবে, আর ফাইটের সময়ে পাতলা রাইডিঙ গ্লাভস্ পরবে। কিছু তরুণ ফাইটার এখন আঁটসাঁট গ্লাভস্ পরতে শুরু করেছে। ওগুলোর চামড়া কাটার ক্ষমতা সম্পর্কে মেইস তাকে আগেই বলেছে।

সকাল হলো। জলদি নাস্তা সেরে নিল ওরা। বিশ্রামের পর ওরা এখন ভাল বোধ করছে। মরগ্যান তার পিস্তল দুটো আর রাইফেলটা যত্নের সাথে পরিষ্কার করে নিল। বাকি সবাইও তাই করল।

'জন,' পিস্তল খাপে ভরতে ভরতে বলল মাইক। 'তুমি তো ব্লেজার চেনো। কেমন বুঝছ?'

কাঁধ উঁচাল জো। 'আমার বিশ্বাস এদিক থেকে আমাদের কেউ আশা করবে না। উলটো দিক থেকে শহরে ঢুকব আমরা। আমরা কে, তা ওরা বুঝে ওঠার আগেই শহরে ঢুকে পড়তে পারব।'

'ভাল!' ইয়েনের দিকে ফিরল মাইক। 'তোমার মত ওয়াগন সামলাতে আর কেউ পারবে না। তুমি ওয়াগনের সাথেই থাকবে, আর পিস্তল হাতের কাছে রাখবে।

'প্যাট, তুমি দোকানির সাথে খাবার ওয়াগনে তুলবে। জন তোমাকে কাভার দেবে।'

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল ইয়েন।

'আমি একটু ঘুরেফিরে দেখতে চাই অন্য ওয়াগনটার কোন হদিস মেলে কিনা। আমি জানতে চাই টিম আর বাকি সবার কি হলো। হয়তো ওরা ভালই আছে, কিন্তু আমি খবরটা জানতে চাই।'

রওনা হলো ওরা। উলটো দিক থেকে শহরে ঢুকল। দুই সারি জীর্ণ সেলুন, কয়েকটা নাচের ঘর আর স্টোর নিয়েই ব্লেজার শহর। মাঝের রাস্তাটা পুরু ধুলোয় ভরা। অন্যান্য শহরের মতই কিছু অবাঞ্ছিত লোক চৌরাস্তার কাছে টেম্পল অব চান্স সেলুনের সামনে বেঞ্চে বসে আছে। পাশেই ওয়াগন হুইল সেলুন।

এখন সকাল। হিচিঙ রেইলে বাঁধা ঘোড়ার সংখ্যা তাই কম। একটা গাঢ় লালচে রঙের ঘোড়া সুন্দর কারুকাজ করা জিন পিঠে ক্রসরোড্স্ সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো কাউ পোনি ওয়াগন হুইলের সামনে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বারো

...াঙ্গ কিলরয় পারকিন্সের জেনারেল স্টোর পার হয়ে ওয়াগন হুইলের ...ামনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ইয়েন স্টোরের সামনে ওয়াগন ...রবে পাইপে তামাক ভরতে শুরু করল। রাইফেলটা ওর পাশেই নীচের ...াথে হেলান দিয়ে রাখা আছে।

প্যাট নীম্যান স্টোরে ঢুকল। জন স্টোরের কোনায় পিঠ রেখে ...একটা সিগারেট ধরাল। ওর রাইফেলটা ওয়াগনে, কিন্তু কোমরে ঝুলছে ...একটা বিশাল ওয়াকার কোল্ট।

একজন আরোহী ট্রেইল ধরে এগিয়ে ওয়াগন হুইলের সামনে নেমে ভিতরে ঢুকল। জন সোজা হয়ে দাঁড়াল। লোকটার দিকে চেয়ে ওর চোখ দুটো সরু হলো। লোকটা বিশাল, এবং ওর চুল আর দাড়ি দুটোই লালচে। কিলরয় লোকটাকে দেখল, তারপর জনের দিকে তাকিয়ে কাছে যাওয়ার সঙ্কেত পেয়ে অলস গতিতে ওর দিকে এগোল।

'ওই লোকটার কোমরে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা পিস্তল ঝুলছে, হাতলটার ডানপাশ একটু ভাঙা,' বলল নীম্যান। ওর সরু চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠেছে, চোখে বিদ্বেষ।

'চল্টা ওঠা, হাতির দাঁতের হাতল?' ভুরু কুঁচকাল মাইক। তারপর হঠাৎ ওর চেহারা মলিন হলো। 'ডেভ উইলসনের অমন একটা পিস্তল ছিল।'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস লোকটাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা আমার

দরকার হয়ে পড়েছে,' বলল জন।

'দাঁড়াও।' ওকে বাধা দিল মরগ্যান। 'আমি ভেতরে যাচ্ছি। তুমি চোখ খোলা রাখো। খবর আমাদের প্রথমে প্রয়োজন। আমি দেখছি কি খবর।'

ঘুরে ওয়াগন হুইলের দিকে এগিয়ে ভিতরে ঢুকল মাইক। দু'জন কাউবয় বারটেন্ডার আর কালো কোট পরা বিরাট মোটা লোকের সাথে একটা টেবিলে বসে আছে। মোটা লোকটাই বার্ট টার্নার, সন্দেহ নেই।

লাল দাড়িওয়ালা লোকটা বারে দাঁড়িয়ে আছে। 'জলদি করো, শর্টি,' বিরক্ত সুরে বারটেন্ডারকে তাড়া দিল লোকটা। 'একটা ড্রিঙ্ক দাও। গলা শুকিয়ে আছে আমার।'

'মেজাজ দেখিও না, গ্যাডিস,' ধমকে উঠল শর্টি। লোকটা খাটো হলেও ভারি বলিষ্ঠ গড়ন। 'এক মিনিট দাঁড়াও, আমি আসছি।'

কিলরয় বারে হেলান দিয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিল। পরিস্থিতি ভাল দেখাচ্ছে না। বার্ট আর গ্যাডিসকে চেনা গেল। কাউবয় দু'জন হয়তো সাধারণ কাউবয়ই—কিন্তু চেহারায় তা মনে হচ্ছে না। ওদের একজন হয়তো র‍্যাটক্লিফ, কিন্তু তবু টেড জেঙকিন্স বাকি রইল। কিন্তু লোকটা এখানে নেই—ওকে সে চেনে।

বোঝা যাচ্ছে কিছু ঘটলে মোটা বার্ট টার্নারের পক্ষ নেবে শর্টি। আর লাল চুলের লোকটার খাপে যেটা রয়েছে, সেটা যদি উইলসনের পিস্তল হয়, তবে বুঝতে হবে ওই ওয়াগনটা থামানো হয়েছে। হয়তো সবাইকে মেরেও ফেলা হয়েছে।

খাঁটি আর সৎ লোকগুলোর কথা ভেবে কিলরয়ের ভিতরে রাগ জমাট বেঁধে উঠছে। ওরা কাজ করে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুই কেবল চেয়েছিল। এদের মত লোকের হাতে ওরা মারা পড়ল। ক্ষমা করা যায় না। হঠাৎ সচেতন হলো কিলরয়। টার্নার ওকে লক্ষ করছে।

শটি উঠে বারের পিছনে হাজির হলো। 'কি চাই তোমার?' প্রশ্ন
ল সে। ওর চোখ গ্যাডিসের থেকে কিলরয়ের দিকে ফিরল।

'রাই,' বলল গ্যাডিস। তারপর ঘুরে ঠাণ্ডা চোখে ল্যাসকে দেখল।
ত ধুলোমাখা জামা, আর উরুর সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা পিস্তল দেখে
র চোখ দুটো তীক্ষ্ণ আর সতর্ক হলো। কিলরয়ের চেহারা দেখে
াকটা ওকে চেনার চেষ্টা করছে। কিন্তু ল্যান্স জানে লোকটা তাকে
গে কখনও দেখেনি।

'আমাকেও রাই দাও,' বলল কিলরয়। তারপর টার্নারের দিকে ফিরে
 করল, 'তুমি ড্রিঙ্ক করছ?'

'হয়তো,' বলে উঠে দাঁড়াল টার্নার। ওই বিশাল দেহটা নিয়ে আশ্চর্য
কম অনায়াসে উঠল। সতর্ক হলো কিলরয়। লোকটা মোটা হলেও
ত্যন্ত ক্ষিপ্র। 'হয়তো খাব। কিন্তু তার আগে কার সাথে ড্রিঙ্ক করছি
টা জানতে আমি পছন্দ করি।'

'আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে এমন কোন বাছ-বিচার নেই,'
লকা সুরে বলল কিলরয়। 'একটা ড্রিঙ্ক নিছক একটা ড্রিঙ্কই।'

'হয়তো তাই ঠিক,' অমায়িক ভাবে মাথা ঝাঁকাল বার্ট। 'এখানে
মি নতুন বলেই মনে হচ্ছে। তবে, যারা তোমারই মত করে পিস্তল
ঝালায়, তারা সবাই বার্ট টার্নারকে জানে।'

'নামটা আমি শুনেছি।' অলস চোখে টেবিলটার দিকে তাকাল
াইক। ওদের একজন সোজা হয়ে বসে একটা সিগারেট রোল করছে,
অন্যজন আনমনে তাস ফেঁটছে। দু'জনেই দ্রুত ড্র করতে পারবে।
গ্যাডিস ঘুরে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি একটা পরিবেশ। উত্তেজনা কমিয়ে একটু
শিথিল করে নিতে হবে পরিস্থিতি।

'শুনলাম এদিকে একটা কাজ পাওয়া যেতে পারে,' ধীর স্বরে বলল

কিলরয়। 'নিরিবিলি জায়গায় একটা কাজ পেলে আমার খুব সুবিধা হয়।'

'তার মানে, আইনের হাত থেকে পালাচ্ছ তুমি?' হাসিতে টার্নারের পুরো দেহ কাঁপছে। কিলরয় লক্ষ করল ওর চোখে কোন হাসি নেই।

'হ্যাঁ। সবকিছু থেকেই দূরে সরে থাকতে চাই।'

'আমাদের এখানে আইন আছে। কিন্তু স্পেগার এই এলাকা চালায়।'

'ওর কথা আমি শুনেছি।'

'অনেক শোনো তুমি,' ব্যঙ্গ করল গ্যাডিস। ওর চোখ দুটো বিশ্রি হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ।' মাথাটা একটু ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ সবুজ চোখে হ্যাটের তলা দিয়ে লাল চুলের লোকটার দিকে তাকাল কিলরয়। 'হ্যাঁ, বেশি শোনাটা আমার অভ্যাস।'

'তুমি খুব বেশি শোনো!' খেঁকিয়ে উঠল গ্যাডিস।

'তুমি আমাকে দেখাতে চাও, কত বেশি?' ঠাণ্ডা স্বরে বলল মাইক। কথাটা ঠাণ্ডা স্বরে বললেও সে জানে এই মুহূর্তে এখানে কোন গোলাগুলি হবে না। সে ভাবছে, টার্নার কি জানে, জন সীম্যান বাইরের জানালার পাশে অপেক্ষা করছে?

বার থেকে একটু সরে দাঁড়াল গ্যাডিস। ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। 'হ্যাঁ, আমার মনে হয়—!'

'থামো!' ধমকে উঠল টার্নার। ওর স্বরে প্রচণ্ড রাগ প্রকাশ পেল। 'ঝামেলায় জড়ানোর আগ্রহ তোমার খুব বেশি। একদিন এটাই তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে।'

গ্যাডিসের উত্তেজনায় আড়ষ্ট পেশীগুলো ধীরে ঢিলে হলো, কিন্তু ওর চোখ দুটোর ভাব এখনও কুৎসিত। লোকটাকে লক্ষ করে মরগ্যানের ধারণা হলো সে যেন এতে কিছুটা আশস্তই হয়েছে। গ্যাডিস একজন ভাড়াটে খুনী, কিন্তু দক্ষ পিস্তলবাজ সে নয়। লুকিয়ে থেকে অ্যামবুশ

করে মানুষ হত্যা করাটাই ওর লাইনের কাজ।

'তোমার বন্ধু দেখছি মানুষকে খোঁচাতে খুব পছন্দ করে,' শান্ত স্বরে বলল কিলরয়। 'নিশ্চয় খুনের নেশা চেপেছে ওর।'

'ওর কথা ছাড়ো,' হেসে বলল টার্নার। 'খারাপ নয় সে। তবে লড়তে পছন্দ করে, এটাই ওর দোষ।'

গ্যাডিসের দিকে তাকাল কিলরয়। 'মনে হচ্ছে তুমি আমার পরিচিত কেউ হবে,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'চেহারাটা পরিচিত মনে হচ্ছে না বটে, কিন্তু তোমাকে আমি চিনি। তবে এটাও ঠিক যে আমি কারও চেহারা মনে রাখি না। মানুষ চেনার আমার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। আমি মানুষের আসল জিনিসটাই কেবল দেখি।'

'সেটা কি?' প্রশ্ন করল টার্নার। কিলরয়কে কৌতূহলী চোখে লক্ষ করছে সে।

'মানুষের গানটাই আমি প্রথমে লক্ষ করি—মনেও রাখি। প্রত্যেকটা অস্ত্রেরই একটা স্বতন্ত্র চেহারা আছে, এবং কে কিভাবে পিস্তল ঝোলায়, তাতেও কিছুটা বিশেষত্ব থাকে। ওটার কথাই ধরো, হাতির দাঁতের বাঁটের ডানদিকে কিছুটা চল্টা ওঠা। একটা মানুষ কি ওই পিস্তলটাকে চিনতে ভুল করবে? নাকি ভুলতে পারবে?'

আড়ষ্ট হলো গ্যাডিস। মুখটা ফেকাসে হয়ে গেল। জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চাটল সে। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই টার্নার সরাসরি মরগ্যানের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'তুমি কোথায় দেখেছ ওই পিস্তল?'

'সান্তা ফে-তে,' বলল মাইক। ওর মনে পড়েছে ডেভ উইলসন বলেছিল সে একসময়ে সান্তা ফে-তে থাকত। 'শুনেছিলাম যার কোমরে ওটা ঝুলছিল সেই লোকটা পশ্চিমে জমি কিনেছে; পশ্চিমেই চাষবাস করবে। লোকটার নাম ছিল ডেভ উইলসন।'

'তুমি বেশি কথা বলো!' দাঁত খিঁচিয়ে বলল গ্যাডিস। ছাইয়ের মত

সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। ঠোঁট দুটো সরু হয়েছে।

'জায়গাটা সান্তা ফে-ই ছিল।' টার্নারকে একটু ভাবিয়ে তোলার জন্যে কিছু মনগড়া কথাও যোগ করল মরগ্যান। 'উইলসন সান্তা ফে-তে থেমেছিল কোর্টে কিছু মানুষের সাথে দেখা করার জন্যে। হ্যালোর‍্যান আর ওয়ালেসের সাথে কথা বলাও ওর উদ্দেশ্য ছিল। মনে হয় ওই লোকগুলো তার পুরানো বন্ধু।'

টার্নারের চেহারা কঠিন হলো। গ্যাডিসের দিকে তাকাল সে। লোকটা ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল।

'তুমি অনেক কথাই বলছ, স্ট্রেঞ্জার,' মসৃণ স্বরে বলল টার্নার। 'তুমি বলছ ওই লোকটা হ্যালোর‍্যান আর ওয়ালেসের বন্ধু?'

'হ্যাঁ।' ইঙ্গিতে পটিকে ওর গ্লাসটা আবার ভরে দিতে বলল মাইক। 'মনে হয় পুবের থেকেই ওদের জানাশোনা—কে যেন কার বোনকে বিয়ে করেছে, বা ওইরকম কিছু। আমি একটা সেলুনে হ্যালোর‍্যানকে আলাপ করতে শুনেছি। সে বলছিল উইলসনের সাথে দেখা করতে এদিকে আসবে।'

কিলরয় আড়চোখে গ্যাডিসের দিকে তাকাল। 'তুমি নিশ্চয় ওকে দেখে খুব খুশি হবে, উইলসন। এত বড় অফিসারকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।'

ভীষণ ভয় পেয়েছে গ্যাডিস। টার্নার তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে। তবু ওর চোখে একটা অনিশ্চয়তার ভাবও রয়েছে। ওই অনিশ্চয়তা যখন কেটে যাবে, তখনই ঘটবে বিপদ।

'মজার ব্যাপার,' নরম সুরে বলল কিলরয়, 'উইলসনের চুল লাল ছিল বলে আমার মনে পড়ছে না। আমার মনে হয়েছিল ওর চুল কালো। হ্যাঁ, কালোই ছিল ওর চুল।'

'ওটা ছিল সোনা—!' শুরু করল গ্যাডিস।

'সোনালি। ঠিক, ওটা সোনালিই ছিল বটে। কিন্তু তুমি, স্ট্রেঞ্জার,

তোমার কাছে ওর পিস্তল। ওটা তোমার কাছে কিভাবে এল?'

হঠাৎ কিলরয়ের পিছনে একটা দরজা খুলল। ওর ঘাড়ের পিছনে পেশীগুলো একটু আড়ষ্ট হলো। কিন্তু পিছনে তাকাল না। এতক্ষণ টোপ দিয়ে ওদের থেকে খবর বের করার চেষ্টায় ছিল সে। এখন, হঠাৎ, তার পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

মনস্থির করে ফেলেছে টার্নার। অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। নিচু স্বরে কথা বলল সে। ওর স্বরে কৌতুক। 'হাওডি, টড! এসো, আমাদের বন্ধুর সাথে পরিচিত হও। ও বলছে গ্যাডিসের কোমরের পিস্তলটা নাকি উইলসনের!'

টড জেঙকিনস কিলরয়ের পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। একপা পিছিয়ে গেল টড। 'তুমি!' বলে উঠল সে। 'তুমি!'

'হ্যাঁ, তাই,' কিলরয় বলল, 'এটা আমিই, জেঙকিনস। পেকোস থেকে অনেক দূরে, তাই না? ব্রেজোস থেকে আরও দূরে। তোমাকে একটা কথা আমি জানিয়ে রাখছি— এখানে, এই মুহূর্তে কাউকে হত্যা করতে চাই না। কিন্তু আমি শ্যুটিঙ শুরু করলে প্রথমে তোমরা দু'জন মরবে।

'তুমি আর বার্ট টার্নার। ওকে চেষ্টা করলেও মিস করতে পারব না আমি। পরের গুলিতে যাবে গ্যাডিস, কারণ ডেভ উইলসনকে সে হত্যা করেছে। কিন্তু সেটা পরে আসবে। বর্তমানে আমি যাচ্ছি, এবং তোমার বন্ধুদের তুমি এখনই জানিয়ে দাও কেউ পিস্তল ড্র করার চেষ্টা করলে কি ঘটবে।'

পিছিয়ে দরজার দিকে এগোল মরগ্যান। প্রত্যেকের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। টার্নারের চোখ দুটো সরু হয়েছে। জেঙকিনসকে এতটা আতঙ্কিত হতে দেখে বিশাল লোকটার মনেও সন্দেহ জেগেছে। গ্যাডিস কামরার মাঝখানে সরে গেল। চোখ সতর্ক।

ওকে নড়তে দেখে আড়ষ্ট হলো টড। 'না, রেড! ও কিলরয়!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

পাথরের মত জমে গেল রেড গ্যাডিস। বিস্ময় আর ভয়ে সে হতভম্ব হয়ে গেছে। সামনের জানালার কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল। ভাঙা ফাঁক দিয়ে একটা কেন্টাকি রাইফেল দেখা দিল। দরজার কাছে পৌঁছে গেছে মাইক।

'তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও, তাহলে কিছুক্ষণ এখানেই থাকবে। বেরোবার চেষ্টা করলে মরবে।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে সে পুরো রাস্তাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ওয়্যাগনের সীটে বসে আছে ইয়েন। রাইফেলটা হাঁটুর ওপর। রাস্তার ওপাশে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্যাট লীম্যান। পাশেই ওর ঘোড়া। হাসল মরগ্যান। এই লোকগুলো সত্যিই ফাইটার।

'ওয়্যাগন ছাড়ো, ইয়েন,' নির্দেশ দিল মাইক। 'সিডার ট্রেইল ধরে এগোও।'

রাস্তায় নেমে ঘোড়ার পিঠে উঠল কিলরয়। ওয়্যাগনটা রওনা হয়ে গেছে। খাপ থেকে রাইফেলটা বের করে নিয়ে দ্রুত এগোল সে। পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ হলো। ঘুরে তাকাল মাইক। দেখল, প্যাট ঘোড়ায় চড়েছে, কিন্তু জন রাইফেল তাক করে গুলি করল। একটা লোক ওয়্যাগন হুইলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ধুলোর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই এক ঝাঁক গুলির আওয়াজ শোনা গেল। ওয়্যাগন হুইলের লোকগুলো পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গুলি ছুঁড়ছে।

শহরের শেষ বাড়িটার পিছনে ঘোড়া থামিয়ে নিচে নামল কিলরয়। তারপর বাড়ির আড়াল থেকে সফল ভাবে অনবরত গুলি চালিয়ে লীম্যান দু'জনকে কাভার দিল। ওরাও ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ির আড়ালে মাইকের পাশে পৌঁছে গেল।

জন হাসল, কিন্তু ওর চোখ দুটো কঠিন। 'ওটা ছিল রেড গ্যাডিস,

ঠাণ্ডা স্বরে সে বলল। 'আর কখনও মরা মানুষের গান্ ছোঁবে না ও।'

'ওয়াগনটাকে কিছুটা এগিয়ে যেতে দাও,' বলল কিলরয়। 'আমরা তিনজন এখানে কিছু শকুনের খাবার ফেলে রেখে যাব। খাবার নিতে আমাদের আবার এই শহরে আসতে হবে, তাই ওদের সাথে বোঝাপড়া এখনই শেষ কোরে যাওয়া ভাল।'

প্রত্যেকবার ওয়াগন হুইলের পাশে কেউ নড়লেই ওরা গুলি ছুঁড়ছে। ওরা যতক্ষণ ওখানে আছে, কেউ রাস্তায় নামার সাহস পেল না। কিংবা পিছন দিয়ে ঘুরে এদিকে আসার চেষ্টাও করেনি।

দুই ভাইকে ওখানে ছেড়ে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ছুটে ওয়াগন হুইল সেলুনের দিকে এগোল কিলরয়। ওই লোকগুলো খুনী। সে জানে না অন্য ওয়াগনটার কি হয়েছে। কিন্তু খবরটা সে জানবে। এই কারণেই ইয়েনকে ব্রেজাৰ ট্রেইল ধরতে বলেছে। হয়তো ওরা সবাই মরেনি। অন্তত যারা মরেছে তাদের কবর দিতে পারবে।

তেরো

সেলুনের পিছন দিককার দরজাটা খোলা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পরের বাড়িটার পিছনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নজর রাখল মাইক। র‍্যাটক্লিফ বা টডকে ওর দরকার। টার্নারকে পেলে ওর কোন লাভ হবে না। লোকটা নিজের থেকে না বললে ওর থেকে কোন কথা বের করা অসম্ভব।

সেলুনের পিছনে কতগুলো পুরানো তক্তা পড়ে আছে। রোদে

পোড়া খটখটে শুকনো। হঠাৎ কি ভেবে আড়াল থেকে বেরিয়ে কাঠগুলো একত্রে জড়ো করল। তারপর কিছু শুকনো ঘাস আর পুরানো একটা ন্যাকড়া ব্যবহার করে ওতে আগুন ধরাল।

ওটা সেলুন থেকে একটু দূরে হলেও বাতাসে ধোঁয়া পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবে। মাইক আশা করছে ওরা ভাববে ওদের বাইরে বের করার জন্যে সেলুনে আগুন ধরানো হয়েছে।

আগুনটা একটু ভাল মতে ধরে উঠলে, সে তাড়াতাড়ি সরে এল।

ধোঁয়া ভিতরে ঢুকতেই একটা বিস্ময়সূচক শব্দ শোনা গেল সেলুন থেকে। এক সেকেণ্ড পরেই একটা লোক দরজার কাছে এসে মাথা বের করল। আগুনটা এক নজর দেখে অবাক হলো সে। আড়ালে অপেক্ষায় রইল মরগ্যান।

তারপর লোকটা বেরিয়ে লাথি দিয়ে তক্তাগুলো আলাদা করল।

'একটুও নড়বে না,' নিচু স্বরে আদেশ দিল কিলরয়।

লোকটা র‍্যাটক্লিফ। আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। 'কি হয়েছে, কিলরয়? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি?'

'এদিকে এসো। খুব সাবধানে, চালাকি করার চেষ্টা কোরো না।'

র‍্যাটক্লিফের চেহারা খারাপ। চোখ দুটো চতুর। এগোতে শুরু করল সে, কিন্তু এক ফাঁকে ঝট করে এক নজর খোলা দরজার দিকে চেয়ে দেখল। হাত দুটো দু'পাশে ফাঁক করে পিস্তল থেকে দূরে রেখেছে। নিজের থেকে ছয় ফুট দূরে থাকতেই ওকে থামাল কিলরয়।

'ঠিক আছে, এবার কথা শুরু করো। আমি জানতে চাই অন্য ওয়াগনটার কি হয়েছে।'

র‍্যাটক্লিফের চেহারায় অবজ্ঞা প্রকাশ পেল। 'তুমি ভেবেছ আমি বলব? ভুল। গুলি করার সাহস তুমি পাবে না, কারণ শব্দ হলেই ওরা মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে।'

দ্রুত আগে বেড়ে লোকটার গলা টিপে ধরে ওকে দেয়ালের ওপর

ফেলল কিলরয়। তারপর পিস্তল বের করল।

'পিস্তলের বাড়িতে থেঁতলা হতে চাও তুমি?' রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল সে। 'আমি যদি শুরু করি তোমার চেহারা পালটে যাবে।'

'আমাকে ছেড়ে দাও,' অনুনয় করল র‍্যাটক্লিফ। ওর মুখটা হলদে হয়ে উঠেছে। 'আমি সব বলছি।'

'তাহলে শুরু করো।'

'ওয়্যাগনে খাবার তুলে রওনা হলো ওরা। ওদের শহরে থেকে বেরোতেও দেয়া হলো। কিন্তু তারপর টার্নার ওদের অ্যামবুশ করল। ওর সাথে ছয়জন লোক ছিল।'

'কে কে মারা গেছে?'

'আমাদের একজন মরেছে। প্রথম গুলি বর্ষণেই মরল মিলার আর উইল্সন।'

'লীম্যান আর রয় ক্রেনের কি হলো?'

'ওরা রয়কে জখম করেছে। আমি ওকে পড়তে দেখেছি। লীম্যানও গুলি খেয়েছে। কিন্তু সে উঠে ক্রেনকে টেনে নিয়ে পাথরের আড়ালে চলে গেল। আমরা ওদের কাছে ঘেঁষতে পারিনি।'

'তারপর কি হলো?'

সেলুন থেকে একটা স্বর গর্জে উঠল। টার্নারের স্বর। 'র‍্যাটক্লিফ! তুমি এতক্ষণ ওখানে কি করছ?'

'জবাব দাও,' তাড়া দিল কিলরয়। 'তারপর কি?'

'টার্নার বলল, ওদের উচিত শাস্তি হয়েছে। ওখানেই ওরা মরবে। ওরা যেন বেরোতে না পারে সেজন্যে ওখানে দু'জন লোককে পাহারায় রেখে এসেছে টার্নার। দু'দিন হলো ওরা ওখানেই আছে।'

'ব্লেজার ট্রেইলে?'

'হ্যাঁ, বড় চূড়াটার বাঁকের কাছে।'

দ্রুত হাতে র‍্যাটক্লিফের পিস্তলটা খাপ থেকে বের করে নিল

কিলরয়। 'ঠিক আছে, এবার যাও!' বলল সে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে সেলুনের দরজার দিকে ছুটল র‍্যাটক্লিফ। ঠিক ওই মুহূর্তে টার্নার তার বিশাল দেহ নিয়ে দরজায় দাঁড়াল। র‍্যাটক্লিফকে ছাড়ার সময়ে কিলরয়কে এক ঝলক দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল তুলে গুলি করল সে।

কোমরের কাছ থেকে গুলি করেছিল মোটা লোকটা। কিন্তু ওখান থেকে গুলি করায় সে অভ্যস্ত নয়। ওর গুলিটা বিঁধল র‍্যাটক্লিফের বুকে। চলার পথেই থমকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। কিলরয়ের পিস্তল ওর হাতে উঠে এসেছে। গুলি করল সে।

টার্নারও একই সাথে গুলি করল। কিন্তু কিলরয়ের গুলিটা নাভির ওপর লাগায় টলে উঠল বিশাল লোকটা। ওর গুলি কিলরয়ের মাথার ওপর দেয়ালে গাঁথল।

টার্নারকে অসুস্থ দেখাল। তারপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে পড়ল সে। ওর অসাড় আঙুলের মুঠো থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল।

পিস্তল হাতে সেলুনের দিকে এগিয়ে গেল কিলরয়। দরজার পাশে এসে দেখল শর্টি আর টড জেঙকিনস রাইফেল হাতে সামনের জানালার পাশে উবু হয়ে বসে আছে।

'ফেলে দাও!' তীক্ষ্ন সরে আদেশ দিল কিলরয়। তারপর দ্রুত ভিতরে ঢুকে বলল, 'গানবেল্টগুলোও খুলে নামিয়ে রাখো—জলদি!'

নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে যা বলা হয়েছে তাই করল ওরা। 'টড, তোমাকে আমি আগে একবার রেহাই দিয়েছি, আবার দিচ্ছি। শর্টির বেলাতেও তাই। তোমরা দু'জনে ঘোড়া নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও। আমি যদি তোমাদের আবার দেখি—মেরে ফেলব। ব্লেজারে আবার আসব আমি, নিজেদের ভাল বুঝলে তার আগেই তোমরা সরে পড়বে।'

ওদের পিছু হটিয়ে, অস্ত্রগুলো তুলে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। দ্রুত শেষ বাড়িটার কোনায় এসে দেখল লীম্যানরা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। একটা খড় চিবাচ্ছিল জন। এতগুলো গান দেখে হেসে ঘোড়ায় চড়ার জন্যে তৈরি হলো।

'টিম হয়তো বেঁচে আছে,' ওকে জানাল ল্যান্স। তারপর অল্প কথায় সব ব্যাখ্যা করল।

জনের চোখ দুটো সরু হলো। 'তোমার তো এখন আর আমাদের দরকার পড়বে না,' বলল সে। 'আমরা এগোই।'

'যাও,' বলল কিলরয়, 'অ্যাণ্ড গুড লাক।'

ঘোড়ার খুর থেকে ধুলো উড়িয়ে দ্রুতবেগে ট্রেইল ধরে অদৃশ্য হলো জন আর প্যাট লীম্যান। মরগ্যান চেয়ে থেকে ওদের যাওয়া দেখল। লীম্যানদের মারা কঠিন। ওদের শক্ত জান—সহজে মরে না। টিম লীম্যান হয়তো বেঁচেই আছে। ছেলেটা নিজে জখম হয়েও রয় ক্রেনকে ছেড়ে যায়নি, সাথে নিয়েই গেছে।

মরগ্যানকে আসতে দেখে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল ইয়েন। ওকে দেখে যে যুবক আশ্বস্ত হয়েছে, সেটা ওর চেহারাতেই সুস্পষ্ট।

'ব্যাপার কি?' প্রশ্ন করল ইয়েন, 'ওদিকে কি ঘটল?'

'আরও একদফা জিতেছি আমরা,' বলল মাইক। 'এর পরে আমরা যেকোন সময়ে রেজার থেকে সাপ্লাই নিতে পারব।'

ছোট ছোট ধুলোর ঘূর্ণি ট্রেইলের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। খচ্চর দুটো ধীর পায়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। চাকার একঘেয়ে 'কাঁচক্যাচ' শব্দে ইয়েনের ঘুম আসছে। ওয়াগনের সীটে বসে ঝিমাচ্ছে সে।

রাতের বেলা পাহাড়ের একটা গর্তে ক্যাম্প করল ওরা। ভোর রাতেই আবার রওনা হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিন দুপুরে দূরে একজন আরোহীকে আসতে দেখল মাইক।

দূর থেকেই ঘোড়ার পিঠে বসার ভঙ্গি দেখে প্যাটকে চিনতে পারল।

'ওদের পেয়েছি,' কাছে এসে সংক্ষেপে জানাল সে। 'দু'জনই বেঁচে আছে। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ক্রেন। টিমও তিনটে গুলি খেয়েছে, একটা জখম বেশ খারাপ। পাথরের আড়ালে আধমরা অবস্থায় পড়ে ছিল ওরা।'

'আশেপাশে কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ, একজন। মরা লোক। মনে হয় আহত অবস্থাতেও টিমের নিশানা নষ্ট হয়নি। অন্যজন পালিয়েছে। টিম বাঁচবে। আমরা লীম্যানরা শক্ত মানুষ—সহজে মরি না।'

ওয়াগনটাকে পাথরগুলোর যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে গেল ওরা। দু'জনকেই ঢেকে রেখেছে জন। রোদের থেকে বাঁচাবার জন্যে একটা ছাউনিও তৈরি করেছে। ওদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মাইক। ক্রেন কিভাবে এখনও বেঁচে আছে, সেটাই একটা বিস্ময়। যদিও ওর ক্ষতগুলোর যত্ন নেয়া হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে আহত হয়েও টিম ওর সেবায় কোন ত্রুটি রাখেনি। ক্ষতগুলো ধুয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে। ওর ঠোঁট শুকনো নয়, অর্থাৎ পানির অভাবে ওকে কষ্ট পেতে দেয়নি টিম।

কিন্তু টিমের নিজের ঠোঁট শুকনো, চামড়া ফেটে গেছে। জন ওকে প্রচুর পানি খাওয়ানোর পরেও গত কয়দিনের পিপাসু দেহের চাহিদা মেটেনি। নিজের কাছে যা পানি ছিল, পুরোটা ক্রেনকেই দিয়েছে।

খুব সাবধানে আহত দু'জনকে ওয়াগনে তোলার পর আবার রওনা হলো ওরা।

চোদ্দ

লীম্যানের কেবিনে পৌঁছলে ওখানকার লোকজন নীরবেই সব শুনল। মেয়েরাও কেউ কান্নাকাটি করল না। ওরা ঘিরে দাঁড়িয়ে, দু'জনকে ওয়্যাগন থেকে নামিয়ে কেবিনে নেয়া দেখল।

কঠোর চেহারা নিয়ে মাইকের করালে ঘোড়া রেখে ফেরার অপেক্ষায় ছিল জো। 'এই নিয়ে আরও দু'জন লোক গেল, কিলরয়,' বলল সে। 'দু'জন ভাল লোক গেছে, আরও দু'জন যাওয়ার পথে। আমি তোমাকে বলে রাখছি, স্পেন্সারকে আমি খুন করব!'

'এখন না। একটু ধৈর্য ধরো,' ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল মাইক। 'এদিকে কোন ঝামেলা হয়েছে?'

'হার্পার এখনও ফেরেনি।'

'কোথায় গেছে ও?'

'তার ফসল দেখতে গেছে। নিজের হাতে বোনা শস্য ওর কাছে খুব প্রিয়। বলে ফসল তোলার সময় হলে আবার যাবে।'

'কখন গেছে?'

'গতকাল সকালে। ওর কোনমতেই ফিরতে এত দেরি হওয়ার কথা না। হয়তো পাহাড়ে কোথাও ক্যাম্প করে লুকিয়ে আছে।'

জো প্রশ্ন করায়, ধীর স্বরে, এখান থেকে রওনা হওয়ার পর থেকে কোথায় কি ঘটেছে, সবই খুলে বলল মরগ্যান।

'জোর বাতাস না থাকলে আমরা যেকোন সময়ে মরুভূমি পার হতে

পারব। ওরা আমাদের পথ আটকে বন্দী করে রাখতে পারবে না। ট্রিপটা খুব কষ্টকর। ওখানে কেউ ঝড়ের মুখে পড়লে তার আর কোন খবর পাওয়া যাবে না। চোরাবালিতে পড়লেও একই অবস্থা হবে।'

'ওই গ্যাজিসকে আমি চিনতাম। খুব খারাপ লোক। সে মরেছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। টার্নারের বেলাতেও তাই।'

পরদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই কেবিনটার দিকে তাকাল মাইক। প্যাট বেরিয়ে এল। পাতলা, লম্বা ছেলেটাকে কেমন যেন অসুস্থ আর বয়স্ক দেখাচ্ছে।

ওকে কাছে ডাকল মাইক। 'প্যাট,' বলল সে, 'আহত—?'

'মারা গেছে। দু'জনেই।'

মুখ অন্যদিকে ফিরাল মরগ্যান। জীবনে প্রথমবারের মত হতাশার মত একটা অনুভূতি জাগল ওর মনে। স্পেন্সারের লোভের কারণে আজকে মরতে হলো কিশোর টিম আর সাদা মনের ক্রেনকে। কি দোষ করেছিল ওরা? যাদের এত আছে, তারা কেন আরও পাওয়ার জন্যে এমন হন্যে হয়ে ওঠে?

কিছুক্ষণ পর জো আর ও'নিল ওর কাছে এল। বিশাল আইরিশ লোকটার চেহারা বিষণ্ণ আর গোমড়া।

'গতরাতে ডাক্তারকে আনার জন্যে আমরা লুকিয়ে শহরে ঢুকেছিলাম,' বলল সে। 'সে কিছুতেই আসতে রাজি হলো না। ওকে জোর করে ধরে নিয়ে আসতে চেষ্টা করায় সে এমন চেঁচামেচি শুরু করল যে আমাদের প্রাণ নিয়ে ফিরে আসাই কঠিন হয়ে উঠেছিল।'

'কথাটা আমরা মনে রাখব,' চাপা আক্রোশে বলল মরগ্যান। 'প্রয়োজনে ডাকলে আসবে না, এমন ডাক্তার আমরা এই এলাকায় চাই না।'

চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে মাইকের দিকে তাকাল জো, তারপর অন্যদিকে চোখ ফেরাল। 'আচ্ছা, ল্যান্স, যদি আমরা না জিতি? তুমি যদি সান্তা

ফে-র লোকজনের সাথে কথা বলার সুযোগ না পাও? কিংবা যদি ওরা তোমার কথা না মানে? তখন কি হবে?'

মাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মাইক। তারপর মাথা তুলে বলল, 'এই সবকিছুর পিছনে রয়েছে ক্ষমতার লোভে উন্মাদ একটা মানুষ। এবং তার ছোট ছেলে তাকে উস্কাচ্ছে। যদি আমাদের সব চেষ্টা বিফল হয়, তবে আমি শহরে গিয়ে নিজের হাতে ওই দু'জনকে হত্যা করব।'

'আমিও তোমার সাথে যাব!' সহজ সুরে বলল জো। কিন্তু ওর মুখটা কঠিন আর ভয়ানক দেখাচ্ছে।

রাত অনেক হয়েছে। ক্রিস্টাল প্যালেসের পিছনে গাছের আড়ালে ঘোড়া রেখে আস্তাবলের অন্ধকার কোনায় এসে দাঁড়াল মাইক। ওখান থেকে অনেকক্ষণ ক্রিস্টাল প্যালেসের ওপর নজর রাখল। তারপর নিঃশব্দে খোলা জায়গাটা পার হয়ে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে পিছনের দরজার কাছে চলে এল। সাবধানে হাতল ঘুরিয়ে দেখল দরজাটা তালা বন্ধ।

ওর কিছুটা সামনে একটা খোলা জানালার পর্দা বাতাসে দুলে উঠল। ওটার নিচে এসে কান পাতল মাইক। ভিতর থেকে কারও শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারি শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভিতরে ঢোকার ওটাই একমাত্র পথ। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জানালায় উঠে ঘরের ভিতর পা রাখল।

প্রায় একই সাথে একটা কালো ছায়া নড়ে উঠল। একটা বাহু পিছনে থেকে মাইকের গলা স্ট্র্যাঙ্গল হোল্ডে পেঁচিয়ে ধরল। সাঁড়াশির মত গলার ওপর এঁটে বসেছে হাতটা। গলার দু'পাশে চাপ পড়ায় মগজে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মাথার ভিতরটা দপ্‌দপ্‌ করছে।

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টায় সামনে ঝুঁকে আক্রমণকারীকে পিঠের ওপর তুলে নিল মাইক। টের পেল লোকটা এক হাতে তার পিস্তল

দুটোর ওপর হাত বুলাল। পরক্ষণেই ওকে ছেড়ে দিয়ে লোকটা সরে দাঁড়াল।

'জুড রিগো!' বলল মাইক।

'সি, সিনইয়র,' ফিসফিস করে জবাব দিল জুড। 'আমি বুঝতে পারিনি। পরে পিস্তল ছুঁয়ে বুঝলাম। ওগুলো আমার পরিচিত।'

'সিনইয়রিটা এখানেই আছে?'

'সি।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রিগো। 'সিনইয়র, ওর জন্যে আমার ভয় হয়। কিন্তু স্পেন্সার ওকে চায়। কিডের ছেলে লিট্‌লও চায়! আমার ভয় হয় একদিন ওরা হামলা করে হয়তো ওকে নিয়ে যেতে চাইবে।'

রিগোর আন্তরিক উদ্বেগটা ওর স্বর থেকেই অনুভব করতে পারছে মাইক। 'তুমি তো আছ, রিগো?'

'আছি। দুটো লোক, রাস আর টাস লক; ওরা সব সময়ে আমার ওপর নজর রাখে, আমি টের পাই। জানি ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করবে। সিন্‌ইয়রিটা বলে ওদের হত্যা করা আমার মোটেও ঠিক হবে না। কিন্তু শিগ্রী আমাকে তাই করতে হবে।'

'সম্ভব হলে অপেক্ষা করাই ভাল,' নিজের মতামত জানাল মাইক। 'কিন্তু প্রয়োজন হলে যা করা দরকার মনে করো তাই করবে। যদি মনে করো সময় এসেছে, তবে সিন্‌ইয়রিটার বলার অপেক্ষায় বসে থেকো না। অযথা হত্যা করা ঠিক নয়। কিন্তু যখন আর কোন উপায় থাকে না, মানুষকে তাই করতে হয়।'

'গ্রাসিয়াস, সিনইয়র,' সহজ সুরে বলল সে। 'আমার সাথে এসো।'

অন্ধকারে জুডের পিছন-পিছন হল ধরে এগিয়ে একটা দরজার সামনে এসে থামল। দরজায় হালকা টোকা দিল জুড। প্রায় সাথেসাথে আইরিনের গলা শোনা গেল। 'জুড?'

'সি। সিনইয়র এসেছে।'

পরক্ষণেই দরজা খুলে গেল। অন্ধকারে অদৃশ্য হলো ব্রিগো। মাইক কামরায় ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিল আইরিন।

'কি ব্যাপার, কিলরয়?' স্বরটা নিচু, কিন্তু উদ্বেগ প্রকাশ পেল আইরিনের কণ্ঠে।

'দূরে সরে থাকতে পারলাম না, আমাকে আসতেই হলো। তুমি ভাল আছ তো?'

'হ্যাঁ, আপাতত। ও আমাকে মনস্থির করার জন্যে অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় দিয়েছে। তারপর আমার ওকে বিয়ে করতে হবে, কিংবা পালাতে হবে।'

'অনুষ্ঠান!' তিক্ত স্বরে বলল ম্যাগ। 'হ্যাঁ, পুরো খেলা ওটাকে ঘিরেই চলছে এখন।' নির্লিপ্ত স্বরে স্মোকি ডেজার্টে নামা থেকে শুরু করে, ও'নিলের ডাক্তার নিতে বিফল হওয়া পর্যন্ত, যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে সব জানাল সে। শেষে প্রশ্ন করল, 'স্পেন্সার কি সব কথা জানে?'

'মনে হয় না। সে আমাকে বলেছে ব্লেজার থেকে খাবার আনার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। এর বেশি হয়তো আর কিছু সে জানে না।'

'আমি বুল বিগুলের বিরুদ্ধে লড়ব,' বলল সে।

আইরিনের শ্বাস বন্ধ হলো। 'ওহ, না, কিলরয়, ও একটা জানোয়ার! আমি ওকে প্যালেসেরই আশেপাশে দেখেছি। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি শক্তিশালী। ওকে আমি আঙুলের ফাঁকে রূপার ডলার বাঁকাতে দেখেছি। টেবিলের কোনা কামড়ে ধরে পুরো টেবিল শূন্যে তুলতেও দেখেছি।'

'আমি জানি, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে আমাকে লড়তেই হবে। হ্যালোর‍্যানের কাছাকাছি পৌঁছার ওই একটাই সুযোগ।' অল্প কথায় ব্যাখ্যা করল সে। 'ওকে যদি জানানো যায় যে আমরা আউটল নই—এবং আসলে এখানে কি ঘটছে, তাহলে হয়তো আমাদের

সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে।'

'ব্রিগো আমাকে আগেই জানিয়েছিল তুমি লড়বে। কিভাবে যেন সে খবর পেয়েছে।'

'এ সম্পর্কে জুডের কি মত?' হঠাৎ ওর মতামতটা জানার প্রয়োজন বোধ করল মরগ্যান। ওই বিশাল ইয়াকি লোকটার একটা বিশেষ গুণ আছে। অন্যের লড়াইয়ের ক্ষমতা সে নিখুঁত ভাবে যাচাই করতে পারে। সে নিজেও শক্তিশালী লোক, আর যেখানে মানুষ কেবল সাহস এবং শক্তি থাকলেই টিকতে পারে, সেখানেই সে বড় হয়েছে। তাই মানুষ যাচাই করার ক্ষমতা তার অদ্ভুত।

'সে বলে তুমি জিতবে,' জানাল আইরিন। 'আমি বুঝে পাই না কোন মানুষ ওকে কিভাবে হারাতে পারে—কিন্তু ব্রিগো নিশ্চিত। সে বাজিও ধরেছে। সারা শহরে সে'ই একমাত্র লোক, যে বুলের বিপক্ষে বাজি ধরেছে।'

'আইরিন, তুমি যদি সুযোগ পাও, হ্যালোর‍্যানকে কিছু বোলো।'

'সেই সুযোগ আমার হবে না। স্পেন্সার সেটা নিশ্চিত করবে। কিন্তু তবু যদি সুযোগ কোরে নিতে পারি, নিশ্চয় বলব।'

'আইরিন, এই লড়াই যখন শেষ হবে, আমি আসব। আমি তোমাকে এসব থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাই। তুমি যাবে?'

'কথাটা জিজ্ঞেস করার দরকার আছে?' অস্পষ্ট আলোয় আইরিন ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল। 'তুমি জানো আমি যাব, কিলরয়। তুমি যেখানেই যাও, আমিও যাব। অনেক আগেই আমি সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে বেরিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল মাইক। ঘোড়াটা ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ফেরার জন্যে ট্রেইলে উঠেও কি ভেবে আবার শহরে ঢুকল।

ঘোড়াটাকে ধীরে হাঁটিয়ে কর‍্যালের পাশে বিডের কাছে নিয়ে এল।

রিঙের চারপাশে আসন পাতা হয়েছে। কয়েকটা সারি রিঙের খুব কাছে। ওখানেই বন্ধুদের নিয়ে বসবে কিড। সম্রাট গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই দেখবে। শুকনো একটু বাঁকা হাসি ফুটল ওর মুখে।

রিঙের পাশ থেকে হালকা একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তে পিস্তল উঠে এল মাইকের হাতে। 'নড়ো না!' তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে বলল সে।

'আমি ড্যান কুপার, কিলরয়।' লোকটা কাছে এগিয়ে এল। 'ভয়ের কিছু নেই।'

'তাহলে তুমি জানো আমিই কিলরয়?'

শব্দ তুলে হাসল কুপার।

'হ্যাঁ, তোমার চেহারা প্রথম দিনই আমার কাছে চেনা ঠেকেছিল, কিন্তু নামটা মনে করতে পারছিলাম না। এইমাত্র মনে পড়ল। স্পেন্সার শুনলে একেবারে খেপে উঠবে।'

'তুমি ভাল মানুষ, কুপার,' হঠাৎ বলল মাইক। 'ভুল পক্ষে কেন থাকছ?'

'বিজয়ী পক্ষ কি ভুল পক্ষ? অন্তত আমার জন্যে নয়। এই বিরোধে কে ঠিক সেই তর্কে আমি যাব না, কিন্তু পেশাদার পিস্তলবাজের জন্যে জেতার পার্টিই ঠিক পার্টি।'

'বিবেক কি কিছুই নয়, কুপার?' প্রশ্ন করল কিলরয়। অন্ধকারে লোকটার চোখ দেখার চেষ্টা করছে সে। 'বিল গ্রেহাম ভাল লোক ছিল। ভেড উইলসন, ব্র্যাড মিলার, আর কিশোর টিমও ছিল ভাল মানুষ।'

'তাহলে টিম মারা গেছে?' কুপারের স্বরে কিছুটা উত্তেজনা প্রকাশ পেল। 'এটা তোমাদের বা আমাদের কারও জন্যেই ভাল নয়। স্পেন্সাররা নীম্যানদের বিশেষ পাত্তা দেয় না। আমি দিই। কারণ আমি ওদের চিনি। এখন স্পেন্সারদের প্রত্যেকটা নীম্যানকে শেষ করতে হবে, অথবা নিজেদের শেষ হতে হবে। ওদের আমি জানি।'

'তুমি তো আমাকে গুলি করে মারার চেষ্টা করতে পারতে, কুপার,' বলল মাইক।

'আমি?' হালকা সুরে হাসল ড্যান। 'আমি ওই ধরনের মানুষ না, ন্যাস। অন্ধকারে, প্রতিপক্ষকে সাবধান না কোরে? অসম্ভব! তাছাড়া তোমাকে মারায় আমার কোন আগ্রহ নেই। তোমাকে মারলে আমি কিলরয়ের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত হব। চারদিক থেকে লোকজন আমার পিস্তলের দক্ষতা যাচাই করতে আসবে। নিজেকে শূটিঙ গ্যালারিতে বসাতে চাই না আমি। তাছাড়া, আমি ফাইটটা দেখতে চাই।'

'কোন লড়াই?'

'তোমার আর বুলের। একটা দেখার মত ফাইট হবে ওটা।' রিঙের খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ড্যান। 'তুমি ওর বিরুদ্ধে লড়বে শুনে আমার একটুও হিংসা হচ্ছে না—লোকটা সাক্ষাত যম। মানুষ না। তিনজনের খাবার সে একাই খায়। তবু,' হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিল ড্যান, 'তুমি স্পেন্সারকে পিটিয়ে দিয়েছ। ওকে হারানো ছেলেখেলা নয়।' সোজা হয়ে দাঁড়াল কুপার। 'তুমি জানো, কিলরয়, শহরে মাত্র দু'জন লোক তুমি জিতবে বলে বাজি ধরেছে।'

'দু'জন?'

'হ্যাঁ, একজন ওই ইয়াঙ্কি পিস্তলবাজ, ব্রিগো। অন্যজন হ্যারিস গিবসন।'

'হ্যারিস গিবসন?' চমকে উঠল মাইক।

'হ্যাঁ। বলেছে সে তোমাকে ঠিকই হত্যা করবে, কিন্তু তার আগে বুলকে পিটাবার সুযোগ সে তোমাকে দেবে। বিগুলেকে সে মুখের ওপরই বলেছে, ওর চেয়ে তুমি অনেক উঁচু দরের ফাইটার। কথাটা শুনে বুল খুব খেপেছে।'

গানবেল্টটা সরিয়ে একটু ঠিকঠাক করে নিল ড্যান কুপার। 'আমার

বদলী লোকের আসার সময় প্রায় হয়ে আসছে। তোমার এখন সরে পড়াই ভাল। আমার বদলে যে আসবে সে হয়তো একটা ভাল ফাইট দেখার জন্যে পাঁচ হাজার ডলার হাতছাড়া করবে না।'

'তার মানে? আমার মাথার পিছনে একটা মূল্যও ধার্য করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। পাঁচ হাজার। ডেড অর এলাইভ। লিটল অবশ্য পুরস্কার দেয়ার আইডিয়াটা সমর্থন করেনি। সে তোমাকে নিজের হাতেই মারতে চায়।'

'ঠিক আছে, ভাল। তোমার সাথে কথা বলে ভাল লাগল।'

'ধন্যবাদ। শোনো, টাকা ওসুল হওয়ার মত একটা ফাইট দিও, বুঝলে? আর লিটল স্পেন্সারের ওপর নজর রেখো। লোকটা সাপের থেকেও বিষাক্ত, এবং সাপের ছোবলের মতই ফাস্ট!'

শহর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ে ঢুকল কিলরয়। যে পথে শহরে এসেছিল, সেই পথে ফিরছে না। অনেক আগেই সে শিখেছে একই পথে ফেরাটা খুব বোকামি। ভোর হওয়ার আগেই লীম্যান-উঠানে পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়ল সে। দুপুর পর্যন্ত ঘুমাল।

জেগে, কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবল মাইক। তাহলে হ্যারিস গিবসন তার ওপর বাজি ধরেছে? ট্রেইল হাউসের সেই ফাইটটার কথা ওর মনে পড়ছে। প্রথমে তার মনে হচ্ছিল মানুষের মুঠির ঘুসিতে ওই প্রকাণ্ড মানুষটার কোন ক্ষতিই হবে না। তবু, শেষ পর্যন্ত ওকে মেরে অসহায় করে ফেলেছিল সে।

জো আর জন এগিয়ে এসে মাইকের পাশে বসল। ওদের চেহারা গম্ভীর। এরা নিজেদের মনের তীব্র যন্ত্রণা ভিতরেই লুকিয়ে রাখে, তবু মাইক জানে ওই আবেগহীন চেহারার নিচে নিজের পরিবারের জন্যে ওরা কতটা অনুভব করে, আর কত গভীর ওদের একতা। এরা পরস্পরকে ভালবাসে, পরস্পরের জন্যেই বাঁচে।

'কিলরয়, তুমি বুল কিঙলের বিরুদ্ধে সত্যিই লড়বে বলে সিদ্ধান্ত

নিয়েছ?' জানতে চাইল জো।

'হ্যাঁ, তাই,' শান্ত স্বরে জবাব দিল মরগ্যান। 'এটা আমাদের বড় একটা সুযোগ। এতে হ্যালোর‍্যানের সাথে কথা বলার সুযোগের সাথে কিঙ স্পেন্সারকে আরও একটা বড় আঘাত হানার সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'ওকে সত্যিকার বড় আঘাত দিতে হলে কিঙলেকে তোমার হারাতে হবে,' মাইকের চোখে চোখ রেখে বলল জন। 'তোমাকে জিততেই হবে।'

'ঠিক বলেছ,' স্বীকার করল মরগ্যান। 'সেজন্যেই আমি জিতব। কিছু ব্যাপার সম্পর্কে আমি আমার মত বদলেছি। প্রথমে চেয়েছিলাম ওই সান্তা ফে-র কর্মকর্তাদের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত টিকে থাকব, কিন্তু এখন ঠিক করেছি জেতার জন্যেই আমি রিঙে ঢুকব।

'যদি জিতি, অনেক বন্ধু পাব। লোকে কিঙকে আবার পরাজিত দেখতে চায়। হ্যালোর‍্যান একজন আইরিশ লোক, আর, সব আইরিশ মানুষই ভাল ফাইটারকে ভালবাসে। আমাকে জিততেই হবে।'

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। একটা খড় চিবাচ্ছে জো। তারপর পাকা ঘন ভুরুর আড়াল থেকে মরগ্যানের দিকে চাইল।

'ফাইটের জন্যে আমি চিন্তা করছি না, ঈশ্বর যদি চান, তুমি জিতবে। কিন্তু ফাইটের পরে কি ঘটবে সেটা নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা। জেতো, বা হারো, তুমি কি মনে করো কিঙ তোমাকে যেতে দেবে?'

একটু হাসল মরগ্যান। 'দেবে, আর তা না হলে সিডার ব্রাফের রাস্তায় রক্ত বইবে। স্পেন্সারদের রক্ত!'

পনেরো

দিনের আলো ফুটতেই সিডার ব্লাফে লোকজন আসা শুরু করেছে। মাইনাররা এসেছে, রোডিও আর ফাইট দেখতে। গোল্ড ক্যাম্পগুলো একেবারে খালি হয়ে গেছে। একটা দিনের জন্যে ওখানে সব কাজ বন্ধ। মাইনারদের নিঃসঙ্গ পুরুষালী জীবনে এমন আমোদ-ফূর্তির সুযোগ খুব কমই আসে।

স্পেন্সারের সব লোকজনও এখন শহরে। দুপুর হয়নি, কিন্তু বারগুলো এরই মধ্যে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। রাস্তায় লোকের ভিড়।

গত একঘণ্টা যাবৎ শহরের গতিবিধির ওপর নজর রাখার পর সঙ্গীদের সাথে শহরে পৌঁছল কিলরয়। সে নিশ্চিত যে আজকের দিনে শহরে কোন ঝামেলা চাইবে না কিঙ। বাইরে থেকে অনেক মানুষ এসেছে, যারা তার আদেশ মত চলতে বাধ্য নয়। দয়ার অবতার সেজে আজ সে বাইরের সবাইকে ইমপ্রেস করতে চাইবে।

গতকাল সন্ধ্যায় সাদা পতাকা উড়িয়ে একজন কিঙের আরোহী লীম্যানদের উঠানে হাজির হয়েছিল। কিলরয়কে আনুষ্ঠানিক ভাবে চ্যালেঞ্জের কথা জানিয়ে শহরে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে সে। মরগ্যানের লড়তে রাজি থাকার কথা লোকের মুখে মুখে কয়েকদিন আগেই সিডার ব্লাফে পৌঁছেছে। তাই কোন ছল-চাতুরীর প্রয়োজন হয়নি। ওকে ক্রিস্টাল প্যালেসে জেরেমি সণ্ডার্স নামের এক লোকের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

জো লীম্যান আর স্টিভ হান্টের সাথে ক্রিস্টাল প্যালেসের সামনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল মরগ্যান। জন আর ও'নিল আগেই শহরে পৌঁছেছে। ওরা এগিয়ে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছাকাছি এসে অলসভাবে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলোর ওপর নজর রাখল। স্পেন্সারের রাইডারদের খুব কম লোকই ওদের চেহারায় চেনে।

ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল মরগ্যান। জো ওর পাশে। ভিতরে বেশ ভিড়—পুরোদমে খেলা চলছে। সতর্ক চোখে চট করে চারপাশটা একবার দেখে নিল মাইক। জুড ব্রিগো ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে আছে। ওয়ালটার কাছেই একটা টেবিলে তাস বাঁটছে।

ওয়ালটারের চোখে একটা হুঁশিয়ারি সঙ্কেত দেখতে পেল মাইক। সামান্য একটু মাথা হেলিয়ে লোকটা দিক নির্দেশ করল। চোখ ফিরিয়ে ওদিকে তাকিয়ে ওর দেহে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। বারে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারিস গিবসন। লোকটা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

লোকজন কামরার চাপা উত্তেজনা টের পেয়েই যেন চোখ তুলে তাকাতে শুরু করল। ওদের চোখ চওড়া কাঁধের কালো পোশাক পরা লম্বা লোকটাকে দেখে, পরে, বারে দাঁড়ানো চেক শার্ট আর জীর্ণ লিভাই জীনস পরা বিশাল লোকটার ক্ষতচিহ্নে ভরা মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

সহজভাবে হাত দুলিয়ে, ধীর পায়ে হেঁটে গিবসনের দিকে এগোল মাইক। মারাত্মক একটা নীরবতা নেমে এল কামরায়।

চোখ সরু কোরে মরগ্যানের দিকে তাকাল বিশাল লোকটা। সবার অজান্তে আইরিন রনসন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্ফারিত চোখে ল্যান্সকে ধীর পায়ে এগিয়ে গিবসনের সামনে গিয়ে থামতে দেখল সে।

পুরো এক মিনিট ওরা দু'জন দু'জনের চোখের দিকে নীরবে চেয়ে থাকল। তারপর কিলরয় মুখ খুলল। 'শুনলাম তুমি আমাকে মারতেই শহরে এসেছ, হ্যারিস,' নিচু স্বরে বলল সে। তবু কামরার নীরবতায় ওর

কথা প্রত্যেকে স্পষ্ট শুনতে পেল।

'ভাল, কিন্তু আমার হাতে আপাতত আরেকটা লড়াই রয়েছে, বুল বিডলের সাথে। আমরা যদি এখন গোলাগুলি শুরু করি, আমি তোমাকে মেরে ফেলব ঠিকই, কিন্তু পিস্তলে তোমারও হাত ভাল, তাই সম্ভবত আমাকেও কিছু গুলি খেতে হবে। বুলের বিরুদ্ধে লড়া সুস্থ অবস্থাতেই কঠিন কাজ, গুলি হজম করে লড়তে হলে সেটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই, লড়াইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা সন্ধি করলে কেমন হয়?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল গিবসন। ওর ছোটছোট ঠাণ্ডা আর নিষ্ঠুর চোখে ক্ষণিকের জন্যে একটা অন্য আলো ফুটে উঠল—যেন কিলরয়কে সে নতুন চোখে দেখছে। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

'ঠিক আছে, অপেক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই,' কর্কশ স্বরে বলল হ্যারিস। 'কেউ বলতে পারবে না, হ্যারিস গিবসন একটা ভাল ফাইট নষ্ট কোরে দিয়েছে।'

'ধন্যবাদ।' ঘুরে আগের মতই ধীর পায়ে হেঁটে ওয়ালটারের দিকে এগোল কিলরয়। ওয়ালটারের পাশে লাল চুলওয়ালা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

কিলরয় টেবিলে পৌঁছার আগেই ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে চারজন লোক ভিতরে ঢুকল। আড়চোখে চেয়ে সে দেখল কিঙ বিগ স্পেন্সার, লিট্‌ল্‌, জমজ দুই ভাই, রাস আর টাস ভিতরে ঢুকেছে।

ওদের উপেক্ষা করে সোজা লাল চুলের মানুষটার দিকে এগিয়ে গেল মরগ্যান। 'জেরেমি সওার্স?' বলল সে, 'আমি কিলরয়।'

'খুশি হলাম।' হাত বাড়িয়ে দিল জেরেমি। 'তুমি আমাকে কিভাবে চিনলে?'

'তোমাকে অ্যাবিলিনে দেখেছি। পরে নিউ অরলিন্সে।'

'তাহলে তুমি বিডলেকে ফাইট করতে দেখেছ?' প্রশ্ন করল

জেরেমি। তারপর তীক্ষ্ণ অভ্যস্ত চোখে কিলরয়কে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার যাচাই করে দেখল।

'হ্যাঁ, ওকে আমি ফাইট করতে দেখেছি।'

'তবু তুমি ভয় পাচ্ছ না? লোকটা ভয়ঙ্কর। টম হ্যানলনকে সে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।'

হাসল কিলরয়। 'আর, টম হ্যানলনটা কে? একটা মাংসের পিণ্ড—এত স্লো যে নিজের পথ থেকেই সে সরতে পারে না। বিডলেকে ভয় করার মত কিছুই আমি দেখছি না।'

'তাহলে তুমি সত্যিই ওর বিরুদ্ধে লড়বে?' বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

'লড়ব মানে?' প্রশ্ন করল কিলরয়। 'আমি ওকে খেঁতলে দেব।'

'এই তো মরদের মত কথা!' কালো দাড়িওয়ালা একজন বিশাল মাইনার চেঁচিয়ে উঠল। 'ওই ষাঁড়ের মত বুল বিডলের দম্ভের ঠেলায় আমার গায়ে জ্বালা ধরে গেছে। আমার সব টাকা কিলরয়ের ওপর!' ঘোষণা করল মাইনার।

'আমারও!' আরেকজন মাইনার বলল। 'ও মাইনার হলেই আমি খুশি হতাম, তবে ফাইট করতে জানলে কাউহ্যাণ্ডের ওপরও আমি বাজি ধরতে রাজি।'

মাইনারের দিকে ফিরে হাসল কিলরয়। 'বন্ধু,' বলল সে, 'আমি বহুদিন গাঁইতি চালিয়েছি আর অ্যারিজোনার প্রায় সব ক্রীকেই সোনার জন্যে থালাও চালিয়েছি।'

সওার্স মুখ বাড়িয়ে একটু ঝুঁকল। 'এই ফাইটের প্রাইজ হচ্ছে এক হাজার ডলারের সোনার মুদ্রা—কিঙ স্পেন্সার ওটা দিচ্ছে। যাহোক, তুমি যদি আলাদা করে কিছু বাজি—?'

'অবশ্যই,' বলল কিলরয়। শার্টের বোতাম খুলে নোটের একটা বাণ্ডিল বের করল সে। 'পাঁচ হাজার ডলার বাজি ধরতে চাই।'

'পাঁচ হাজার?' ঢোক গিলল জেরেমি। দেখল কিডের ভুরুও কুঁচকেছে। 'আমার মনে হয় না আমরা এত টাকা কাভার করতে পারব।'

'কী?' চোখ তুলে তাকাল সে। কিডের সাথে ওর চোখাচোখি হলো। 'আমি তো শুনেছিলাম স্পেন্সার এক ডলারে তিন ডলার দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, কেউ নেয়নি। ওই টাকাটাই আমি চাই—কিডের টাকা।'

'থ্রী টু ওয়ান?' প্রশ্ন করল স্পেন্সার। 'কই, আমি তো—' থেমে গেল সে। ওর স্বরে বিস্ময়ের সুর সুস্পষ্ট। কিলরয় জানে একে সে জায়গা মত আটকেছে। জনতার মন জয় করার জন্যে প্রতিটা কথাই মাইক হিসেব করে বলেছে। এখন পিছিয়ে গেলে স্পেন্সার সবার সামনে ছোট হয়ে যাবে। আবার বেটটা যদি সে স্বীকার কোরে নেয়, আর কিলরয় জেতে, তবে সে কখনও কিলরয়কে হত্যা করার আদেশ দিতে পারবে না। কারণ তখন লোকে মনে করবে বাজি হারার শোধ নিতেই খুন করিয়েছে সে।

'কি হলো, স্পেন্সার?' তীক্ষ্ণ স্বরে কামরার সবাইকে শুনিয়ে প্রশ্ন করল ল্যাম্ব। 'তুমি কি ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছ? ভাবছ যে তোমাকে তোমার শহরে এসে পিটিয়ে যেতে পারে সে বুলকেও পিটিয়ে দেবে? কিন্তু তুমিই তো বুলকে আনিয়েছ আমাকে দুরস্ত করার জন্যে, বা আমাকে পিছিয়ে যাবার জন্যে।

'আমি পিছাইনি। তোমাকে এগিয়ে আসতে বলছি, স্পেন্সার। পুট আপ অর শাট আপ! আমি পাঁচ হাজার বাজি রাখছি। আমার সামান্য জমিটুকু, যেটা তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছ, ওটা ছাড়া আমার যা আছে সবই আমি বাজি রাখছি। তুমি কি পিছিয়ে যাচ্ছ?'

'না, কক্ষনো না। আমি পিছাচ্ছি না!' স্পেন্সারের মুখটা রাগে গাঢ় লাল হয়ে উঠেছে। 'কোন দুই পয়সার নেস্টারকে আমি আমার মুখে

টাকা ছুঁড়ে মারতে দেব না। আমি ওটা কাভার করব।'

ধীরে হাসি ফুটে উঠল কিলরয়ের মুখে। 'মনে হচ্ছে বিকেলটা বেশ লাভজনক হবে,' উৎফুল্ল স্বরে বলল সে। তারপর ঘুরে ধীর পায়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল। সে জানে, ওর প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করছে দুটো সাদাটে বিদ্বেষভরা চোখ—লিট্‌ল স্পেন্সারের চোখ।

ওরা বেরিয়ে এলে জো কতক্ষণ একদৃষ্টে কিলরয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি ওখানে স্পেন্সারকে সবার সামনে খুব সফলভাবে ছোট কোরে তুলে ধরেছ। কিছু বন্ধুও তোমার হয়েছে।'

'আমি নয়, বলো আমরা বন্ধু পেয়েছি,' শান্ত স্বরে বলল মরগ্যান। 'আসল কথাই ওটা। আমাদের বন্ধু দরকার। ওই মাইনার আর বাইরের লোক, যাদের স্পেন্সার ছুঁতে পারবে না, তাদের সহানুভূতিই আমাদের প্রয়োজন। আমরা যদি যথেষ্ট বন্ধু জোটাতে পারি, তাহলে কিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের জেতার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। স্পেন্সার আর নিজের খেয়াল-খুশি মত সব করতে পারবে না। যা করার, তাকে আইনের মধ্যে থেকেই করতে হবে।

'এক্ষনই যদি সব শেষ হয়, সে আমাকে হত্যা করিয়ে আমার জমি দখল করে, তবে অনেকে অনেক প্রশ্ন তুলবে। আমি যা বলেছি তা ওরা মনে রাখবে।

'এই ফাইটে আমি হচ্ছি ছোট্ট মানুষ—আণ্ডারডগ। আমি একজন মাইনার আর কাউহ্যাণ্ড, লড়তে যাচ্ছি একজন পেশাদার প্রাইজফাইটারের বিরুদ্ধে। এই কারণেই দর্শকের একটা বিরাট অংশ আমাকে সাপোর্ট করবে—এমনকি স্পেন্সারের কাউহ্যাণ্ডদের কিছু লোকও তাই করবে।

বিকেলে রিঙের পাশে হাজির হলো কিলরয়। চারপাশে দর্শকের ভিড়। যারা জায়গা পায়নি তারা বাড়ির ছাদে, করালের বারের ওপর—যে

যেখানে পেরেছে জায়গা কোরে নিয়েছে। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কিলরয়ের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হলো। মাইনারদের সংখ্যা অনেক। উপত্যকার বাইরে থেকেও প্রচুর কাউহ্যাণ্ড, জুয়াড়ী আর ট্র্যাপার এসেছে।

একেবারে সামনের তিন সারি সীট খালি পড়ে আছে। দু'জন লোক ওগুলোর পাহারায় আছে। কিলরয় তার বুট খুলে একজোড়া ইণ্ডিয়ান মোকাসিন পরে নিল। কোমর পর্যন্ত জামা সে আগেই খুলেছে।

দর্শকদের উল্লাসে চিৎকার করে ওঠায় কিলরয় ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হেনরি ক্রন্দার্সের দোকানের থেকে বেরিয়ে দর্পের সাথে পা ফেলে এগিয়ে আসছে বুল বিগুলে। ওর গায়ে একটা চাদর জড়ানো রয়েছে। ঝুঁকে দড়ি ফাঁক করে রিঙের ভিতরে ঢুকে সে নিজের নির্দিষ্ট কোনায় গিয়ে বসল। ওদিকে সিডার এইস থেকে বেরিয়ে কিঙ স্পেন্সার আর লিটল স্পেন্সার রিঙের দিকে এগোচ্ছে। ওদের মাঝখানে রয়েছে দু'জন স্যুট পরা শহরের লোক। সামনের চারজনকে অনুসরণ করে পিছুপিছু আসছে রাস আর টাস লক।

তারপর ক্রিস্টাল প্যালেস ছেড়ে বেরিয়ে এল আইরিন রনসন। ওর পাশে জুড ব্রিগো। ধীর পায়ে দর্শকদের ভিতর দিয়ে রিঙের দিকে এগোল ওরা। হাল ফ্যাশানের একটা চমৎকার জামা পরেছে আইরিন। মাথা উঁচু কোরে হাঁটছে সে। লোকজন সরে ওকে আসার জায়গা করে দিল এবং পার হয়ে যাওয়ার সময়ে হ্যাট নামিয়ে সম্মান জানাল।

ওয়াল্টার রাইলি কিলরয়ের দিকে এগিয়ে এল। একটু ইতস্তত কোরে সে বলল, 'এসব ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তুমি যদি একজন জুয়াড়ীর ওপর আস্থা রাখতে পারো, তাহলে আমি তোমার সেকেণ্ড হিসেবে কাজ করতে চাই।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল কিলরয়। 'আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই জুয়াড়ী। জীবনে মানুষকে কোন-না-কোন সময়ে জুয়া

খেলতেই হয়। তোমাকে সেকেণ্ড হিসেবে পেলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।'

তাকিয়ে চারপাশটা আরেকবার দেখে নিল ন্যাশ। সওার্স হচ্ছে রেফারী। রিঙের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে সে। জো লীম্যান কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর কোমরে একটা বিরাট ওয়াকার কোল্ট ঝুলছে। স্টিভ, জন, আর ও'নিলও আশেপাশেই ছড়িয়ে আছে।

ষোলো

কিলরয় রিঙে ঢুকে আলগা ভাবে কাঁধে ঝোলানো কোটটা সরিয়ে ফেলল। দর্শকদের মৃদু গুঞ্জন ওর কানে এল। সে জানে দর্শকরা ওকে যাচাই করে দেখছে।

বুল বিগুলে ওজনে কিলরয়ের থেকে তিরিশ পাউণ্ড বেশি। লম্বাতেও দু'ইঞ্চি উঁচু। ওর পুরো কাঠামোটাই ভারি। বুলেটের আকারের মাথাটা শক্তিশালী ঘাড়ের ওপর বসানো। পুষ্ট কাঁধের পাশে হাত দুটো মোটামোটা পেশীতে ভরা। পেটটা সমান, আর নিরেট। পা দুটো পিলারের মত মোটা আর শক্ত।

কিলরয়ের দেহটা মেদহীন। চওড়া কাঁধ, বহু বছর মুক্ত আকাশের নিচে কাজ, লড়াই, আর সংগ্রাম করে শক্ত হয়েছে। পেটটা সমান, কিন্তু পাকানো দড়ির মত পেশীওয়ালা। কাঁধেও রয়েছে সুগঠিত পেশী—কিন্তু প্রকাণ্ড লোকটার পাশে ওকে নেহাত ছোট দেখাচ্ছে।

আসলে ওর ওজন দু'শো-বিশ পাউণ্ড। কিন্তু ওকে দেখে কেউ

বলবে না ওর ওজন একশো-আশি পাউণ্ডের বেশি হবে।

রিঙের মাঝখানে এসে জেরেমি সওার্স তার হাত তুলল। 'নিয়ম অনুযায়ী বেল্টের নিচে কেউ ঘুসি মারতে পারবে না। এক হাত আটকা থাকলেও মুক্ত হাতে আঘাত করা চলবে। চোখে আঙুল ঢুকিয়ে চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা, বা কামড় দেয়ায় কোন বাধা নেই। কেউ পড়ে গেলে ওই রাউণ্ড শেষ। দু'জনের একজন মাটি থেকে উঠতে না পারা পর্যন্ত খেলা চলবে।' প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জনের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার চেয়ে পিছিয়ে গেল রেফারী।

ঘন্টা বাজল। দু'জনে মাঝখানে দেয়া দাগটার কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল বুল। মাথা নিচু করে ঘুসি কাটিয়ে কিলরয় ভিতরে ঢুকে ডান আর বাম হাতে দুটো শক্ত ঘুসি মারল ওর পাঁজরে। ওকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করল বুল। কিন্তু কিলরয় মোচড় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে বিদ্যুৎবেগে বাম হাতে ঘুসি মারল বুলের মুখে।

একটু সুস্থির হয়ে বিঙলে বাম হাত ঘুরিয়ে ল্যাম্পের বুকে মেরে ওকে দড়ির ওপর ফেলল। দর্শকরা চিৎকার করে উঠল। চার্জ করে ছুটে এল বুল। কিন্তু ওর পাঁজরে দুটো ঘুসি বসিয়ে সরে গেল অক্ষত ল্যাম্প। বিশাল লোকটা কাছে ঘেঁষে, বাম হাতে ঘুসি মারার ভঙ্গি করে, ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি লাগাল কানের পাশে।

টলতে টলতে দড়ির ওপর পড়ল ল্যাম্প। ষাঁড়ের মতই তেড়ে ছুটে এল বুল। দু'হাতে দুটো ঘুসি বসাল সে কিলরয়ের মাথায়। মার সহ্য করে ওকে আঁকড়ে ধরল ল্যাম্প। তারপর ওর পায়ের পিছনে নিজের পা বাধিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওকে ল্যাঙ মেরে আছড়ে ফেলল মাটির ওপর।

নিজের কোনায় ফিরে এল মাইক। ঝাপসা দেখছে সে। ঠাণ্ডা পানি ওর চোখেমুখে ছিটিয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল ওয়ালটার। বেল বাজার পর ধীর পায়ে দাগের কাছে এসে দাঁড়াল মাইক। তারপর হঠাৎ

লাফিয়ে বাম হাতে বুলের ঘাড়ের পাশে আঘাত করল। ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা এগিয়ে এল বুল যেন লাগেইনি। ওর ডান হাতের ঘুসিটা এড়িয়ে পালটা দু'হাতে দুটো প্রচণ্ড মারে বুলকে টলিয়ে দিল কিলরয়।

ঝাঁপিয়ে এগিয়ে ডান হাতে একটা ছোট্ট জ্যাব মারল বিঙলে। তারপর ল্যাম্পের বাম হাতের ঘুসিটা এড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। তৃতীয় রাউণ্ডের শুরুতে দু'জনেই দ্রুত এগিয়ে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ঘুসি ছুঁড়তে শুরু করল। বিঙলের বাম হাতের একটা মার ঠেকিয়ে ডান হাতে পাঁজরে মারল। দু'জনেই এবার পিছনে সরে সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরছে। কিলরয় এই সময়ে রিঙের পাশে বসা লোক দু'জনকে এক নজর দেখার সুযোগ পেল।

একজন পালোয়ান। দ্বিতীয়জন একটু পাতলা, আর লম্বা। ল্যাম্প একটা চার্জ এড়িয়ে ডান হাতে আবার পাঁজরে মারল। এতক্ষণ ভালই লড়েছে ল্যাম্প। কিন্তু বোকা সে নয়। বুঝতে পারছে বিশাল লোকটা এখনও শুরুই করেনি—খেলাচ্ছে। পেশাদার ফাইটার এতক্ষণে দেহের জড়তা কাটিয়ে লড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে মাত্র। সে নিশ্চিত, বুলকে আদেশ দেয়া হয়েছে সে যেন কিলরয়কে যতক্ষণ সম্ভব রিঙে রেখে ভাল মত পিটিয়ে দেয়। কিন্তু তার হারার অপমানের জ্বালা মেটাতে রক্তাক্ত দেখতে চায় ওকে।

বুল এগিয়ে এসে বাম হাতে মাথায় মেরে ডান হাতে ঘুসি বসাল ল্যাম্পের দেহে। ডান হাতের মারটা বৃত্তাকারে ঘুরে এড়িয়ে গেল কিলরয়। কাছে ঢুকে আসার চেষ্টা করল বিঙলে। কাছে দাঁড়িয়ে শর্ট জ্যাব মারতে পছন্দ করে সে। কিন্তু কিলরয় বাম হাতে লম্বা করে বুলের মুখে একটা ঘুসি মেরে সরে গেল। তারপর বাম হাতে ঘুসি মারার ভান করে লোকটা ডান দিকে সরার সঙ্গেসঙ্গে ঢুকে এসে পাঁজরের ওপর আবার দুটো প্রচণ্ড ঘুসি মেরে পিছিয়ে গেল।

এত মেরেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছে না ল্যাম্প। যেন একটা

পিপের ওপর ওর ঘুসি পড়ছে। হঠাৎ এগিয়ে এল বুল। কাটিয়ে বেরোবার সুযোগ না দিয়ে কিলরয়কে দড়ির ওপর নিয়ে ফেলল। ঘুসির ঝড় চালাল। একটা চোখের ওপর পড়ল, আরেকটা পেটে, পরেরটা কিডনির ওপর। টলতে টলতে সরে গেল মাইক। ডান হাতে ঘুসি উঁচিয়ে কাছে ঘেঁসে এল বুল।

মাথা লক্ষ্য কোরে ছোঁড়া ঘুসিটা মাইক কাটাল বটে, কিন্তু বাম হাতের মারে ভুরুর চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। পিছিয়ে গেল সে, কিন্তু সরে কুলাতে পারল না, প্রচণ্ড ডান হাতের ঘুসিতে পড়ে গেল ল্যাম্প।

ওয়ালটার দক্ষ হাতে মাইকের চোখের ওপর কাটা জায়গাটার যত্ন নিল। ওর দক্ষতায় অবাক হলো মাইক। 'ওর ডান হাতের থেকে সাবধান,' বলল ও নিল। 'ওটা মারাত্মক।'

পরের রাউণ্ডে কিলরয় দাগের কাছে এগিয়ে পরক্ষণেই পাশে সরে বুলের চার্জের পথ থেকে সরে গেল। এগিয়ে বাম হাতে মাথায় মারল ল্যাম্প। কিন্তু বুল ওকে জড়িয়ে ধরে আবার মাটিতে ফেলে দিল।

নিজের কোনায় বসে বিশ্রাম নেয়ার সময়ে পেশীগুলোকে ঢিলে করল কিলরয়। ঘন্টা বাজলে দাগের কাছে এগিয়ে গেল। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড বেগে বিগুলের চোয়ালে দুটো হুক মারল। বিশাল লোকটা টলে উঠল। বুল সামলে ওঠার আগেই বাম হাতে মুখের ওপর মেরে, ডান হাতে কামারের হাতুড়ির মত ওজনের ঘুসি বসাল সোলার প্লেক্সাসের ওপর। টাল সামলাতে চেষ্টা করছে বিগুলে, কিন্তু কিলরয় ছাড়ল না। বাম হাতে আবার মুখে মেরে, দু'হাতে দুটো প্রচণ্ড ঘুসি বসাল লোকটার পাঁজরে। দড়ির ওপর গিয়ে পড়ল বুল।

নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে সমস্ত শক্তি একত্র করে মাইককে শূন্যে তুলে রিঙের অন্যপাশে ছুঁড়ে দিল বিগুলে। তারপর ওর দিকে ছুটে এল। উত্তেজনায় দর্শকের দল এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। বুলকে ধোঁকা দিয়ে ডান হাতে কিলরয় আবার শক্তিশালী ঘুসি মারল ওর পাঁজরের

ওপর। বাম হাত চালাল বিগুলে। ওর হাত সরিয়ে ঘুসির সাথে দেহের ওজন যোগ করে প্রচণ্ড জোরে মারল কণ্ঠনালীর ওপর।

দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার কোরে কিলরয়কে উৎসাহ যোগাচ্ছে। দেহে ডানহাতি একটা ঘুসি খেয়ে কেঁপে উঠল বুল, কিন্তু নিজেকে সামলে ভারি ওজনের একটা ঘুসিতে মাইককে মাটিতে ফেলে দিল।

নিজের কোনায় ফিরে কিলরয় দেখল দর্শক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কপালে ঘুসিটা লাগায় প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে ল্যাম্প, কিন্তু হতবুদ্ধি হয়নি। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। কেউ কিছু বোঝার আগেই রিঙের যেখানে স্পেন্সারের পাশে কর্মকর্তারা বসেছে, তাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

'মিস্টার হ্যালোর‍্যান,' দ্রুত বলল সে, 'আমার সময় খুব কম। আপনাদের সাথে একটু কথা বলার সুযোগ হতে পারে ভেবেই আজ আমি লড়তে এসেছি। আমি পাহাড়ের বারোজন সেটলারদের একজন। সরকারের থেকে আইন-সম্মত উপায়েই জমি কিনেছি আমরা—কিন্তু স্পেন্সার বেআইনীভাবে গায়ের জোরে আমাদের জমির দখল নিতে চায়। একজন চাষী নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়েছে—'

ঘন্টা পড়ায় কথা শেষ হলো না। ঘুরে দেখল বুল চার্জ করে আসছে। দড়ির ওপর পিছলে সরে গেল ল্যাম্প। কিন্তু বিগুলের ঘুসিটা এড়াতে পারল না। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে। বিশাল লোকটা লাফিয়ে এগিয়ে এল—সে ওকে পড়তে দিতে নারাজ। দড়ির ওপর ঠেসে ধরে প্রথমে বাম হাতে, পরে ডান হাতে গদার বাড়ির মত জোরে ঘুসি মারল মাইকের মাথায়।

ঝিমঝিম করছে মাথা। মাথার ভিতর যেন একটা ব্যথার বোমা ফেটে চারদিকে ব্যথা ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার বিগুলের ডান হাত উঠতে দেখল সে। বুঝতে পারছে আরেকটা ওরকম মার সহ্য করার ক্ষমতা এখন আর ওর নেই। সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝটকা দিয়ে নিজেকে

ছাড়িয়ে নিল সে। বুল এখন ওকে মেরে ফেলতে চাইছে।

ঝাপসা চোখে দেখল স্পেন্সার উঠে দাঁড়িয়েছে, সাথে কর্মকর্তারাও। লিটল স্পেন্সারের হাত পিস্তলের ওপর। রিঙের অন্যপাশে লিটলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জো লীম্যান।

নিজেকে ছাড়িয়েও রেহাই পেল না কিলরয়। মুহূর্তে ওর কাছে ঘেঁষে খেপার মত দু'হাতে জোরালো ঘুসি মারতে শুরু করল বুল। রাউণ্ড শেষ হওয়ার আগেই ওকে থেঁতলে শেষ করে ফেলতে চাইছে। দর্শক চিৎকার করছে। এতসবের মধ্যেও মাইক দেখল পিস্তল হাতে স্থির দাঁড়িয়ে আছে লিটলের পিছনে।

রিঙের বাইরে থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল। আবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার সময়ে বুলের একটি ঘুসি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল মাইক।

ও'নিল ওকে পাঁজাকোলা কোরে তুলে কোনায় এনে বসাল। ওয়ালটার রাইলি ক্ষিপ্রতার সাথে ওর ওপর কাজ করে চলল। ঘণ্টা বাজল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মাইক। দাগের দিকে এক-পা বাড়াতেই বুল ঝড়ের মত এসে পড়ল ওর ওপর। দু'হাতে সমানে মারতে মারতে ওকে দড়ির ওপর নিয়ে ফেলল বিঙলে। একটার পর একটা মেরেই চলেছে সে। মাথা ডাইনে-বাঁয়ে সরিয়ে, নিচু করে ঘুসি কাটাবার চেষ্টা করছে কিলরয়।

কোনমতে ডানহাতি একটা ঘুসির তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে এল মাইক। পা দুটো দু'পাশে ফাঁক কোরে দাঁড়িয়ে এবার মাইক দু'হাতে মারতে শুরু করল বিশাল লোকটার দেহে। দর্শকের উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। চিৎকার করছে ওরা। খেপে উঠেছে মাইক। বিশাল লোকটা পাগলের মত লড়ছে, শেষ কোরে ফেলার ইচ্ছা। মাইকের মাথাতে এখন একটাই চিন্তা—ওই বিশাল লোকটাকে একেবারে থেঁতলে ফেলতে হবে, সে যেন আর উঠতে না পারে।

বাঁ হাতে একটা মেরে, ডান হাতে পাঁজরের ওপর ভীষণ একটা ঘা মারল মাইক, তারপর আবার, আবার। ভিতরে ঢুকে পড়ে বুলকে সুস্থির হওয়ার সুযোগ না দিয়ে সমানে দু'হাতে মেরে চলল মাইক। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল বিঙলে। কিন্তু পরক্ষণেই মাইক ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাম হাতে ওর মাথাটা হেডলকে ধরে মুখে ঘুসি মারতে লাগল। ডিগবাজি খেয়ে পুরো দেহটাকে পিছন দিকে ঘুরিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে মাটিতে পড়ল বিঙলে।

হাঁপাতে হাঁপাতে আবার দড়ির কাছে এল মাইক। 'সিডার ব্লাফে খাবার কেনা আমাদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে!' চিৎকার করে অফিসারদের উদ্দেশে বলে চলল সে। 'আমরা ফ্রেজারে খাবার আনতে ওয়াগন পাঠিয়েছিলাম, অ্যামবুশ করে ওদের সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয় চেষ্টায় কিছু খাবার আনতে পেরেছি—কিন্তু আমাদের তার জন্যে লড়তে হয়েছে।'

ঘণ্টা পড়ল। কিলরয় ঘুরে দাঁড়াতেই বিঙলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুল বিঙলের মুখটা রক্তাক্ত আর বুনো। ঝট কোরে একটু সরে তৈরি হয়ে বাম হাত ঘুরিয়ে লোকটার নাকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল মাইক। ওর নাকটা ভেঙে গেল। ডান হাতের ঘুসিতে বিঙলের ভিত পর্যন্ত নড়ে গেল। এক-পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সে।

ওজন কম হওয়ায় বিশাল লোকটার চেয়ে মাইক অনেক দ্রুত। তাছাড়া পাঁজরের ওপর এতগুলো জোরালো মার বুলকে দুর্বল করেছে। এখন আর ওর ঘুসিতে আগের মত জোর নেই।

সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে দু'জনে দু'জনকে ঘুসি মারছে এখন। পিস্টনের মত হাত চালাচ্ছে মাইক। প্রতি দুটো ঘুসির জবাবে চারটা মারছে সে। থুতনির ওপর একটা হুক মেরে, পাঁজরের ওপর দুটো শর্ট আর্ম জ্যাব মারল। তারপর আবার। বুলকে সামলে ওঠার সুযোগ না দিয়ে মুখের ওপর ভীষণ ওজনের একটা হুক বসাল। গাল ফেটে লম্বা

হয়ে চিরে গেল। মাইকও ঘুসি খাচ্ছে, কিন্তু তাতে আগের মত ওজন নেই বলে সে গ্রাহ্য করছে না। জিদের বশে সব সহ্য করছে। গাল চিরে যাওয়ায় পিছিয়ে গেছিল বুল। কিন্তু ওকে সময় দিল না মাইক। লাফিয়ে এগিয়ে হুকের পর হুক আর জ্যাব মেরে ওর দুটো পাঁজর ভেঙে দিল। পাহাড়ের মত লোকটা এখন দিশেহারা হয়ে টলছে।

সবাই এখন উল্লাসে, উত্তেজনায় পাগলের মত চিৎকার করছে। বিগুলের এখন শেষ অবস্থা। চিতাবাঘের মত ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুসি মেরে ওকে দড়ির ওপর ফেলে তিনবার মুখে আঘাত করল মাইক। ডান হাতে ঘুসি ছুঁড়ল বুল। মাথা সরিয়ে নিল মাইক। ঘুসি মিস হওয়ায় বিগুলের মুখটা নিচু হয়ে সামনে এগোল। মাইকের প্রচণ্ড হুক ভাঙা নাকের ওপর পড়ায় ঘুসির ধাক্কাতেই সোজা হলো সে। হাঁটু ভেঙে পড়তে শুরু করল বুল। কিন্তু পড়ার আগেই আরও দুটো হাড় কাঁপানো ঘুসি পড়ল ওর মুখে। বুল বিগুলে মাটিতে আছড়ে পড়ে উলটে স্থির হয়ে রইল।

মুহূর্তে নিজের কোনায় ফিরে এসে গানবেল্টটা পরে নিল কিলরয়। ঘুসাঘুসিতে হাত দুটো জখম হয়ে একটু ফুলে উঠেছে, কিন্তু এখনও পিস্তল ব্যবহার করার অবস্থা আছে। আইরিনকে এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল মাইক। ব্রিগো ওকে তাড়াতাড়ি ভিড়ের ভিতর থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। জো আর জন নীমান খোলা পিস্তল হাতে মাইকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমাকেও তোমাদের সাথে যেতে হবে এখন,' বলল ওয়ালটার। 'এখানে থাকলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

'এসো,' গম্ভীর স্বরে বলল মাইক। 'তুমি কাজের লোক।'

দলের সাথেই পিছাল স্টিভ, কিন্তু ওর পিস্তলটা এখনও লিটনকে-কাভার করে আছে। তরুণ স্পেন্সারের মুখটা সাদা হয়ে গেছে। স্পেন্সারের কাউহ্যাণ্ডরা জড়ো হতে শুরু করেছে ওপাশে। হঠাৎ

মাইনারের একটা দল মাঝখানে ঢুকে পড়ল।

'কোন চিন্তা নেই,' একজন বিশাল মাইনার চেঁচিয়ে জানাল। 'আমরা তোমার সাথে আছি।'

কিলরয়ের মুখে হাসি ফুটল। দলের লোকজনকে ছেড়ে সোজা কাউহ্যাণ্ডদের দিকে এগোল সে। বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ কোরে সরে দাঁড়াল ওরা। কিডের সামনে এসে হাজির হলো মাইক। বিগ স্পেন্সারের চেহারা ফ্যাকাসে, চোখের ভাব বরফের মত ঠাণ্ডা আর কঠিন। হ্যালোরান ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে—লম্বা লোকটাও কাছেই রয়েছে।

'আমি আমার পনেরো হাজার ডলার নিতে এসেছি,' শান্ত স্বরে জানাল কিলরয়।

চাপা রাগে মুখ কালো কোরে গুনে টাকা বাড়িয়ে দিল কিড। টাকা নিয়ে কর্মকর্তাদের দিকে ফিরে মাথা ঝুঁকিয়ে ছোট্ট একটা কুর্নিশ কোরে কিলরয় বলল, 'তোমাদের আমি যা জানিয়েছি তা সবই সত্যি। তোমরা যদি এই ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিয়ে উচিত বিচার করো, তাহলে আমরা খুব উপকৃত হব।'

ঘুরে মাইনারদের ভিতর দিয়ে এগিয়ে দলের আর সবার সাথে ঘোড়ার পিঠে উঠল মাইক।

'আমাদের দ্রুত এগোতে হবে!' বলল সে। 'যা ঘটার তা খুব জলদিই ঘটবে!'

'এখন আর সে কি করতে পারবে?' প্রশ্ন করল স্টিভ। 'আমরা তো আমাদের কথা অফিসারদের জানিয়েই এসেছি।'

'ধরো, ওরা যখন খোঁজ নিতে আসবে, তখন আর আমরা কেউ বেঁচে নেই। কিড মনগড়া যা খুশি বলে ওদের বোঝাতে পারবে। কারণ, তখন আমাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলার আর কেউ থাকবে না। ওরা যদি অনেক রকম প্রশ্ন তোলেও, তাতে আমাদের কি লাভ হবে? বড়

লড়াইটা সামনেই আসছে।'

দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে চলেছে ওরা। ঝোপের ভিতর দিয়ে এমন ট্রেইল ধরেছে যেটা খুব কম লোকের কাছেই পরিচিত। কিলরয়ের রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে জিনের ওপর রয়েছে। ওর একটা হাত মুহূর্তে ওটা তুলে ধরার জন্যে তৈরি আছে। কিন্তু স্পেন্সার সম্পর্কে ওর মনে কোন হেঁয়ালী নেই। ওকে সে ভাল মতই চিনেছে। লোকটা আবার পরাজিত হয়ে এখন হন্যে হয়ে উঠবে। ওর সমস্ত অহঙ্কার একেবারে ধুলোয় মিশে গেছে। সে যে এখনও সিভার ব্লাফের রাজা, সেটা প্রমাণ করতে হলে যাদের কারণে তার মান গেছে তাদের নিশ্চিহ্ন করতেই হবে। অন্য কোন উপায় নেই।

লিটল স্পেন্সার আরেকটা উপদ্রব। প্রভাবশালী আর টাকা-পয়সাওয়ালা মানুষের বখে যাওয়া ছেলেরা যা হয়। লিটল একা হলে তবু ভয়ের কিছু ছিল না—কিলরয়ের ধারণা, সে ওকে হারাতে পারবে—কিন্তু সে একা আসবে না। ওর সাথে বাস আর টাসও থাকবে। ওদের মত তিনজনকে সে একা সামলাতে পারবে, এমন কথা ভাবাও বোকামি। অবশ্য বেমক্কা ধরতে পারলে সেটা আলাদা কথা। যেমন কটনউডে সে ধরেছিল গিবসনদের। গিবসন! চট কোরে হ্যারিসের কথা মনে পড়ে গেল ওর। বিশাল লোকটার তাকে মারার জন্যে খুঁজতে বেরোতে এখন আর কোন বাধা নেই।

সতেরো

ট্রেইল ধরে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে ওরা। মরগ্যান দুশ্চিন্তায় পড়েছে। লীম্যান ক্যাম্পের লোকগুলোকে নিয়েই তার ভাবনা। ওখানে এখন কেবল ক্রাইড, প্যাট, ইয়েন আর জ্যাকি রয়েছে। স্পেন্সার যদি আক্রমণ করার জন্যে, অনেকে বাইরে আছে জেনে, এই মুহূর্তটাই বেছে নেয়? কপাল ভাল থাকলে ওরা হয়তো নিজেদের ক্যাম্প রক্ষা করতে পারবে, কিন্তু ভাগ্য যদি ওদের বিপক্ষে যায়—

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে একটা ঢালু ঢাল বেয়ে উপরের পাইন গাছগুলোর দিকে এগোল মাইক। হঠাৎ ওর সামনে, একটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ হলো। মাত্র একটাই। কিন্তু বুলেটের কোন শব্দ ওর কানে এলো না। মুহূর্তে মরগ্যানের সাথের লোকজন ছড়িয়ে পড়ে ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে। হাত দিয়ে পাইন ঝোপ সরিয়ে মাইক দেখল নিচে কতগুলো লোক ঘোড়ার পিঠে ওঠার জন্যে তাড়াহুড়া করছে। ঘোড়া থামিয়ে নিচে নামল সে।

রাইফেলের একটা গুলি মাইকের পাশে বড় পাইন গাছের গুঁড়িতে এসে বিঁধল। গুলি ছুঁড়ল মাইক। একটা লোক রাইফেল ফেলে নিজের ঘোড়ার দিকে ছুটল। তারপর লোকগুলো দ্রুত গাছের ফাঁকে ঢুকে পড়ল। সতর্ক হিসেব কোরে তিনটে গুলি তিনটে জায়গায় পাঠাল মাইক। অদূরেই ওর বাম পাশে, স্টিভ আর আরেকটু দূরে জো লীম্যানও গুলি ছোঁড়ায় যোগ দিল।

ঘোড়া নিয়ে ক্যানিয়নের দিকে ছুটল মরগ্যান। খাঁজ দিয়ে ভিতরে ঢোকার পথে চিৎকার কোরে নিজের নাম বলতে বলতে এগোল। যা দেখল, তাতে আশঙ্কায় ওর মুখ ফেকাসে হলো! ক্লাইভ লীম্যান হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওর বগলের কাছে মাটিটা রক্তে ভেজা, মাথায় একটা রক্তাক্ত কাটা খাঁজ।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ক্লাইভের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মরগ্যান। সশব্দে কেবিনের দরজা খুলে জ্যাকি গ্রেহাম ছুটে বেরিয়ে এল। 'দুঘণ্টা আগে ওরা হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করেছিল!' উত্তেজিত স্বরে জানাল জ্যাক। 'ওরা ইয়েনকেও জখম করেছে!'

সাবধানে ক্লাইভকে চিত করল মাইক। একটা বুলেট মাথার কিছুটা চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে। আরেকটা লেগেছে ওর বুকে—বেশ উঁচুতে। জখমটা দেখল সে। ক্লাইভের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফেনা উঠছে। মরগ্যানের মুখের ভাব কঠিন হলো।

ওয়ালটার রাইলি ওর পাশে নেমে দাঁড়াল। হাঁটু গেড়ে বসে জখমটা সে পরীক্ষা করে দেখল। বিস্মিত চোখে চেয়ে ওয়ালটারকে লক্ষ করছে মরগ্যান। পেশাদার দক্ষতায় আঙুল চলছে ওর। দ্রুত হাতে জামা কেটে সরিয়ে ভাল কোরে আবার পরীক্ষা করল।

'ওকে ভিতরে নিয়ে যেতে হবে,' গম্ভীর ভাবে বলল ওয়ালটার। 'আমাকে এখনই অপারেট করতে হবে।'

'অপারেট?' বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকাল জো। 'তুমি কি ডাক্তার?'

দুঃখের সাথে একটু বাঁকা হাসল ওয়ালটার। 'ছিলাম এক সময়,' বলল সে। 'হয়তো এখনও সব ভুলিনি।'

রাইফেল হাতে মিসেস লীম্যান দরজায় এল। তারপর রাইফেল নামিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল। আহত ক্লাইভকে যখন ভিতরে নেয়া হলো, তখন ওর জন্যে বিছানা তৈরি। মহিলার সরু লম্বা মুখটা গম্ভীর

কেবল ওর চোখে বেদনার একটু আভাস রয়েছে। শান্ত ভাবে দ্রুত হাতে নীরবেই কাজ করে চলেছে সে। ওদিকে ক্রিস্টিনা ইয়েনের বাহুর জখমটার যত্ন নিতে ব্যস্ত। ওর মুখটা ফেকাসে।

ইশারায় জোকে বাইরে ডেকে নিয়ে এল মরগ্যান। 'আমাকে আজ রাতেই আবার শহরে যেতে হবে। ওখান থেকে আইরিনকে নিয়ে আসতে হবে,' বলল সে। 'আমি একাই যাব।'

'তোমার ওখানে একা যাওয়া ঠিক হবে না। এটা রক্ষা করার জন্যে এখন এখানে যথেষ্ট লোক রয়েছি আমরা। শহরে তোমাকে হয়তো লড়তে হবে। আর, হ্যাঁ, হ্যারিস গিবসনের কথা ভুলো না।'

'না, তা ভুলব না। তবে, আমার মনে হয় রাতের বেলা আমি একাই সব সামলাতে পারব। ঘটনা এখন একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছাচ্ছে, জো। ওদের এখন আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। ওরা ভাবতে পারেনি আমি ওখানে কথা বলব। এবং এটাও ভাবেনি ফাইটে আমি জিতব।'

'ঠিক আছে,' বলল জো। 'আমরা সতর্ক থাকব।' কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে থাকল সে। 'আমার বিশ্বাস একদিনের তুলনায় আমরা আজ ভাল কাজই করেছি। ওখানে ট্রেইলে একটাকে শেষ করেছি আমি। জ্যাকি বলল রিমের ওপর ক্লাইভও একজনকে খতম করেছে। ওদের কয়েকজন আহতও হয়েছে। এতে ওদের ফাইট করার আগ্রহে কিছুটা ভাটা পড়বে।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল কিলরয়। 'সূর্য ডুবলেই আমি বেরোব।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সূর্য ডোবার পরেও বেরোতে পারল না, আরও কিছুটা দেরি হলো। ক্লাইভের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ওয়ালটার রাইলি তার স্যাডলব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতির বাক্স বের কোরে দ্রুতহাতে দক্ষতার সাথে অপারেশন শেষ করেছে। ভারি কোন কাজ না কোরে, সে কেবল তাস

হ্যাণ্ডল করায়, সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা তার মোটেও হ্রাস পায়নি। কৌতূহলী চোখে ওর কাজ করা দেখল কিলরয়। লোকটা এক সময়ে ভাল সার্জন ছিল।

অবাক হয়নি সে। পশ্চিমে সব ধরনের মানুষই দেখতে পাওয়া যায়। স্কলার, ডাক্তার, লইয়ার, কবি, দার্শনিক—কিন্তু বাইরে থেকে কাউকে দেখে বোঝার উপায় নেই, কে কি।

প্র্যাকটিস না থাকলেও নিশ্চিত দক্ষ হাতে কাজ কোরে, মেরুদণ্ডের পাশে অত্যন্ত মারাত্মক জায়গা খুঁড়ে বুলেটটা বের করল ওয়ালটার। কাজ শেষ কোরে হাত ধুয়ে জো নীম্যানের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

'ও বাঁচবে,' বলল সে। 'ওর এখন বিশ্রাম আর সেবা দরকার। আর শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে ওকে এখন বীফ সূপ খাওয়াতে হবে।'

পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসল জো। ছেলে ভাল হয়ে উঠবে জেনে আশ্বস্ত হয়েছে। 'ওর যা দরকার, তাই সে পাবে।'

কিলরয় যখন বেরোবার জন্যে ঘোড়ায় জিন চাপাচ্ছে, এই সময়ে ক্রিস্টিনা ওকে ধরল। ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে এসে হঠাৎ কিছুটা দূরে থমকে দাঁড়াল। ডান পায়ের গোড়ালিটা মাটিতে রেখে পায়ের পাতা এপাশ-ওপাশ করছে। কিলরয় ফিরে, কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে তাকাল।

'কি হয়েছে, ক্রিস্টিনা?'

'আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম—' ইতস্তত করছে সে। কিলরয় বুঝতে পারছে মেয়েটা লজ্জা পাচ্ছে। 'তোমার কি মনে হয় বিয়ে করার মত বয়স হয়েছে আমার?'

'বিয়ে?' চমকে উঠল সে। 'ঠিক বলতে পারছি না, ক্রিস্টিনা। তোমার বয়স কত?'

'ষোলো, কিন্তু কিছুদিন পরেই সতেরোতে পড়ব।'

'বয়সটা কম,' মন্তব্য করল মাইক। 'কিন্তু শুনেছি মিসেস নীম্যান ষোলো বছর বয়সেই বিয়ে করেছিল। তাছাড়া, কেন্টাকি আর

ভার্জিনিয়ার দিকে অনেক মেয়েই ওই বয়সে বিয়ে করে। কেন?'

'মানে, আমার ইচ্ছা আমি বিয়ে করি,' লাজুক স্বরে বলল সে। 'মা নীম্যান বলল, আমার তোমার অনুমতি নেয়া উচিত।' বলল, 'তুমি বাবার বন্ধু ছিলে, তাই এক রকম তুমিই আমার অভিভাবক।'

'আমি?' বিস্ময়ে হতবাক হলো মাইক। 'আমি কখনও কথাটা ওভাবে ভেবে দেখিনি। তোমাকে কে বিয়ে করতে চেয়েছে, ক্রিস্টিনা?'

'ইয়েন।'

'ওকে তুমি ভালবাস?' প্রশ্ন করল সে। হঠাৎ নিজেকে খুব বুড়ো মনে হচ্ছে তার। তবু, সামনে দাঁড়ানো লাজুক কিশোরী মেয়েটার দিকে চেয়ে নতুন কোরে সে টের পেল, তার নিজের মনে কত বিশাল একটা নিঃসঙ্গতা জমাট বেঁধে রয়েছে। এবং অদ্ভুত একটা কোমলতা, যেটা সে আগে কখনও উপলব্ধি করতে পারেনি।

'হ্যাঁ।' স্বরটা লজ্জা মেশানো, কিন্তু কিলরয় বুঝতে পারছে ওই স্বরে কতখানি সুখ আর খুশির আমেজ রয়েছে।

'হুঁ,' একটু লম্বা কোরে উচ্চারণ করল সে। 'দেখা যাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার অভিভাবক হয়ে আমাকেই একটা রায় দিতে হবে। তুমি যদি ওকে ভালবাসো, আর, সে তোমাকে ভালবাসে, তাহলে আর কি চাই? আমি ওকে চিনি। সে একজন সাহসী, আন্তরিক, আর পরিশ্রমী যুবক। এই ঝামেলা শেষ হলে সে যে অনেক উন্নতি করবে এতে আমার সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, তুমি ওকে বিয়ে করতে পারো।'

মধু ঝরল ওর কানে। আর কিছু শোনার অপেক্ষা না রেখে ছুটে চলে গেল মেয়েটা।

পুরো এক মিনিট ওখানে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে, শেষে ঘোড়ার পিঠে উঠল মাইক। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, এমন একটা গুরু দায়িত্ব ওকে পালন করতে হবে।

ছোট ধূসর ঘোড়াটা একেবারে নিঃশব্দে চলছে। পাহাড়ী ছাগলের মতই নিশ্চিত ওর পদক্ষেপ।

সিডার ব্লাফের কাছাকাছি পৌঁছে ঝট কোরে লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল কিলরয়। অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে। বাতাসে ধোঁয়ার হালকা একটা গন্ধ ভাসছে। শহরের উপরেও যেন একটা অস্বস্তিকর ছায়া। নিচের দিকে চেয়ে শহরটাকে খুঁটিয়ে দেখল সে। আগের মত দেখাচ্ছে না—কিছু যেন বদল হয়েছে। না, জনতার ভিড় সরে যাওয়ার পর যেমন খালিখালি লাগে, এটা তা নয়। আর কিছু ঘটেছে, যা ওকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে।

ধীর গতিতে ঘোড়াটাকে আগে বাড়াল কিলরয়। যেখানে বালু বেশি, বেছে-বেছে সেখান দিয়েই এগোচ্ছে। শব্দ হবে না। একটা দালানের কালো আকৃতি দেখা গেল সামনে। ওটার পাশে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে। কাঠ পোড়া গন্ধটা এখন আরও কড়া হয়েছে। তারপর দালানের কোনা থেকে উঁকি দিল ল্যান্স। সিডার এইস যেখানে ছিল সেখানে কেবল কাঠকয়লার একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে।

স্পেন্সারের সেলুন—পুড়েছে! ভুরু কুঁচকে সে ভাবতে চেষ্টা করল। দুর্ঘটনা? হতে পারে, কিন্তু ওর ভিতর থেকে কিছু ওকে সাবধান করল, এটা তা নয়। এবং তার মনে হলো, শহরটা যেন ঘুমায়নি।

দালান ঘেঁষে একটু আগে বাড়ল সে। হেনরি ক্রেদার্সের স্টোরে ক্ষীণ একটা আলো দেখা যাচ্ছে। ক্রিস্টাল প্যালেস অন্ধকার। ঘোড়ার কাছে ফিরে, ওকে হাঁটিয়ে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে নিয়ে এল।

অন্ধকারে সামনে একটা বিশাল লোকের আকৃতি ফুটে উঠল। চমকে, দালানের দেয়ালে সেঁটে দাঁড়াল ল্যান্স। ওটা হ্যারিস গিবসন!

লোকটার ওপর নজর রাখল সে। দেখল, অত্যন্ত চুপিসারে ক্রিস্টাল প্যালেসের পাশে পৌঁছে সে দরজার ওপর কিছুক্ষণ কাজ করে ভিতরে

অদৃশ্য হলো।

গলিটা পার হয়ে দরজার কাছে এসে পৌঁছল কিলরয়। দরজা দিয়ে ঢুকে দেয়ালের সাথে একেবারে মিশে দাঁড়াল। সামনে হ্যারিসের উপস্থিতি টের পাচ্ছে। কেবল ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

হ্যারিস এখানে কি করছে? সে কি আইরিনের কোন ক্ষতি করতে চায়, নাকি তাকে পাওয়া যাবে ভেবেই এসেছে? পা টিপে টিপে সামনে এগোল সে। আরেকটা দরজা পেরিয়ে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল। কিন্তু হ্যারিসের সাড়া আর এখন পাচ্ছে না। হঠাৎ একটা মোমবাতির আলো দেখা গেল, তারপর আরেকটা। প্রথম যাকে দেখতে পেল, সে আইরিন। মেয়েটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, পরনে ঘোড়ায় চড়ার পোশাক। কিলরয়ের দিকেই তাকিয়ে আছে সে।

'তুমি এসেছ, ল্যান্স?' মৃদু স্বরে বলল আইরিন। 'তাহলে তুমি আসার সাড়াই আমি পেয়েছিলাম?'

'না,' নিচু স্বরে জানাল সে। 'হ্যারিস গিবসন এখানে ঢুকেছে।'

কামরার অন্যপাশে পর্দাটার কাছে একটা ছায়া নড়ে উঠল।

'হ্যাঁ,' হ্যারিস বলে উঠল, 'আমি এখানে।'

ধীরে এগিয়ে এল লোকটা। তাসের টেবিলগুলোর ফাঁক দিয়ে আগে বেড়ে বারো ফুট দূরে থেমে দাঁড়াল।

কামরায় আলো খুব কম। আইরিনের হাতে মোমবাতির শিখাটা কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। মেয়েটার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে।

কিলরয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বিশাল আকৃতির হ্যারিস গিবসন। ওর কালো হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দেয়া রয়েছে। চেক-শার্টের উপর দিকের দুটো বোতাম খোলা—ওর রোমশ বুকের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। কোমরের দু'পাশে দুটো পিস্তল ঝুলছে। ওর হাতের খোলা আর ছড়ানো আঙুলগুলোর নিচেই পিস্তলের বাঁট।

হ্যারিস দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। মুখটা একটু তেলতেলে। অস্পষ্ট আলোয় খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে লোকটা। বিশাল দেহের তুলনায় রাইডিং বুট পরা পা দুটো অস্বাভাবিক রকম ছোট দেখাচ্ছে।

'হ্যাঁ,' পুনরাবৃত্তি করল হ্যারিস। 'আমি হাজির।'

একটা বড় শ্বাস নিল কিলরয়। হঠাৎ ওর মনটা বিদ্রোহ কোরে উঠল। ওই লোকটাকে সে মারতে পারবে। সে জানে। তবু, কিজন্যে ওকে মারা? হ্যারিস গিবসন তাকে খুঁজে বের কোরে মারতে এসেছে, এটাই পশ্চিমের রীতি। ওর ভাইকে সে মেরেছে, তাই ভ্রাতৃহত্যার শোধ তাকে নিতেই হবে। সেটা ন্যায়ই হোক, আর অন্যায়ই হোক।

ওকে যেন হঠাৎ নতুন চোখে দেখতে পাচ্ছে কিলরয়। হ্যারিস, সরল সাদাসিধে একটা বিশাল লোক। ঘটনাচক্রে পড়ে সে আউটল হয়ে বেআইনী পথে গা ভাসিয়েছে। একমাত্র যে লোকটাকে সে ভালবাসত, সেই ভাইটাকেই সে হারিয়েছে। সে এখন দিশেহারা, অসহায়। কিলরয়কে হত্যা করাই এখন ওর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নিজের পিস্তল দুটোর পাশ থেকে হঠাৎ হাত সরিয়ে নিল কিলরয়। 'হ্যারিস,' বলল সে, 'আমি তোমার সাথে গোলাগুলির লড়াইয়ে যাব না। তোমাকে মারতে আমি চাই না। এবং তার চেষ্টাও আমি করব না। আমাদের গোলাগুলি কোরে মরার কোন অর্থই হয় না, হ্যারিস। বিন্দুমাত্র না।'

'তোমার কথার মানে?' বিশাল লোকটার ভুরু কুঁচকে উঠল। সে বোঝার চেষ্টা করছে এর মধ্যে কোন ছলনা লুকানো আছে।

'আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না, হ্যারিস। তুমি আর তোমার ভাই টেক্সাসের একটা খারাপ দলের সাথে ভিড়েছিলে। সেই কারণেই তোমার ভাইকে মারতে আমি বাধ্য হয়েছি। তুমি আমার খোঁজে এলে

তোমার সাথেও আমার বাধ্য হয়েই লড়তে হয়েছে। তখনও সেটা আমি চাইনি, এবং এখনও চাই না।

'হ্যারিস, পাহাড়ের ওই লোকগুলোর প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। ওরা এখানে শান্তিতে বাস কোরে খেটে খেতে চায়—আমিও তাই চাই। আমার লড়াই আর সংগ্রামের একটা লক্ষ্য আছে। আমি যদি হত্যা করি, সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যেই তা করব। যদি মরি, সেটাও একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে ফাইট করেই মরব। কিন্তু তুমি আর আমি লড়াই কোরে কার কি লাভ হবে? ধরো তুমি আমাকে মেরে ফেললে। তারপর তুমি কি করবে?'

ইতস্তত করল হ্যারিস। চোখ দুটো বড় করে বিভ্রান্ত ভাবে ভাবছে।

'কেন? এখান থেকে বেরিয়ে টেক্সাসে ফিরে যাব।'

'আর তারপর?'

'সম্ভবত ঘোড়ার পিঠেই রাইড কোরে ঘুরে বেড়াব।'

'হয়তো। কিন্তু কেবল অল্প কিছু দিন। তারপর কারও সাথে মিলে কিছু গরু চুরি করবে। এর পরে স্টেজ-লুট করবে। এসবের পর এমন একটা দিন আসবে যখন তোমার স্যাম ব্যাসের মতই অবস্থা হবে। তোমাকে গুলি খেয়ে মরতে হবে, কিংবা তুমি ফাঁসিতে ঝুলবে।

'আমি তোমাকে গুলি করব না, হ্যারিস। আর, আমি জানি, তোমার মত মানুষ, যে পিস্তল ধরবে না, তাকে কোনদিনই ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করতে পারবে না। তুমি ভাল মানুষ, হ্যারিস। একটা ভাল মানুষ, যে ভুল ট্রেইলে চলছে। তুমি যেভাবে মরবে, তোমার মত সাদাসিধে একজন ভাল মানুষের ওভাবে মরা সাজে না।'

হ্যারিস গিবসন একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে। মোমবাতির কাঁপা আলোয় স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কিলরয়। এই প্রথমবারের মত সে ভয় পাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে, হয়তো তার কথায় কাজ হবে না, এবং হ্যারিস পিস্তল ড্র করবে। ওকে মারতে চায় না সে, কিন্তু [illegible] পারছে লোকটা

স্তল ড্র করতে গেলে কিলরয়ের ভিতরকার পিস্তলবাজ সত্তা ওকে পিস্তল লতে বাধা করবে।

কামরার মাঝখানে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গিবসন। কটা হাত তুলে সে তার কাঁধখসে চোয়াল চুলকাল। তারপর আপন মনে বড়বিড় করতে করতে ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গল।

আঠারো

মাল বের কোরে কপালের ঘাম মুছল কিলরয় কামরা পার হয়ে াইরিন এগিয়ে এল। প্রশান্তিতে ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'ওহ, ল্যান্স!' আবেগের সাথে বলে উঠল সে, 'চমৎকার! চমৎকার কটা কাজ করেছ!'

একটু হাসল কিলরয়। ওর ঘোর এখনও কাটেনি। 'ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর কটা অবস্থা!'

চারপাশে এক ঝলক চেয়ে দেখল ল্যান্স। 'এখানে কি ঘটেছে? গো কোথায়?'

'সে আমার কামরায়,' বলল আইরিন। 'আহত, খুব খারাপ ভাবে খম হয়েছে সে।'

'ব্রিগো! আহত?' ব্যাপারটা অসম্ভব ঠেকছে। 'কি হয়েছে?'

'স্পেন্সারের সেই পিস্তলবাজ দু'জনের কাজ। লিটল ওদের এখানে াঠিয়েছিল আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ব্রিগো এই কামরাতেই

ওদের মুখোমুখি হয়েছিল। গোলাগুলি হলো। রাস আর টাস, দু'জনকেই ব্রিগো মেরে ফেলেছে, কিন্তু সেও তিনটে গুলি খেয়েছে।'

'সিডার এইসে কি ঘটেছে? আর, শহরেরই বা এই অবস্থা কেন?'

'ওটা রাস আর টাস এখানে আসার আগের ঘটনা। কিছু মাইনার ওখানে মদ খাচ্ছিল। ওদের একজনের সাথে স্পেন্সারের এক পিস্তলবাজের মধ্যে তোমার ফাইট নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। ওখানে নেস্টারদের কথাও উঠেছিল। মাইনার জোর গলায় কথা বলছিল— হয়তো স্পেন্সার সম্পর্কেও কিছু খারাপ মন্তব্য করেছিল।

'পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়ালে মাইনার ওকে বোতল দিয়ে মারল। তারপরই বেধে গেল লড়াই। স্পেন্সারের লোকজনের বিরুদ্ধে মাইনারের দল।

'স্পেন্সারের কিছু লোকের তোমার লড়াই আর কথাবার্তা ভাল লাগায় ওরা আগেই কাজ ছেড়ে চলে গেছিল। মাইনাররা বাকি লোকজনকে পিটিয়ে বের করে দিয়ে সেলুনে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ছাই কোরে দিল। তারপর দুই দলে পুরো রাস্তা জুড়ে মারপিট চলল। কিন্তু কেউ মরেনি, কারণ, কেউ গান বের করেনি।'

'মাইনাররা এখন কোথায়?' জানতে চাইল কিলরয়।

'ওরা নিজেদের ঘোড়া আর ওয়্যাগনে চড়ে মাইনে ফিরে গেছে। ওরা যাওয়ার পর শহরটা ভূতুড়ে শহরে পরিণত হয়েছিল। তারপর রাস আর টাস লক এল।'

'স্পেন্সারের কি হলো?'

'আমরা কেবল গুজব শুনেছি। যারা কাজ ছেড়ে দিয়েছে, তাদের কেউ কেউ যাওয়ার আগে এখানে এসেছিল ড্রিঙ্ক করতে। ওরা বলল স্পেন্সারের এখন মাথার ঠিক নেই। ফাইটের পরে সে এখানে এসেছিল। আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি প্রত্যাখ্যান করায় বলল, জোর কোরেই নিয়ে যাবে। আমি জানালাম, তাহলে ব্রিগো ওকে

ন করে ফেলবে। শেষে চলে গেল সে। এর পরেই লিটন আমার জন্যে পিস্তলবাজ দু'জনকে পাঠিয়েছিল। কিডের জন্যে নয়, নিজের জন্যেই সে আমাকে চেয়েছিল।

'কিডের সত্যিই কিছু হয়েছে। সেই আগের কিড আর নেই। তুমি ওর থেকে পনেরো হাজার ডলার জিতেছ, বাজিতে হেরে সবার সামনে সেই টাকা তাকে দিতে হয়েছে। মাইনারদের কাছেও টাকা হেরেছে—হ্যারিসের কাছেও। হারতে অভ্যস্ত নয় সে—তাই হয়তো আঘাতটা সহ্য করতে পারেনি।

'তাছাড়া, হ্যালোর‍্যান ওকে যাওয়ার আগে জানাল নেস্টারদের ব্যাপারে আইন যা বলে তাই হবে। কিড বলেছিল, সে'ই এখানকার আইন। জবাবে হ্যালোর‍্যান বলল, সেটা যে সত্যি নয় শিগ্গী কিড তা টের পাবে। আর, সে যদি বিল গ্রেহামকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে থাকে, তাহলে তার ফাঁসি হবে।'

'তারপর?'

'মনে হলো একেবারে ভেঙে পড়ল। দীর্ঘ দশ বছর সে এখানে রাজার মত কাটিয়ে তার মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে সে সত্যিই রাজা। তার ক্ষমতার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু এখন সবদিকেই সে কেবল হারছে। সবার বাজির টাকা দেয়ার পর সে ব্লেজারে টার্নারের মৃত্যুর খবর পেল।

'তারপর, যেসব কাউহ্যাণ্ড কাজ ছেড়ে দিয়েছে, তাদের কিছু লোক ওর এক হাজার গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, এই খবরও এল। একেবারে ভেঙে পড়েছে কিড।'

'আর লিটন?'

'খেপে বুনো হয়ে উঠেছে সে। হ্যালোর‍্যানকে কেয়ার করে না ও। কোন আইন সে মানে না। দশজন কঠিন লোক বেছে নিয়ে গরু উদ্ধার করতে গেছে লিটন।'

'ভাল! তারমানে আমাদের হাতে কিছু সময় আছে।' আইরিনের দুই কাঁধে হাত রাখল কিনরয়। 'আইরিন,' বলল সে, 'তোমার আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। লিটন হয়তো ফিরে আসতে পারে। তুমি লীম্যানের ওখানে পৌঁছে, ওয়ালটার রাইলিকে এখানে পাঠিয়ে দাও। ও হয়তো ব্রিগোর জন্যে কিছু করতে পারবে। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে আসতে বোলো। তুমি ওখানেই নিরাপদ থাকবে।'

'কিন্তু তুমি?' প্রতিবাদ করল মেয়েটা।

হাসল কিনরয়। 'আমার জন্যে তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, আইরিন। জীবনের বহু বছর আমার এইভাবেই কেটেছে। আমি শুধু ব্রিগোর জন্যে যা পারি করব। কিন্তু তুমি জলদি করো।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল আইরিন। তারপর পায়ের আঙুলের মাথায় দাঁড়িয়ে ল্যাঙের ঠোঁটে ছোট্ট একটা চুমো খেয়ে দরজার দিকে এগোল।

'আমার ঘোড়াটা নিয়ে যাও,' বলল ল্যাঙ। 'তাড়াতাড়ি হবে। ছোট ছাই রঙের ঘোড়া। ওকে ইচ্ছে মত চলতে দিলে ও সোজা তোমাকে জো লীম্যানের ওখানে পৌঁছে দেবে। ঘোড়াটা ওরই।'

চলে গেল আইরিন।

কিনরয় দ্রুত ঘুরে কামরার চারপাশটা একবার দেখে নিল। তারপর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে আইরিনের কামরায় ব্রিগোর পাশে হাজির হলো।

বিশাল ইয়াংকি লোকটা ঘুমাচ্ছে। শ্বাসটা ভারি, আর, মুখটা ফেকাসে। কপালে হাত রেখে দেখল ওর গায়ে জ্বর রয়েছে। কিন্তু যখন ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, ওকে বিশ্রাম নিতে দেয়াই ভাল।

সামনের কামরায় চলে এল কিনরয়। মোমবাতির আলোয় নিজের পিস্তলগুলো পরীক্ষা করে দেখল। তারপর ব্রিগো পিস্তলগুলোতে গুলি ভরল। খুঁজে দেখল, দুটো রাইফেল আর একটা দোনালা বন্দুক রয়েছে। সাথে প্রচুর গুলিও আছে। দুটোবাড়তি পিস্তলও সে পেল।

সবগুলোতে গুলি ভরে বারের ওপর ওগুলো সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখল। কিন্তু একটা পিস্তল সে কোমরে গুঁজল।

এবার মোমবাতিটা নিভিয়ে দরজার পাশে জুড ব্রিগোর চেয়ারে বসল। সকাল হতে এখনও অনেক বাকি।

লম্বা সময়ের মাঝে দু'বার চেয়ার ছেড়ে উঠে অস্থিরভাবে বিরাট কামরাটায় পায়চারি করেছে। মাঝেমাঝে বাইরের অন্ধকার রাস্তার দিকে চেয়ে থেকেছে। চারদিক নিস্তব্ধ—নীরব। একবার বোতলের সাথে কিছু বাড়ি খাওয়ার শব্দে পিস্তল হাতে সন্তর্পণে জানালার কাছে এগোল। কিন্তু উঁকি দিয়ে দেখল একটা গাধা লক্ষ্যহীনভাবে অন্ধকার রাস্তায় ঘুরছে।

সকালের দিকে একটু ঘুমাল সে। কিন্তু অস্থিরতার মাঝে কেবল ছাড়া-ছাড়া ঘুম হলো। ওর অবচেতন মনটা সর্বক্ষণ সজাগ থাকল কোন শব্দ বা বিপদ সঙ্কেত শোনার আশায়। যখন পুব দিকটা ফিকে হয়ে আসছে, তখন সে ব্রিগোকে দেখতে ভিতরে গেল। চোখ খুলে বিছানায় শুয়ে আছে সে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওর জ্বরটা এখনও ছাড়েনি। কিলরয় ওর বুকের ক্ষতটা ধুয়ে পরিষ্কার কোরে ড্রেসিঙ বদলে দিল। তারপর পেশীর ক্ষত দুটোও পরীক্ষা করে দেখল।

'সিনইয়র? জখম কি খারাপ?' প্রশ্ন করল জুড। ওর কালো চোখ দুটো জবাবের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে কিলরয়ের দিকে।

'খুব খারাপ না। তুমি স্থির হয়ে শুয়ে থাকো। ওয়ালটার আসছে।'

'ওয়ালটার?' অবাক হলো জুড।

'হ্যাঁ, সে আগে ডাক্তার ছিল। ভাল ডাক্তার।'

'একজন অদ্ভুত মানুষ।' হঠাৎ কি মনে করে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওর চোখ। 'সিনইয়রিটা কোথায়?'

'আমি ওকে পাহাড়ে লীম্যানদের কেবিনে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখানে সে নিরাপদ থাকবে।'

'বুয়েনো। লিটল, সে আসেনি?'

'না। কিন্তু কথা না বলে তুমি বিশ্রাম নাও। ওরা এলেও ভয়ের কিছু নেই। অনেকগুলো গান তৈরি রেখেছি আমি।'

পানির বালতিটা বিছানার খুব কাছে রেখে, টিনের কাপটা পাশের টেবিলের ওপর রাখল কিলরয়। তারপর আবার সেলুনে গিয়ে ঢুকল।

ভোরের আলোয় ওটা কলমলে আর অসার দেখাচ্ছে। কয়েকটা গ্লাস উল্টে পড়ে আছে। জুয়া খেলার প্লাস্টিকের চাকতির টাকা ছড়িয়ে রয়েছে। অলসভাবে ওগুলো কিছুক্ষণ গুছিয়ে, জানালা দিয়ে বাইরেটা ভাল কোরে একবার দেখে নিল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে আগুন জ্বেলে কফির পানি বসাল।

লিটল স্পেঙ্গার আসবেই। ওর গরুগুলো খুঁজে পেতে কয়েক ঘণ্টাও লাগতে পারে, আবার কয়েক দিনও লেগে যেতে পারে। হয়তো ওর পিস্তলবাজরা ফিরছে না দেখে সে অস্থির হয়ে আগেও চলে আসতে পারে। ও ভাববে আইরিন এখানেই আছে।

আইরিন ট্রেইল ধরে তার মত, বা লীম্যানদের মত দ্রুত চলতে পারবে না। ওখানকার খবর যদি সব ভাল থাকে, তাহলেও দুপুরের আগে এখানে এসে পৌঁছতে পারবে না ওয়ালটার।

রাস্তাটা একেবারে নির্জন। এত ভোরে কেউ বেরোয়নি। একটা বাড়ির পিছন থেকে হাতল দিয়ে পাম্প কোরে পানি ওঠাবার বিশিষ্ট ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ আসছে। ঘুমে কিলরয়ের চোখ ভারি হয়ে আসছে। অত্যন্ত ক্লান্ত সে। মাথা ঝাঁকি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে রান্নাঘরে গেল। পানি গরম হয়েছে। কফি তৈরি করল সে। কড়া আর কালো।

কামরায় ঢুকে দেখল জুড জেগেই আছে। কৃতজ্ঞ ভাবে কিলরয়ের হাত থেকে কফির কাপটা গ্রহণ করল ইয়াকি লোকটা। 'বুয়েনো,' বলল সে।

'ব্যথা আছে?' প্রশ্ন করল ল্যাঙ্গ।

কাঁধ উঁচাল জুড। ওকে পরীক্ষা কোরে দেখে বেরিয়ে এল কির্লরয়।

সেলুনে ঢুকে চিন্তামগ্ন ভাবে সে চারদিকে দেখল। তারপর গুদাম ঘর থেকে হাতুড়ি, পেরেক আর মোটা কতগুলো তক্তা এনে জানালাগুলো আটকে দিল। বাইরে দেখার জন্যে কেবল সামান্য একটু ফাঁক রাখল। কাজ শেষ হলে নাস্তা তৈরি করল। নাস্তা তৈরি করতে গিয়ে টের পেল ক্রিস্টাল প্যালেসে খাবার সাপ্লাই প্রায় শেষ।

দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ব্রিগো জেগেই আছে। কির্লরয় বলল, 'আমাদের খাবার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে—কিছুই বলা যায় না, আক্রমণ এলে আমাদের হয়তো এখানে কয়েকদিন আটকা পড়তে হতে পারে। আমি তাই ক্রলার্সের দোকান থেকে কিছু খাবার আনতে যাচ্ছি।'

দরজা থেকে মাথা বের করে কিলরয় দেখল রাস্তাটা একেবারে খালি। বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। দেখে মনে হয় শহরে বুঝি কেউ নেই। কোথাও কোন শব্দ নেই। পাম্পের শব্দটাও বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তা ধরে এগোল সে।

ক্রলার্সের দোকানের দরজা বন্ধ। নক করল কিলরয়। কোন জবাব নেই। হাতলটা ঘুরিয়ে কাঁধ দিয়ে চাপ দিল—তবু খুলল না। এবার একটু পিছিয়ে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তালা ভেঙে দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্টোরের পিছন থেকে হেনরি বেরিয়ে এল।

'এই!' রাগের সাথে প্রতিবাদ করল সে। 'এটা তুমি করতে পারো না!'

'তাহলে আমি যখন নক করেছিলাম, তখনই তোমার খোলা উচিত ছিল,' শান্ত স্বরে বলল ল্যান্স। 'আমার কিছু সাপ্লাই দরকার।'

'আগেই তোমাকে বলেছি, তোমার কাছে আমি কিছু বিক্রি করতে পারব না।'

ঘৃণার চোখে ওর দিকে তাকাল ল্যান্স। 'তুমি একটা কাপুরুষ, হেনরি,' বলল সে। 'কোন মিছে তুমি পশ্চিমে এসেছিলে? তোমার

উচিত ছিল পুবের কোন সভ্য পরিবেশে বাস করা, যেখানে কিছু ঘটলেই বড় কর্তার কাছে নালিশ করা যায়। পশ্চিমে আমরা সেটা পছন্দ করি না।'

নিজের হাতেই যা-যা প্রয়োজন তুলে নিয়ে একটা ছালায় ভরল ল্যান্স। পকেট থেকে টাকা বের কোরে কাউন্টারের ওপর রেখে যাওয়ার জন্যে ঘুরল সে।

রাগের সাথে এতক্ষণ ওর কার্যকলাপ লক্ষ করছিল ক্রলার্স। এবার বলল, 'স্পেন্সার এর জন্যে তোমাকে কি করে দেখে নিও।'

ধৈর্য না হারিয়ে ওর দিকে ফিরল ল্যান্স। 'হেনরি, তুমি একেবারেই বোকা। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে স্পেন্সারের রাজত্ব আর দৌরাত্ম্য শেষ হয়েছে? ওদের পুরো প্রতিষ্ঠানই শেষ। তুমি ওদের পক্ষ নিয়েছিলে, তাই তুমিও শেষ।'

শূন্য রাস্তা ধরে ক্রিস্টাল প্যালেসে ফিরে খাবারগুলো যত্ন করে তুলে রাখল সে। মুখে যা'ই বলুক, ওর মাথা থেকে দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। সকাল এখনও বেশি গড়ায়নি। শিগগিরই স্পেন্সারের রাইডারদের আগমন সে আশা করছে। যত সময় যাচ্ছে ততই ওর চিন্তা বাড়ছে।

উনিশ

দুপুর বারোটার দিকে শহরের ধুলোময় রাস্তা ধরে ওরা এল। নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়ায় চড়ে আসছে। কিন্তু ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওদের। সবারই মাথা

থেকে পা পর্যন্ত ধুলোময়। কেবল ওদের পিস্তলগুলোর ওপর কোন ধুলো নেই।

ওদের কারও মুখে হাসি নেই, কারণ মানুষ খুন করাই ওদের পেশা। যারা একটু নরম মনের ছিল, তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। এরাই স্পেন্সার দলের সব থেকে কঠিন আর সেরা পিস্তলবাজ।

লী হার্ট রয়েছে সবার সামনে। একটা ব্রাউন রঙের বে ঘোড়া চালাচ্ছে সে। ওর একটু পিছনে, ডাইনে, রয়েছে জিমি। আরেকটু পিছনে ট্যাণ্ডি আর কার্ট। সব মিলিয়ে মোট দশজন শক্ত লোক।

রাস আর টাস ফেরেনি। এর মানে কি, তা ওরা জানে না—কেয়ারও করে না। ওরা একটা মেয়েকে নিতে এসেছে। লক ভাইয়েরা যদি আইরিনকে নিতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে ওরা রিগোর কাছ থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আদেশ দেয়া হয়েছে ওদের, ওরা জানে ওদের কি করতে হবে।

ক্লদার্সের স্টোরের কাছে এসে দলটা ভাগ হয়ে গেল। তিনজন, লী, কার্ট আর ট্যাণ্ডি ক্রিস্টাল প্যালেসের দিকে এগোল। কঠিন চেহারার নিষ্ঠুর লী হার্ট নেতৃত্ব দিচ্ছে।

সবই লক্ষ করেছে কিলরয়। ওদের এগিয়ে আসায় বাধা দিল না সে। লাগাম টেনে থেমে ওরা নামতে যাচ্ছে—এবার ওদের থামাল ল্যাঙ্গ।

'দাঁড়াও!' তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ দিল সে। 'তোমরা কি চাও, হার্ট?'

নামতে গিয়েও থমকে আড়ষ্ট হলো লী। তারপর ঘোড়ার ওপরই স্থির হয়ে বসল। 'তুমি কে?' জানতে চাইল সে। চোখ সরু কোরে চাঁদোয়ার ছায়া-ঘেরা অস্পষ্ট দরজার আড়ালে কে আছে দেখার চেষ্টা করছে লোকটা।

'আমি কিলরয়,' বলল সে। 'তোমরা কি চাও?'

'আমরা মেয়েটাকে নিতে এসেছি। লিটল ওকে চায়,' রুক্ষ স্বরে

বলল লী। 'তুমি এখানে কি করছ?'

'আমি?' শব্দ করে হাসল কিলরয়। ওর চোখ দুটো ঠাণ্ডা আর সতর্ক। বুঝতে পারছে ওকে এখানে দেখে লোকগুলো অনিশ্চিত বোধ করছে। ওরা বুঝতে পারছে না ল্যাঙ্গের সাথে ভিতরে আরও লোক আছে কিনা। ওদের মনের সন্দেহই এখন কিলরয়ের শক্তি। 'আমি তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। তোমাদের একটা সৎ পরামর্শ দিতে চাই—তোমরা সময় থাকতেই সরে পড়ো। স্পেন্সারদের রাজত্ব শেষ।'

'তাই নাকি?' হার্টের চোখ দালানটার ওপর ঘুরছে। তক্তা আঁটা জানালা ওকে বিব্রত করছে। 'আমরা মেয়েটার জন্যে এসেছি। ওকে নিয়েই ফিরব।'

একটা সিগারেট তৈরি করছে কিলরয়। 'মাত্র দশজনে?' হাসল সে। 'ওতে কুলাবে না।' কাগজের আঠাটা জিভ দিয়ে ভিজাল। 'তুমি তো একজন দক্ষ ফাইটার, হার্ট, কখনও দশজনে এমন একটা জায়গা লড়ে জেতার চেষ্টা করেছ?'

'তুমি ধোঁকা দিচ্ছ!' বলল লী। 'তুমি একা।'

হাসল ল্যাঙ্গ। 'তোমার মনে হয় আমি এখানে একা আসব? কিংবা লীয়ানরা আমাকে একা এখানে আসতে দেবে? বুদ্ধি খরচ কোরে আবার ভাবো।'

'কোথায় ওরা?' বলল সে। 'তুমি—' ওর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। কিলরয়ের থেকে কিছুটা দূরে জানালার কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। মুখ তুলে তাকিয়ে লীর মুখ কালো হলো। ল্যাঙ্গ বুঝল এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। বিছানা ছেড়ে উঠে, একেবারে মোক্ষম সময়ে রিগো জানালা দিয়ে রাইফেল বের করেছে।

কিন্তু কতক্ষণ সে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? লোকটা দুর্বল। হেসে উঠল কিলরয়। 'ঠিক আছে, তোমরা যেকোন সময়ে এগিয়ে আসতে পারো, হার্ট। কিন্তু বিনা কারণে তোমরা অনেকে মারা পড়বে।

যদি মনে কোরে থাকো এই কাজের জন্যে তোমরা টাকা পাবে, সেটা ভুল। এখন আর তাদের সেই ক্ষমতা নেই।'

এতক্ষণ কার্ট চুপ করে কথা শুনছিল। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল সে। 'কথা অনেক হয়েছে! চলো আমরা ঢুকে পড়ি!' লাফিয়ে ঘোড়াটাকে একপাশে সরিয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল কার্ট।

কিলরয়ের হাত নিচে নামল। ওর পিস্তল বেল্ট পেরিয়ে ওপরে ওঠার আগেই গর্জাতে শুরু করল। প্রথম গুলিটা দু'পায়ে লাফিয়ে ওঠা ঘোড়ার মাথার সাজে লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয়টা কার্টের কাঁধে লেগে ধাক্কা দিয়ে ওকে রাস্তার ধুলোর ওপর ফেলল।

একই সাথে ব্রিগোও গুলি ছুঁড়েছে। ট্যাভির ঘোড়াটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে লুটিয়ে পড়ল। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিল ট্যাভি। এবারে হার্টের সাথে সেও ছুটে পাশের বাড়িটার আড়ালে আশ্রয় নিল। রাস্তার ওপাশ থেকে এক ঝাঁক গুলি এল। কিন্তু ততক্ষণে নিরাপদে ভিতরে ঢুকে পড়েছে ল্যান্স।

বাইরের রাস্তাটা একবার দেখে নিয়ে পাশের কামরায় ব্রিগোর কাছে ছুটে গেল কিলরয়। লোকটার মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়েছে। নড়াচড়ায় ওর ক্ষত থেকে আবার রক্ত বেরোচ্ছে।

'শুয়ে পড়ো!' নির্দেশ দিল ল্যান্স। 'তোমার যা করার তুমি সাহায্য করেছ। ওদের বোকা বানিয়েছ। এবার শুয়ে পড়ো!'

'না, সিনইয়র্। তুমি ফাইট করবে আর আমি শুয়ে থাকব, তা হয় না।'

'এখন আমি ওদের ঠেকাতে পারব। আবার তোমার দরকার না হওয়া পর্যন্ত তুমি শুয়ে বিশ্রাম করো।'

একটু ইতস্তত কোরে জানালার পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ল জুড। যেখানে শুয়ে আছে, সেখান থেকে জানালার একটা ফুটো দিয়ে বাইরে দেখা যায়। ল্যান্স এক বাক্স গুলি আর একটা রাইফেল এনে বিছানার

ওপর রাখল। তারপর বড় কামরায় ফিরে এসে জানালাগুলোতে টহল দিয়ে ফিরতে শুরু করল। একটা জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়ে, একটা বাদ দিয়ে আবার পরের জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়ছে। কখনও পিস্তল কখনও রাইফেল ব্যবহার করে বাইরের লোকগুলোকে বিভ্রান্ত করছে।

কার্ট উঠে দাঁড়াল। দেখল কিলরয়, কিন্তু বাধা না দিয়ে ওকে যেতে দিল। হঠাৎ ঘুরে লোকটা দরজা লক্ষ্য কোরে গুলি ছুঁড়ল। বিছানায় শুয়েই গুলি কোরে ব্রিগো ওর বুক ফুটো কোরে দিল।

'একটা গেল!' নিজের মনেই বলল ল্যান্স। 'নয়টা বাকি।'

মিথ্যা আশায় বুক বাঁধছে না ল্যান্স। সে জানে এভাবে গুলি বিনিময় করে হার্ট বা স্পেন্সারের রাইডারদের হয়তো কয়েকজনকে সে বোকা বানাতে পারবে—এর বেশি নয়। ধুরন্ধর লোকগুলো একসময়ে বুঝে ফেলবে কি ঘটছে। তখন ওরা কিছু লোক একদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে বাকি লোক অন্যদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়বে। তখন ঘটনা একটা তুমুল গোলাগুলির মধ্যে দিয়ে শেষ হবে।

অ্যান্ডার্সের স্টোরের ওপর নজর রাখার মত একটা ভাল জায়গা পেয়ে গেল কিলরয়। রাস্তাটা খালি। অপেক্ষায় আছে সে। হঠাৎ দেখল একটা লোক কোনা ঘুরে ছুটে দরজার দিকে এগোচ্ছে। দ্রুত গুলি করল সে, দু'বার।

প্রথম গুলিটা কোমরের কাছে লাগল। টলে উঠল লোকটা, কিন্তু হয়তো পিস্তলের ওপর লাগায় জখম হয়নি। দ্বিতীয় গুলিটা বিঁধল ওর হাঁটুতে। লোকটা পড়ে গেল।

ল্যান্স উঠে পড়ল। ক্রিস্টাল প্যালেসের পিছনের দিকে এসে দরজাটা একটু ফাঁক করতেই একটা গুলি এসে বিঁধল দরজায়। একটু উবু হয়ে না থাকলে গুলিটা ওর মাথাতেই লাগত। এদিক দিয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে পৌঁছার কোন উপায় নেই—অন্তত দিনের বেলায় সেটা অসম্ভব। বিকেল হয়ে আসছে। এখন কেবল মাঝেমাঝে গুলি আসছে।

শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণটা এল।
অনেকক্ষণ সব চুপচাপ ছিল। হঠাৎ এক ঝাঁক গুলি এসে বিঁধল
ক্রিস্টাল প্যালেসের পিছন দিকে। এটা ওদের একটা কৌশল মনে
কোরে ঝুঁকি নিয়ে সামনের দিকে ছুটে এল কিলরয়। তার ধারণাই ঠিক।
দেখল ছয়জন লোক চার্জ কোরে রাস্তা ধরে ছুটে আসছে। রাইফেল
ফেলে পিস্তল দুটো হাতে নিয়ে এক লাফে দরজায় এসে দাঁড়াল সে।
ওর প্রথম গুলিটা বাম দিকের লোকটার বুকে বিঁধল। গড়িয়ে পড়ল
পিস্তলবাজ। দু'হাতে গুলি ছুঁড়ছে মাইক, বারুদের কটু গন্ধ নাকে
আসছে। একটা বুলেট ওর গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। মনে হলো যেন
একটা আগুনের চাবুক পড়ল গালে। গুলি কোরে চলল মরগ্যান। একটা
পিস্তল খালি হয়েছে টের পেয়ে অন্য হাতে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই কোমরে
গোঁজা পিস্তলটা বের কোরে গুলি বৃষ্টি চালু রাখল।
পিছিয়ে গেল আক্রমণকারীর দল। ওদের দু'জন ধুলোর ওপরই পড়ে
থাকল। ওদের কাউকেই সে চেনে না। গালটা জ্বলছে। ভিতরে এসে
রুমাল দিয়ে ক্ষতটা মুছে পিস্তলগুলোতে গুলি ভরে নিল সে। পকেটে
বন্দুকের গুলি বোঝাই কোরে শটগান হাতে এসে দাঁড়াল দরজার
পাশে। অপেক্ষাই মানুষের কাল হয়ে দাঁড়ায়। তাই অপেক্ষা করতে চায়
না মাইক। এগিয়ে যেতে চায়।
এখন আর কোন গোলাগুলি নেই। আক্রমণকারীদের সংখ্যা এখন
সাতে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে আবার একজন আহত। ওরা স্বভাবতই
একটু ইতস্তত করবে এখন। তাছাড়া ওর হাতে এখন রয়েছে শটগান।
সাংঘাতিক একটা অস্ত্র। কাছে থেকে গুলি করলে ওটা শুধু জখমই করবে
না, মানুষকে দু'টুকরো কোরে ফেলবে।
জানালায় নিজেকে দেখা দিল সে, কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া
এল না। স্টোর থেকে জোর গলায় কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। মানে
হচ্ছে ওদের নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলছে। আসলেও, এতে ওদের

কি লাভ? হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলল ওর মাথায়। ঘুরে শোয়ার ঘরে
গেল সে। জুড বিছানায় শুয়ে আছে, অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে।
'স্থির হয়ে শুয়ে নজর রাখো,' বলল কিলরয়। 'আমি বাইরে যাচ্ছি।'
'বাইরে?' ব্রিগোর চোখ বিস্ফারিত হলো। 'তুমি ওদের পিছনে
যাচ্ছ?'
'হ্যাঁ। এইটা নিয়ে যাচ্ছি।' শটগানটা ঝাঁকিয়ে দেখাল সে। 'ওরা
সবাই এখন ক্রুদার্সের স্টোরে। আমি আর অপেক্ষা করতে চাই না।
ভাল বা মন্দ যা'ই হোক, এটার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করতে চাই
আমি।'
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পাহাড়ের ট্রেইলটার দিকে
তাকিয়ে থাকল ল্যাঙ্গ। দুশ্চিন্তায় পড়েছে সে। ওয়ালটারের এতক্ষণে
এসে পড়া উচিত ছিল। স্পেলারের লোকজন নিশ্চয় জানে কিলরয় আর
লীম্যানদের সাথে যোগ দিয়েছে ওয়ালটার। ওকে দেখলেই হয়তো
পিস্তলবাজের দল গুলি চালাবে। কিন্তু ব্রিগোকে বাঁচাতে হলে ওর
এখানে নিরাপদে পৌঁছানো একান্ত জরুরী।

কিলরয় অপেক্ষা করছে। চাঁদোয়াটা সূর্যের আলো ঠেকিয়ে কিছুটা ছায়া
ফেলেছে ক্রিস্টাল প্যালেসের সামনে। বারান্দায় বেরিয়ে এল সে।
এখনও তর্ক-বিতর্কের জোরালো আওয়াজ আসছে। বারান্দা ছেড়ে ছুটে
এগোল ল্যাঙ্গ।
কোন গুলি এল না। ক্রুদার্সের দোকানের পাশে পৌঁছে গেল সে।
ওখান থেকে চার কদম দূরেই দরজা, এবং পথে ওকে কোন জানালাও
পার হতে হবে না। বারান্দায় উঠল ল্যাঙ্গ। জানে ওরা যদি রাস্তার
অন্যপাশে কোন লোক রেখে থাকে তবে তার বাঁচার কোন পথ থাকবে
না।
আরও এক-পা আগে বেড়ে থামল সে। ভিতরে কথাবার্তা চলছে।

বার গলা ছাপিয়ে লীর গলা শোনা যাচ্ছে। 'লিটল ঠিকই আমাদের কা মিটিয়ে দেবে। সে যদি না'ও দেয়, সব সময়েই কিছু গরু নিতে রব আমরা।'

'রাখো তোমার কথা।' বিরক্ত স্বরে প্রতিবাদ করল একজন। 'গরু ক চায়? আমি চাই নগদ টাকা। এবং,' যোগ করল সে, 'আমি এর থকে অক্ষত অবস্থায় জ্যান্ত ফিরতে চাই।'

'ব্যক্তিগতভাবে,' আরেকজন মন্তব্য করল, 'একজন একটা মেয়েকে য় বলে ঝুঁকি নিয়ে আমাদের গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হওয়ার কোন র্থকতা আমি দেখি না।'

'তোমার কি মত, ট্যাভি?' জানতে চাইল লী হার্ট। 'লিটলের টাকা াছে। সে আমাদের পাওনা চুকায়। তাছাড়া, ওই কিলরয় মনে করে স একেবারে ওস্তাদ।'

ট্যাভি হাসল। 'তুমি যদি মনে করো ওর সাথে পারবে, বেরিয়ে গিয়ে কে বললেই পারো তুমি সামনা-সামনি ওর মোকাবিলা করতে চাও। আমি জানি তোমাকে বিমুখ করবে না সে।'

'আরে!' উৎসাহে লাফিয়ে উঠল লী। 'চমৎকার বুদ্ধি! ওইভাবেই ওকে আমরা শেষ করব। আমি ওকে চ্যালেঞ্জ করব। ও বেরোলে সবাই মিলে ওকে ঝাঁঝরা করা যাবে।'

এক মুহূর্ত সবাই নীরব। ল্যাঙ্গ একেবারে দরজার পাশে পৌঁছে গেছে। ট্যাভির গলা শোনা গেল। 'লী, ওটা একটা জঘন্য আইডিয়া। তুমি জানো আমি কিছুতেই এতে অংশ নেব না। আমি একজন ফাইটার, খুনী নই।'

'ট্যাভি ডিক্সন! একদিন তুমি আমার হাতে—!' রাগের সাথে শুরু করেছিল হার্ট, কিন্তু শেষ হলো না।

'আমাকে আর তোমার ডাকতে হবে না, লী,' শান্ত স্বরে বলল ল্যাঙ্গ। 'আমি নিজেই এসেছি!'

আড়ষ্ট হয়ে জমে গেল লী। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ। চেহারাটা ফ্যাকাসে।

একমাত্র ট্যাভি ঘুরল। খুব ধীরে। হাত দুটো দু'পাশে সরানো। এক ঝলক দোনালা বন্দুকটা দেখল সে।

'কিলরয়,' মৃদু স্বরে বলল সে, 'শটগানের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই।'

'শটগান?' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল লী। ল্যাঙ্গ ওকে ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ দিল। সে জানে কাছে থেকে শটগান কেমন ভয়ঙ্কর দেখায়।

'এতে বাঘ শিকার করার গুলিও আছে,' অলস ভাবে মন্তব্য করল কিলরয়। 'আমি হয়তো তোমাদের চার-পাঁচজনের বেশি লোককে মারতে পারব না, কিন্তু যাদের লাগবে তারা ঠিকই টের পাবে। এখন বলো কে এর স্বাদ চেখে দেখতে চাও?'

লী তার জিভটা একবার চেটে একটু পিছিয়ে গেল। এখন গোলমাল করার সাধ আর ওর নেই। সে বুঝতে পারছে শটগানটা তাকেই পাহারা দিচ্ছে।

'জন্দার্স!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল কিলরয়, 'এদিকে এসে খাপ থেকে সবার পিস্তলগুলো তুলে নাও। ওদের শার্টও হাতিয়ে দেখবে—কারও কাছে গোপন পিস্তল থাকুক, এটা আমি চাই না।'

মড়ার মত সাদা মুখে দোকানি ল্যাঙ্গের নির্দেশ পালন করল। কেউ বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করল না। পিস্তলগুলো একত্র করে কিলরয়ের পায়ের কাছে রাখা শেষ হলে সবার মুখের দিকে একে একে তাকিয়ে দেখল সে।

'হার্ট, তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলে মারতে চেয়েছিলে। তাই না?'

লীর চেহারা চাঁদের মত পাণ্ডুর হয়ে গেছে। ওর কালো চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'আমি কেবল মুখেই ওকথা বলেছিলাম,' অজুহাত দেয়ার চেষ্টা করল সে। 'তেমন কিছু করার আমার সাহসই হত না।'

'তাই নাকি—'

হঠাৎ অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ উঠল রাস্তায়। কিনরয় দেখল লীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু কিনরয়ের দিকে চেয়ে ওর চেহারাটা আবার চুপসে গেল।

'সাবধান, লী,' নিচু স্বরে বলল ল্যান্স। 'অস্থির হয়ো না। আমি গেলে, তুমিও আমার সাথে যাবে।'

'আমি নড়িনি,' ফেঁসফেঁসে গলায় বলল সে। 'দোহাই তোমার, গুলি কোরো না!'

বিশ

ঘোড়াগুলো এখন হেঁটে এগোচ্ছে। ওরা ক্রিস্টাল প্যালেসের সামনে থামল। দেখতে বা ঘুরতে ভরসা পাচ্ছে না কিনরয়। পা বাধিয়ে পিস্তলের স্তূপটা আরও পিছিয়ে আনল সে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও ওদের ওপর থেকে চোখ সরাল না।

কিনরয়ের কপাল ঘেমে উঠছে। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। ওরা চুপিসারে এগিয়ে ঢুকে পড়তে পারে, কিংবা সরাসরি হেঁটেও ঢুকতে পারে—ওর পিছনে ফিরে দেখার উপায় নেই। সে ঘুরলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তল তুলে নেবে।

সামনের লোকগুলোর দিকে চেয়ে ল্যান্স বুঝতে পারছে ওদের মাথায় কি চিন্তা চলছে। ওদের চেহারা অসুস্থ আর ফেকাসে দেখাচ্ছে। শটগানের গুলিতে মরা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। ওই বন্দুক থেকে গুলি

ছুটলে কারা মারা যাবে আর কে বাঁচবে বলা কঠিন। এবং কিনরয়ের হাতের বন্দুকটা খালি হলেও সে তাদের চেয়ে মেঝের পিস্তলগুলোর অনেক কাছে আছে।

পিছনে তাকাতে পারছে না বলে একটা অজানা আশঙ্কায় ল্যান্সের ঘাড়ের পিছন দিকটা শিরশির করছে। দেখল লী আবার তার শুকনো ঠোঁট চাটল। কেবল ট্যাভিকেই কিছুটা নিশ্চিত দেখাচ্ছে। টেনশনটা কেবল ওর চোখে। যে কোন নড়াচড়াতেই কামরাটা রক্তের বন্যায় ভেসে যেতে পারে। হঠাৎ দড়াম কোরে একটা দরজায় বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ এল ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে।

ব্রিগো কি জ্ঞান হারিয়েছে? কোন শব্দ না হলেও, কিনরয় বুঝতে পারছে রাস্তা দিয়ে কেউ এগিয়ে আসছে। বাইরে একটা পায়ের শব্দে সবাই সচকিত হলো। ফ্লদার্স মেঝের ওপর এলিয়ে পড়ল। অচেতন। কৌতুক ভরা চোখে ট্যাভি ওকে দেখল, তারপর বারান্দার তক্তা ককিয়ে ওঠার শব্দে চোখ তুলল।

চরম মুহূর্ত উপস্থিত। দরজা দিয়ে কে ভিতরে আসে তার ওপরই নির্ভর করছে সবকিছু।

দরজাটা সামান্য ফাঁক হলো। একটা মানুষ ভিতরে ঢোকার মত ফাঁক হলে ওটা একটু ককিয়ে উঠবে। ওই দরজার কথা ল্যান্সের ভাল কোরেই মনে আছে। হাতের শটগানটা একটু উঁচু করল সে। তার মুখও এখন কিছুটা ফেকাসে হয়েছে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিনরয়। লোকটা যদি লিটল স্পেন্সার হয়, তবে একা মরবে না সে। যতগুলোকে সম্ভব, সাথে নিয়েই যাবে। শটগানের হ্যামার দুটো কক করল ল্যান্স।

'না!' কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। 'না, কিনরয়! খোদার কসম, না!'

এই লোকগুলো, যারা সামনা-সামনি পিস্তলের লড়াইয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, তারাই শটগানের মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

'কিলরয়?' পিছন থেকে একটা স্বর শোনা গেল। ওটা জো নীম্যানের স্বর।

'হ্যাঁ, জো। আমি কিছু অস্থির লোকজনকে এখানে আটকে রেখেছি।'

নীম্যান ভিতরে ঢুকল। ওর পিছনে স্টিভ, আর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ইয়েন। 'লিটল কোথায়?' জানতে চাইল জো।

'জানি না,' বলল ল্যান্স। 'হয়তো র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে।'

'ওখানে আমরা ওকে দেখিনি,' জানাল জো। 'হয়তো পথে কোথাও থেমেছে। কিন্তু বিগ স্পেন্সার আত্মহত্যা করেছে।'

'তাই নাকি?' ফিরল ল্যান্স। 'ওখানে কি ঘটেছে?'

'র‍্যাঞ্চটা একেবারে জনশূন্য,' জবাব দিল স্টিভ। 'একেবারে একা ছিল কিড। আমাদের আসতে দেখে পিস্তল তুলে নিজের মাথাতেই গুলি করল সে।'

'তারপর?'

'আমরা র‍্যাঞ্চে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এসেছি। সৎ র‍্যাঞ্চারের জন্যে ওটা খুব বেশি রকম বড়। ওটা এখন জ্বলছে।'

'আমাদের কি হবে?' জানতে চাইল ট্যাভি।

কিলরয় ওদের দিকে তাকাল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই জো বলল, 'আমরা জিমি নেবেল, আর লী হার্টকে চাই। ওরা বাড মিলার, ডেভ উইলসন, আর টিমকে হত্যা করেছে। হার্পারকেও ওরা মেরেছে। জিমি নেবেল ওকে খুন করেছে। ওদের জন্যে আমরা ফাঁসির দড়ি এনেছি!'

'তাহলে ওদের দু'জনকে নিয়ে যাও,' বলল কিলরয়। ট্যাভি ওয়েডের দিকে তাকাল সে। 'তোমার মত সৎ মানুষের এমন জঘন্য নিশাচর দলের সাথে চলা সাজে না, ট্যাভি। মানুষ তোমার গলাতেও ফাঁসির দড়ি লাগাবার আগেই তুমি নিজেকে শুধরাতে চেষ্টা করলে ভাল করবে। তুমি

যেতে পারো।'

বিস্ময় ফুটে উঠল ট্যাভির চোখে। 'ধন্যবাদ, ল্যান্স,' বলল সে। 'আমি এতটা আশা করিনি। তোমার কথাগুলো আমার মনে থাকবে।'

'তোমরা,' বাকি সবার দিকে চেয়ে বলল কিলরয়, 'পালিয়ে যাও! যদি কোনদিন আবার এদিকে আসো, আমরা তোমাদের ফাঁসিতে ঝোলাব।'

তাড়াহুড়া করে ওরা সবাই দরজার দিকে এগোল। জো নীম্যান আগেই লী হার্ট আর জিমি নেবেলকে নিয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে চুপ করে মেঝেতে বসেই এতক্ষণ সবার কথাবার্তা শুনছিল হেনরি ক্রন্দার্স। কিলরয় ওর দিকে ফিরল। 'তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয়া হলো,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'যা পারো সাথে নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। এখানে আর ফিরো না।'

দোকান ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল ল্যান্স। একটা লোক ঘোড়ার পিঠে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। ভাল করে চেয়ে দেখল লোকটা ড্যান কুপার। ওর একটু পিছনেই দালানের কোনা ঘুরে আরও একজন দেখা দিল। ওকেও চিনল কিলরয়—হ্যারিস গিবসন। ওরা কিলরয়ের পাশে এসে থামল।

ঘোড়া থামিয়ে একটা সিগারেট তৈরি করা শুরু করল কুপার। 'মনে হচ্ছে আমি ভুল ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছিলাম,' ধীর গলায় বলল সে। 'এখন কি করবে? আমাকে ফাঁসিতে চড়াবে? নাকি দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে?'

'তোমাদের কি ইচ্ছা?' প্রশ্ন করল ল্যান্স। ওর বুড়ো আঙুল দুটো বেল্টের ফাঁকে গোঁজা। দু'জনের ওপরই সতর্ক নজর রেখেছে সে।

চোখ তুলে ল্যান্সের দিকে তাকাল ড্যান। 'নিজেদের মধ্যে আমরা আলাপ করেছি। আমরা দু'জনেই তোমার ফাইটে বেশ কিছু টাকা

জতেছি, ভাবছিলাম তোমাদের সাথে যোগ দিয়ে, কিছু ক্লেইম কিনে নিয়ে আমরা এখানেই থেকে যাব।'

'পাহাড়ের ভিতর চমৎকার কিছু জায়গা আছে,' বলে উঠল হ্যারিস। ঘোড়ার পিঠে বসে ল্যাঙ্গের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

অনেকক্ষণ ওদের দিকে চেয়ে থেকে শেষে ল্যাঙ্গ বলল, 'নিশ্চয়। আমারটার পাশেই একটা ভাল জায়গা আছে, ওটা তুমি নিতে পারো, হ্যারিস। আর, বিল গ্রেহামের জায়গাটাও এখন খালি। আনন্দের সাথেই তোমাদের আমরা গ্রহণ করব।'

ঘুরে ক্রিস্টাল প্যালেসের দিকে রওনা হলো কিলরয়। ব্রিগোর কথা সে ভুলেই গেছিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকে ওর দুশ্চিন্তা দূর হলো। ওয়াল্টার রাইলি এসেছে। আইরিনও ওর সাথেই ফিরেছে। দরজার কাছে মেয়েটার দেখা পেল ল্যাঙ্গ।

'ব্রিগো ঘুমাচ্ছে,' ফিসফিস কোরে বলল আইরিন। 'ওয়াল্টার বুলেটটা বের করেছে। বলেছে ও ভাল হয়ে উঠবে।'

'খুশির খবর!' বলে আনন্দের আতিশয্যে আইরিনকে জড়িয়ে ধরল সে।

'ওহ, ল্যাঙ্গ,' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা, 'এইভাবেই তুমি আমাকে আগলে রেখো।'

'অবশ্যই,' আবেগ ভরা নিচু স্বরে সে বলল, 'নিঃসঙ্গতা আমিও অনেক সয়েছি। কিন্তু আর না!'

এর পরের কিছুদিনে ধীরে সিডার ব্লাফ শহরটা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। দু'জন নেস্টারের বিধবা পত্নী হেনরি ক্রদার্সের বাসায় এসে উঠেছে। স্টোর চালাবার ভারও ওরাই নিয়েছে। কিলরয় আর ইয়েন ওদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সব রকম সাহায্য করেছে। সিডার এইসের পোড়া আবর্জনা পরিষ্কার কোরে ফেলা হয়েছে। স্যান

ফ্রান্সিসকোর প্রাক্তন অভিনেতা, টোনি মরিস, আইরিনের থেকে ক্রিস্টাল প্যালেস কিনে নিয়েছে। কিলরয় তার পোড়া কেবিনের জায়গায় আরও বড় আর সুন্দর বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছে।

তবু, সবকিছুর পরেও কেমন একটা অস্থিরতা আর অস্বস্তি রয়ে গেছে। লিটল স্পেন্সারই এর কারণ। কেউ ওর নাম উচ্চারণ করে না বটে, তবু, নীম্যানরা এখন রাইফেলের সাথে পিস্তলও সাথে নিয়ে বেরোয়। স্টিভ আর ইয়েনও তাই করে। কোন ট্র্যাক না রেখে একেবারে উধাও হয়ে গেছে লিটল স্পেন্সার। সে কোথায় গেছে, কি করছে, বা কবে ফিরবে, তা কেউ জানে না।

সেদিন শনিবার, প্যাট নীম্যান হঠাৎ হাজির হলো কিলরয়ের ওখানে। ঘোড়ার পিঠে বসেই নিচে ল্যাঙ্গের দিকে তাকাল।

'কেমন চলছে?' প্রশ্ন করল সে। 'দেখে তো মনে হচ্ছে কাজ চমৎকার এগোচ্ছে তোমার।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল ল্যাঙ্গ। 'বাড়িটা শেপ নিচ্ছে। তোমার বাবার কি খবর?'

'চমৎকার আছে।'

'তুমি এদিকে কি মনে কোরে, কোন বিশেষ খবর আছে?'

'আজ সকালে দক্ষিণ দিকে চক্কর দিচ্ছিলাম আমি,' বলল প্যাট। 'একটা ট্র্যাক চোখে পড়ল। একটা ঘোড়া ঝর্না পার হয়ে এসেছে। কৌতূহলী হয়ে আমি ট্র্যাকটা অনেকদূর অনুসরণ করলাম। একটা ঝোপে ঘোড়ার সাদা লোম চোখে পড়ল।'

লিটল স্পেন্সার সব সময়েই তার সাদা ঘোড়ার পিঠে চলাফেরা করে।

'বুঝলাম।' চোয়াল চুলকাল ল্যাঙ্গ। 'লোকটা কোনদিকে গেছে?'

'বিশেষ কোন দিকে যাচ্ছে না। মনে হলো গোল কোরে চক্কর দিয়ে ঘুরে শহরের পরিস্থিতি যাচাই কোরে দেখছে।'

মাথা ঝাঁকাল ল্যাঙ্গ। 'তাহলে আমার একবার সিডার থেকে ঘুরে আসাই উচিত হবে। হয়তো শহরে আমি কয়েকদিন থাকব।'

'নিশ্চয়, যে কোন লোক ওই ট্র্যাক অনুসরণ করতে পারবে,' বলল সে। 'ট্রেইল লুকাবার কোন চেষ্টাই লোকটা করেনি।'

'মনে হচ্ছে বিপজ্জনক লোক। হয়তো পরে এক সময়ে আমি ওর ট্র্যাক অনুসরণ করব। দেখা যাক।'

ঘোড়ার পিঠে সিডার ব্র্যাঞ্চের দিকে রওনা হলো ল্যাঙ্গ। জঘন্য ধরনের লোক ওই লিটল স্পেপ্সার। দেশ ছেড়ে সে যায়নি—যাবার মানুষই সে নয়। প্রতিশোধ ওকে নিতেই হবে। ওর রক্তেই রয়েছে খুনের নেশা। খুন করতে গিয়ে নিজেকে মরতে হলেও ওর পরোয়া নেই।

কিলরয় ছোট্ট কেবিনটায় পৌঁছল। আইরিন আর ক্রিস্টিনা বর্তমানে এক সাথেই ওই কেবিনে থাকছে। ওখানে ইয়েনের সাথে বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্রিস্টিনা। আইরিন ওকে সাহায্য করছে। সেলাই হাতেই মেয়েটা দরজায় এল।

'ল্যাঙ্গ,' উদ্বিগ্ন স্বরে আইরিন প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে?'

'সে কাছেই আছে।' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ল্যাঙ্গ। 'আজ তোমাদের ডিনারে একজন অতিথি বাড়ল।'

একটা বই নিয়ে জানালার কাছে বসে মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে ল্যাঙ্গ। দেখল দু'জন লীম্যান এল—জন আর প্যাট। স্টোরের সামনে নামল ওরা। পরে স্টিভ হান্টকে দেখল। বেশ কিছুক্ষণ পরে হ্যারিস গিবসন এসে ক্রিস্টাল প্যালেসের সামনে নেমে একটা ড্রিঙ্কের জন্যে ভিতরে ঢুকল। অল্পক্ষণ পরেই সে আবার বেরিয়ে দরজার কাছে অলসভাবে একটা বেঞ্চের ওপর বসল। ওর কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলছে।

খাবার জন্যে ল্যাঙ্গকে ডাকতে এল আইরিন। শেষ একবার রাস্তার

দিকে চেয়ে উঠল সে।

টেবিলে বসে আইরিনকেই বারবার দেখছে ল্যাঙ্গ। ঘরোয়া পরিবেশে ওকে আরও কোমল, আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। খুশিতে দীপ্ত ওর মুখ। লিটল স্পেপ্সারের কাছাকাছি কোথাও থাকার খবরও ওর মুখের অপরূপ হাসি মুছিয়ে দিতে পারেনি।

ইয়েনও এসে ওদের সাথে যোগ দিল। কিলরয়ের দিকে চেয়ে সে হাসল। 'বিয়ের আগে বউয়ের হাতের রান্না বোধহয় আমার মত এত আর কেউ খায়নি! স্বীকার করতেই হবে, চমৎকার বিস্কিট তৈরি করে ও!'

'ওগুলো আমি তৈরি করিনি,' প্রতিবাদ করল ক্রিস্টিনা। 'আইরিন করেছে!'

'আইরিন?' কিলরয় হাসিমুখে চোখ তুলে তাকাল। 'আমি জানতাম না তুমি রান্নাও করতে পারো!'

দরজার কাছ থেকে একটা নিচু স্বরের ডাক শোনা গেল। 'কিলরয়?' হ্যারিস গিবসনের স্বর। 'ও আসছে। আমি মোকাবিলা করব?'

'না।' ন্যাপকিনটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ল্যাঙ্গ। 'এটা আমার কাজ।'

টেবিলের ওপাশে আইরিনের সাথে ওর চোখাচোখি হলো। 'আমার কফি এখন ঢেলো না,' বলল সে। 'গরম কফি পছন্দ করি আমি।'

ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ল্যাঙ্গ। রাস্তার ওপর অনেক দূরে লিটল স্পেপ্সারকে দেখা যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে। মাথায় হ্যাট নেই। ওর সোনালি চুল বাতাসে উড়ছে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছে সে। চোখ দুটো সোজা সামনের দিকে।

বারান্দা ছেড়ে রাস্তায় নামল কিলরয়। গোলাপ ফুটেছে, গন্ধ পাচ্ছে সে। রোদে পোড়া মাটির গন্ধও আসছে ওর নাকে। কোথাও একটা ম্যাগপাই তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে উঠল। হেঁটে ধীর পায়ে সামনে এগোল

্যান্স।

কোন তাড়া নেই। এই রকম সময়ে কারও তাড়া থাকে না। সবই ...ন স্লো মোশনে চলে। তারপর হঠাৎ করে সব শেষ হয়ে যায়। পরে ...ন্তা হয় এতসব কিভাবে ঘটল। প্যাট নীম্যান সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ...াছে, ওর হাতের ভাঁজে রাইফেল। সে আর জন নীম্যান ওখানে ...াড়িয়ে আছে, যদি ল্যান্স ব্যর্থ হয়।

ব্যর্থ? হাসল কিলরয়। সে কখনও ব্যর্থ হয়নি। তবু, শেষ পর্যন্ত সবাই ...্যর্থ হয়—কেউ আগে, কেউ পরে। এমন একটা সময় আসে যখন দেখা ...ায় তারা বেশি স্লো, কিংবা খাপের সাথে পিস্তল আটকে গেছে, অথবা ...ুলি ফোটেনি। ধুলোর গন্ধটা গরম, বহু দূর থেকে মেঘের গর্জন ভেসে ...এল। তারপর বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা এদিক-ওদিক পড়ল। আশ্চর্য, সে ...খেয়ালই করেনি আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

ল্যান্সের প্রতি পদক্ষেপে কিছুটা কোরে ধুলো উড়ছে। এখন লিটলকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দাড়ি কামায়নি সে—মুখে ঝোপের আঁচড়ের দাগ। ওর সাধের সাদা বাকস্কিনের জ্যাকেটটা আর নেই। কেবল পিস্তল দুটো আগের মতই আছে। আর, ধূসর চোখ দুটোও আগের মতই জ্বলছে।

হঠাৎ স্পেন্সার থেমে দাঁড়াল। ওর থামার সাথে ল্যান্সও থামল। অপেক্ষা করছে সে—ওর দেহটা পুরোপুরি রিল্যাক্সড্। লিটলের মুখটা একেবারে সাদা—মড়ার মত। কেবল ওর চোখ দুটো জীবন্ত, একটা সাদা আলো যেন বেরোচ্ছে ওর চোখ থেকে।

'তোমাকে আমি শেষ করব!' বলল সে। ওর স্বরটা তীক্ষ্ণ আর টান-টান।

এটা ভুল। পুরোই ভুল। কিলরয় কোন উত্তেজনা বা চাপ অনুভব করছে না। ওখানে দাঁড়িয়ে লিটলের মত মানুষের প্রতি প্রচণ্ড করুণা বোধ করছে সে। ওরা কেন শেখে না? গান কেবল মৃত্যুই আনতে

পারে।

ধূসর চোখে কি যেন কেঁপে উঠল। স্থির দাঁড়িয়ে হাতের তালু দিয়ে পিস্তলের ওপর বাড়ি দিল ল্যান্স। পিস্তলটা লাফিয়ে উঠে ওর শক্ত মুঠোয় স্থির হলো, তারপর হাতটা ঝাঁকি খেলো, একবার, দু'বার।

ওর সামনের পিস্তলটার মুখে আগুনের ফুলকি দেখা দিল। ল্যান্সের ডাইনে নিচের দিকে কি যেন আঘাত করল, সাদা, গরম। আবার লিটলের পিস্তলের মুখে শিখা দেখা গেল, কিন্তু গুলিটা রাস্তার ধুলোর ভিতর ঢুকল। লিটলের হাঁটু বাঁকা হলো, ওর বুকের বাম দিকে ঠিক হার্টের ওপর রক্তের একটা লাল ছোপ শার্ট ভেদ কোরে ফুটে উঠল।

ধুলোর ওপর নাক ঘষে উপুড় হয়ে পড়ল সে। লিটলের ডান পা একটা খিচুনি দিয়ে স্থির হলো। সিডার ব্লাফের লম্বা ধুলোময় রাস্তায় নীরবতা নেমে এল।

কিলরয় তার পিস্তলে গুলি ভরে ওটা খাপে রাখল। তারপর ঘুরে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে ঢাল বেয়ে ছোট্ট বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল। সামান্যই ঢালু, কিন্তু ওর কাছে ওটা প্রায় খাড়া মনে হচ্ছে। তবু এগিয়ে যাচ্ছে। দেখল আইরিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে। পায়ের কাছে কেমন ভেজা ভেজা ঠেকছে ওর। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে পড়ে গেল ল্যান্স।

আইরিন ওকে চিত কোরে শোয়াল। মেয়েটার মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। উঠে বসতে চেষ্টা করল ল্যান্স, কিন্তু সবাই মিলে ওকে জোর কোরে শুইয়ে দিল। হ্যারিস আর প্যাট নীম্যান ওকে তুলে বাড়িতে নিয়ে এল।

ওয়ালটার রাইলি যখন এল, তখনও সে সচেতন।

অল্পক্ষণ পরীক্ষা কোরে দেখে সে জানাল, 'ভয়ের কিছু নেই। গুলিটা ভিতরে ঢুকে পাঁজরের হাড়ে বাড়ি খেয়ে মেরুদণ্ড ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। অল্প কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ক্ষতটা ধুয়ে

বেঁধে দিচ্ছি।'

পরে, আইরিন ঘরে ঢুকল। ওর দিকে চেয়ে হাসল মেয়েটা। 'আমি কি এখন কফি বসাব?' হালকা সুরে প্রশ্ন করল সে। ওর চোখ দুটো বড় আর কালো।

'ক্রিস্টিনাকে কফি বসাতে দাও,' শান্ত স্বরে বলল ল্যাম। 'তুমি এখানে আমার পাশেই থাকো।'

—শেষ—

A lonely man in the crowded planet